শ্রীবৎস

পৌরাণিক নাটক

মন্মথ রায়, এম-এ

আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত,
প্রথম অভিনয়-রজনী—শনিবার ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা



প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পিতৃচরণে—

পরমারাধ্যতম

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রগতি রায়

পিতৃদেব

শ্রীচরণকমলেষু

সেবক

শ্রীমন্মথ রায়

লেখকের কথা

—গত (১৯২৮) বড়দিনের উৎসবে ষ্টার থিয়েটার কর্তৃক অভিনয়ার্থে একখানি নাটক লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া গত ৫ই নভেম্বর হইতে ১৯শে নভেম্বর মধ্যে "শ্রীবৎস" রচনা করি, কিন্তু, ইতিমধ্যে আমার পিতৃদেব জটিল রোগে পীড়িত হইয়া পড়ায় যথাসময়ে অভিনয়োপযোগী করিয়া দিতে না পারায় এতদিন অভিনীত হইতে পারে নাই। অবশেষে গত ৮ই জুন (২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬) শনিবার আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্‌এর উদ্যোগে "শ্রীবৎস" মহাসমারোহে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে।

দেশবিখ্যাত সাহিত্য-শিল্পী অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এবং বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার গীত-রচনার সকল অক্ষমতা তাহাদের রচনা-ঐশ্বর্য্যে ঢাকিয়া দিয়া "শ্রীবৎস"কে গীতিসম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। গীত-রচনায় অক্ষমতার অভিশাপ আমার পক্ষে সত্য সত্যই আশীর্ব্বাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড "শ্রীবৎস"-প্রযোজনায় প্রশংসালাভ করিয়াছেন। নটশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ অভিনেতৃগণ ঐন্দ্রজালিক শিল্পী মিষ্টার রাজা বোস্ লেখকের স্বপ্নকে এক অপরূপ মূর্ত্তি দান করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিতেছি। আমার ছোট মামা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এসসি আমাকে আমার

এই নাটকের সংশোধনে নানাবিধ সাহায্য করিয়াছেন এবং নানা উপদ্রবও সহ্য করিয়াছেন। মুগ্ধচিত্তে তাঁহাকে আজ স্মরণ করি।

পরিশেষে নিবেদন, অনেকে আমার "চাঁদসদাগরের" সহিত "শ্রীবৎসের" চরিত্রগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারেন। তাহাতে আমার দুঃখ নাই। দুঃখ এই—ঐরূপ তৃতীয় কোন জীবনী আমার জানা নাই, জানিলে তাঁহারও চরিত্র পূজা করিয়া ধন্য হইতাম।

"বরদা ভবন।"
পোষ্ট টাউন · বালুরঘাট
(দিনাজপুর)
৩০শে জুন ; ১৯২৯।

মন্মথ রায়

—ইঙ্গিত—

পুরুষ

শনিদেব ... ..

শ্রীবৎস .. ... রাজা

বাহুদেব .. .. সৌতিপুব-বাজ

সওদাগর .. ..

রাখাল .. ...

মন্ত্রী .. ..

নগবপাল .. ..

রাজগণ, নাগবিকগণ, প্রহরিগণ, ঋষিগণ, অনুচরগণ, কঞ্চুকী, বাজকর্ম্মচাবিগণ, সভাসদগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

লক্ষ্মী ... ...

চিন্তা . ... রাণী

নন্দিনী .. . .

উমারাণী .. ... সৌতিপুবেব রাণী

ভদ্রা ... ঐ কন্যা

মালিনী, সখিগণ, পূজাবিনীগণ, কাঠুবিযা-বমণীগণ, নাগবিকাগণ, চামবধারিণী ইত্যাদি।

প্রথম অভিনয়-রজনীর পাত্রপাত্রীগণ

অধ্যক্ষ ও শিক্ষক	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায
সঙ্গীত শিক্ষক	শ্রীভূতনাথ দাস
বংশীবাদক	শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ
হারমোনিয়মবাদক	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ও শ্রীসন্তোষকুমার দাস
তবলা বাদক	শ্রীসতীশচন্দ্র বসাক
স্মারক	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ	শ্রীমাণিকলাল দে
প্রযোজক	মিঃ রাজা বসু
আলোকমালা সজ্জাকর	শ্রীবিভূতিভূষণ রায়
শ্রীবৎস	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
বাসুদেব	শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী
শনি	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
মন্ত্রী	শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাস
রাখাল	শ্রীমতী সরস্বতী
সওদাগর	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত
১ম নাগরিক	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত
২য় „	শ্রীশরৎচন্দ্র সুর
নগরপাল	শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী

সভাসদগণ	মহেন্দ্রবাবু, নরেনবাবু, কানাইবাবু, যতীনবাবু, সত্যেনবাবু ইত্যাদি
মাঝিগণ	কানাইবাবু, সত্যেনবাবু
প্রহরীগণ	প্রবোধবাবু, নেড়ুবাবু, যতীনবাবু, সত্যেনবাবু
বালকগণ	শ্রীমতী কনকলতা, লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিদ্যুৎলতা, বাণীবালা
লক্ষ্মী	শ্রীমতী উষাবাণী
নন্দিনী	শ্রীমতী নীহারবালা
চিন্তা	শ্রীমতী শান্তবালা
ভদ্রা	শ্রীমতী সুশীলাবালা
মালিনী	শ্রীমতী তাবকবালা
উমারাণী	শ্রীমতী নালিনীবালা
কাঠুরিয়া-পত্নীগণ নাগরিকাগণ	শ্রীমতী মতিবালা, সবোজিনী, সুবাসিনী, বেণুবালা, তারকদাসী, তারকবালা, চাকবালা, লক্ষ্মীপ্রিয়া, উষাবাণী, রাধিকা-বালা, পটলমণি, কনকলতা, রাণীবালা, বিদ্যুৎলতা, সত্যবালা, সত্যবালা (২) শতদলবাসিনী ইত্যাদি।

শ্রীবৎস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পল্লী-পথ

[দূরে সমৃদ্ধিশালী নগর দেখা যাইতেছে। তাহার সম্মুখে শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র। ধানের শীষ, কাশের গুচ্ছ, পদ্মের কলি প্রভৃতি লক্ষ্মীপূজার নানা উপকরণ লইয়া লক্ষ্মীর গান গাহিতে গাহিতে নাগরিকাগণের প্রবেশ।]

—গান—

এস মা লক্ষ্মী, এস মা লক্ষ্মী
ব'স মা লক্ষ্মী তোমারি পাটে।
চিরচঞ্চলা এস অঞ্চল মেলি
মোদের লক্ষ্মী-জলার মাঠে॥
এস কমলা, কমল-নয়না,
আছে কমল আসন পাতা
শতদল কত দীঘির ঘাটে
এস ত্রিলোক-মোহিনী জগত জননী
মুখরিত করি পথ তব জয়গানে,
চলেছি তোমারই হাটে॥

[নাগরিকাগণের প্রস্থান।

[অন্য দিক দিয়া নাগরিকগণের প্রবেশ]

১ম নাগবিক। ব্যাপাবথানা কি হে, পথে পথে লক্ষ্মীব গান, আবাব একটু ঢ্যাঁট্‌বা দিয়ে গেল। কি ঢ্যাঁট্‌বা দিয়ে গেল, ভাল ক'বে শোনা হয়নি, চল চল শুনে আসি।

২য় নাগবিক। তোমাব ইচ্ছা হয় যাও, আমি শুনেছি। শুনে পর্য্যন্ত আমাব বুক কাঁপছে, আমাব আব শোনবাব সখ নেই।

১ম নাগবিক। তাই না কি হে? কি বললে?

২য় নাগবিক। দেখছ ত ক'দিন আকাশে মেঘ নেই, ঝড নেই, জল নেই···দিন ছুপুবে শুধু আকাশ জোডা একটা কালো ছাযা।

১ম নাগবিক। সে তো দেখেছি তা ঢ্যাঁট্‌বা কেন?

২য় নাগবিক। রাজা ঐ ছায়া দেখে দৈবজ্ঞদেব ডেকেছিলেন।· দৈবজ্ঞগণ শুণে বলেছেন, ঐ ছায়া অমঙ্গলেব লক্ষণ। ঐ কালো ছায়া এক ভবিষ্যৎ বিপদের ছায়া। আমাদেব বাজা শ্রীবৎস মা লক্ষ্মীব ববপুত্র, মা লক্ষ্মীব কৃপাব এ বাজ্য ধন-ধান্যে সুখে শান্তিতে স্বর্গরাজ্যে পবিণত হয়েছে, কিন্তু অকস্মাৎ এই অমঙ্গল চিহ্নে বাজা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

১ম নাগবিক। এ বাজ্যে আবাব অমঙ্গল কি হবে ·এমন বাম বাজত্ব·

২য় নাগরিক। অমঙ্গলের অন্ত কি? দুর্ভিক্ষ রয়েছে, মহামাবী রয়েছে, কখন যে কি আবির্ভাব হবে কে জানে। বাজা তাবই প্রতীকারের জন্য ব্যবস্থা কবেছেন। বাজ্যেব প্রতি ঘরে প্রতি লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীপূজা হবে, ও তারই ঢ্যাঁট্‌বা। শুধু কি তাই? অতিবৃষ্টি হতে পারে·· অনাবৃষ্টি হতে পারে। তাতে কৃষিকার্য্য ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই কৃষিকার্য্যের

উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে প্রজা বাণিজ্যে মন দিক। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ', সেই বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে রাজা ব্যবস্থা করেছেন, প্রতি লক্ষ্মীবারে রাজপুরীর সামনে একটি হাট বসবে। তার নাম হবে 'লক্ষ্মীর হাট'। রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন, ঐ লক্ষ্মীর হাটে যে যা জিনিষ আনবে, তার কিছুই পড়ে থাকবে না। লোকে যা নিয়ে যা বাকী থাকবে তা রাজাই কিনে নেবেন।

১ম নাগরিক। বটে! তা হলে এ সময়ে দেখে-শুনে একটা ব্যবসায়ে হাত দিতে পারলে কিছু হ'তে পারে। এমন জিনিষ করবো আর তার দাম এমন ফেলব, যে কেউ নেবে না—শেষে রাজাকেই সেই চড়া দামে নিতে হবে। কি বল ভায়া?

২য় নাগরিক। সেই জন্যই তো মহারাজা ঢ্যাঁট্রা শোনাচ্ছেন, সবাই গৃহ-শিল্পে মন দাও, চর্‌কা চালাও, তাঁত বোন, নানা রকমের শিল্পকার্য্যে হাত দাও। মনে রেখো—ঘরে ঘরে প্রতি লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীপূজা, আর "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।"

[হঠাৎ সেইখানে কালো ছায়া পড়িল, সকলে চমকিয়া উঠিল]

১ম নাগরিক। ছায়া! ছায়া! ভায়া ঐ দেখ সেই কালো ছায়া। আকাশে কিন্তু মেঘ নেই, ভায়া আর ঢ্যাঁট্রা শোনবার সখ নেই……চল ঘরে যাই—

২য় নাগরিক। আমাদের রাজা মা লক্ষ্মীর বরপুত্র, লক্ষ্মীর নাম স্মরণ কর। জয় মা লক্ষ্মী! জয় মা লক্ষ্মী, জয় শ্রীবৎস রাজার জয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

[ছায়ামণ্ডল মধ্যে শনিদেবতার আবির্ভাব।]

শনি। কেবল লক্ষ্মীরই জয়? লক্ষ্মী ভিন্ন কি পূজা করবার আর কেউ নেই? ওরে মূর্খের দল! তোদের চৈতন্য হবে কবে? কবে তোরা বুঝবি যে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু লক্ষ্মীই দেবতা নয়, এমনও অনেক দেবতা আছে···যে · মুহূর্ত্তে এই সৃষ্টি ধ্বংস কর্ত্তে পারে, তোদের লক্ষ্মীর মুখের ঐ হাসি চিরদিনের জন্য মুছে ফেলতে পারে!

[ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়েও বটে রাখালের প্রবেশ]

রাখাল। বটে? এমন দেবতাও আছেন? তা, কে তিনি? তিনি কি এই অভাগার একটা মনস্কামনা পূর্ণ কর্ত্তে পারেন?

শনি। কে তুমি?

রাখাল।—এক রাখাল। গরু চরাই, বাঁশী বাজাই। ঠাকুর, পেন্নাম হই—[প্রণাম।]

শনি। কি তোমার মনস্কামনা?

রাখাল। বাপ নেই, মা নেই, তবু দেখ দেখি কি অন্যায়!·· যার গরু চরাতাম, মরবার সময় তিনিই তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে গেলেন। আমাব বয়স তখন বায়ো, বৌর বয়স সাত। রাজার অভিষেক হবে শুনে বৌ নিয়ে ঘটা দেখতে গেলাম। ক্ষিধের জ্বালায় ছুঁড়ী কান্না সুরু করে দিল ··রাজসভায় ছুঁড়ীকে নিয়ে গিয়ে রাজাকে বললাম, রাজা এত লোককে খেতে দিচ্ছ, এই ছুঁড়ীকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করো। ঐ কাঁদুনে বৌ পালা আমার সাধ্য নয়। রাজা মহা খুসী। আমিও খুসী— মাথার ভার নেমে গেল, নিশ্চিন্ত হয়ে পালিয়ে এলাম—

শনি। তার পর ?

রাখাল। এখন দেখছি, নিশ্চিন্ত হয়ে তো পালিয়ে আসিনি, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি।···শোন ঠাকুর, সেই ছুঁড়ী এখন ডাগর হয়েছে। আমারো গরু বাছুর হয়েছে, ঘরসংসার পাততে হয়, কিন্তু সে ছুঁড়ীকে আর পাচ্ছিনে। ছুঁড়ী রাজবাড়ীতে যে কি মধুই পেয়েছে, আমার এ পাতার ঘরে আসতে চায় না। রাগ করে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, দুধ দোয় কে ?···বাছুরগুলোর পরমানন্দ। এদিকে আমার দিন কাটছে কেঁদে, রাত কাটছে বাঁশী বাজিয়ে—

শনি। বটে!···তা তুমি রাজাকে তোমার অভিযোগ নিবেদন করেছ ?

রাখাল। আরে সেই রাজাই তো আমার কাল হয়েছে ঠাকুর! রাজারাণী ছিল আঁটকুড়ো। এখন ঐ ছুঁড়ীই হয়েছে তাদের বুকের ধন, চোখের মাণিক। শোন ঠাকুর, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে শোন—! ছুঁড়ীর ছোটবেলার নাম ছিল রাধা। আমি ডাকতাম রাধু। রাজারাণী এখন তার নাম দিয়েছেন "নন্দিনী"। সেদিন রাজপুরীর বাইরে ওরা রথে চড়ে বেড়াচ্ছিল। আমি "রাধু" "রাধু" করে কত ডাকলাম, প্রথমে তো ফিরেই চাইলো না আমার পানে, শেষে যদি বা ফেরাল, বললো কি শুনবে ? বলে কি না তার নাম রাধু নয়, "নন্দিনী"।

শনি। রাজা এখন কি বলেন ?

রাখাল। তিনি বললেন ওকে ছেড়ে তাঁরা থাকতে পার্বেন না, আমাকে বলেন—তুমি এসে রাজপুরীতে থাকো, অর্থাৎ ঘরজামাই, বুঝলে ঠাকুর ? কিন্তু রাজবাড়ীর ঐ আকাশ-ছোঁয়া পাথরের প্রাচীরগুলো

দেখলেই আমার দম্ আটকে আসে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়। "আপনি . . তো বাপের নাম," কি বল ঠাকুর ?

শনি। রাজার শরণ নেওয়া যখন বৃথা হ'ল, তখন দেবতার শরণ নাও—

রাখাল। আমিও তাই মনে করেছি। মনে করেছি—আজ থেকেই ঘরে লক্ষ্মীপূজা কর্ব্ব—

শনি। লক্ষ্মীপূজা!

রাখাল। হাঁ, লক্ষ্মীপূজা। আমি আয়োজনও করেছি। কিন্তু পুরুত ঠাকুর পাচ্ছি নে। ঠাকুর, দয়া করে তুমিই আমার পূজাটা সেরে দাও না ?

শনি। আমি ? লক্ষ্মীপূজা কর্ব্ব আমি ? ওরে মূর্খ, আমি কে জানিস ?

[লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব]

লক্ষ্মী। ও না জানুক, আমি জানি। তুমি অমঙ্গল, তুমি অশুভ, তুমি মহামারী, তুমি দুর্ভিক্ষ, তুমি জগতের সর্ব্ব অকল্যাণ—

শনি। [লক্ষ্মীকে চিনিতে পারিয়া] তুমি ? ভালোই হ'ল দেবী। মর্ত্তো তোমার একাধিপত্য দূর কর্ব্বার সময় এসেছে। তুমি প্রচার করিয়েছ—তুমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেবতা। কিন্তু তুমিই বল, সে কথা কি সত্য ?

লক্ষ্মী। লোকে যদি সে কথা বলে, আমি লোকের মুখ বন্ধ কর্ব্ব কি করে ?

শনি। লোকে ব'লে বলুক, কিন্তু তুমি নিজে কি বল ?

লক্ষ্মী। আমি আর কি বলব? প্রত্যেকেরই ধারণা সে সবার চাইতে বড়। তোমার আমার সকলেরই মনে সেই ধারণা চুপিচুপি খেলা করে, কিন্তু

"নিজে যারে বড় ভাবে বড় সে তো নয়—
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।"

শনি। মূর্খ লোকে অনেক কথাই বলে। কিন্তু আজ যদি কোন শাস্ত্রজ্ঞ, কোন ধার্ম্মিক, কোন ন্যায়বান্ পুরুষকে মধ্যস্থ মানি, সে কি বলে দেখা যাক—

লক্ষ্মী। কে সে?

শনি। কেন, ঐ শ্রীবৎস রাজা—?

লক্ষ্মী। শ্রীবৎস রাজা আমার পরম ভক্ত।

শনি। এখানে ভক্তির কথা হচ্ছে না, বিচারের কথা হচ্ছে! শাস্ত্রানুযায়ী বিচার হবে। বিচার যদি ভক্তিবশে পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট হয়, বিচারক তার ফল অবশ্যই ভোগ কর্ব্বে।

লক্ষ্মী। কাজ কি দেব এই বাদবিসম্বাদে?

শনি। কাজ কি? তা তুমি বলতে পার বটে! তুমি লক্ষ্মী, বিধাতার আদরিণী মেয়ে। আজন্ম আদর পেয়েছ, পূজা পেয়েছ। আর এ কথাও ঠিক্, আমিও দেবতা। কিন্তু দেবতা হলেও আমি বিধি-বিড়ম্বিত। আমি সৃষ্টির অভিশাপ। আমার দৃষ্টি লেলিহান অগ্নি-শিখা। প্রসন্ন মনে যেখানে আশীর্ব্বাদ করি, চেয়ে দেখি আশীর্ব্বাদের পাত্র ধ্বংস হয়েছে, আর তার ভস্মস্তূপ আমাকে ব্যঙ্গ করছে! আমি

তাই·· তাই···চক্ষু থাকতেও অন্ধ, শুধু জগতের কল্যাণার্থে স্বেচ্ছায় এই অন্ধতা বরণ করেছি। তবু কেন আমি পাব না পূজা? ভক্তি? শ্রদ্ধা?···তবু কেন শুনি এ দেবতা বড়, সে দেবতা বড়···শুধু আমিই ছোট? জগতের কল্যাণ কামনায় স্বেচ্ছা-বৃত এই অন্ধতাব আত্মত্যাগে আজ যদি আমি বলি যে আমি তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ·· সকল দেবতারই শ্রেষ্ঠ—

লক্ষ্মী। "নিজে যাবে বড় ভাবে বড় সে তো নয়।
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়॥"

শনি। বটে! বটে! বেশ তাই হোক। বিচারকেব সন্ধান পেয়েছি, বিচারে জয়লাভে সাহস থাকে, এসো—

লক্ষ্মী। ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। এখানে আমার পূজার আয়োজন প্রস্তুত। পূজা গ্রহণ করেই আমি আপনার অনুগমন কর্ব্ব—

রাখাল। ওগো, তোমবা ঝগড়া কর্ব্বে, পরে ক'রো। আমি তোমাদের দুজনারই পূজা কচ্ছি—আমাব মনস্কামনাটা পূর্ণ করে দাও-—

শনি। যে লক্ষ্মীপূজা করে আমি তার পূজা গ্রহণ করি না—

রাখাল। [শনিকে প্রণাম করিয়া] ঠাকুব, আপনি কোন্ দেবতা?

লক্ষ্মী। উনি গ্রহরাজ শনিদেব—।

রাখাল। তবে আপনাদের মধ্যে কোন্ জন বড়?

লক্ষ্মী।, উনি ভাবছেন উনি—

শনি। উনিও ভাবছেন উনিই—

রাখাল। [লক্ষ্মীকে] তবে যান ঠাকরুণ! আগে সেইটেই ঠিক্ হোক্

কে বড়। যিনি বড় হবেন, তাঁরই পূজা কর্ব্ব। বড় থাকতে আর ছোটর পূজা করে কে ?

শনি ও লক্ষ্মী। বেশ, তাই হোক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাখাল। বৌ হারিয়েছি, তাই বলে কি বুদ্ধিও হারিয়েছি না কি ? সেটি নয়, সেটি নয়, হ্যা—।·· ···কিন্তু—

রাখালের গান

হারিয়ে তারে বিভোর প্রাণে বেড়াই বনে বনে।
সে তো কোন খোঁজ রাখেনা থাকে আপন মনে।
সাত পুরুষে গয়লার মেয়ে নামটী ছিল রাধা
তার তরল চোখের চাউনীতে হায় প্রাণটী আমার বাঁধা
এখন রাজার বাড়ীর নন্দিনী সে আছে কতই যতনে।
আমি বাজিয়ে বাঁশী ফিরি তার তরে
দেখি যদি বাঁশীর সুরে মনটী তার হরে
(আমার) ঘর থাকতে বাবুই ভেজা ব্যথা বোঝে কোন্ জনে।

[রাখালের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের একাংশ

শ্রীবৎস ও চিন্তা

চিন্তা। তা তুমি কি বললে ?

শ্রীবৎস। আমি বললাম শনি দেবতা বড়, না, লক্ষ্মীদেবী বড়, এর বিচার মানুষের হাতে কেন ? দেবতার বিবাদ দেবতাই মীমাংসা করুন—

চিন্তা। তাঁরা স্বীকৃত হলেন তাতে ?

শ্রীবৎস। তা হলে আর ভাবনা ছিল কি রাণী ? তাঁরা স্বীকৃত হন নি। আমি এখন প্রমাদ গণছি। কি বিচার কর্ব্ব রাণী ?

চিন্তা। কিন্তু তুমি লক্ষ্মীর উপাসক। সে কথা শনিদেবতাকে বললে না কেন ?

শ্রীবৎস। বলিছি। তিনি বললেন তা জানি, কিন্তু আরো জানি যে তুমি সত্যসন্ধ ন্যায়বান্ রাজা। তোমার ন্যায়পরায়ণতায় আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

চিন্তা। তবে তোমাকে বিচার কর্ত্তেই হবে ?

শ্রীবৎস। কর্ত্তেই হবে। মা লক্ষ্মীর নিজের আদেশও তাই।

চিন্তা। কি বিচার তুমি কর্ব্বে ?

শ্রীবৎস। জানি না—জানি না—সেই তো আজ আমার সমস্যা। আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলছে !

চিন্তা। আমি দেখছি কি মহা সর্ব্বনাশ আমাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে! যে দেবতাকে ছোট বলব, তাঁরই কোপানলে দগ্ধ হতে হবে! এ আবার কি বিষম পরীক্ষা রাজা!

[মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী। মহারাজ!

শ্রীবৎস। মন্ত্রী! মন্ত্রী! কি উপায় নির্দ্ধারণ করেছ?

মন্ত্রী। মহারাজ! কি উত্তর দেব? আমি সম্পূর্ণ অপারগ। কোন উপায়ই আমি দেখছি নে, দেখছি শুধু অমঙ্গল—শুধু অকল্যাণ——!

চিন্তা। আমি তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়ি! এ পরীক্ষা হতে অব্যাহতি ভিক্ষা করি!

শ্রীবৎস। না—না—তাও সইতে পার্ব্বনা। রাজা আমি। বিচার করা··মীমাংসা করা আমাব ধর্ম্ম। কাল প্রভাতে তাঁরা বিচারার্থী হয়ে পুনবায় আমার সভায় আসবেন। তখন ভীরুর মতো, কাপুরুষেব মতো, তাঁদের পায়ে লুটিযে যে বলব,—আমি বিচার কর্ত্তে পার্লাম না, আপনাবা দয়া করুন,—আমার দ্বারা তা হবে না,—তোমারো তা শোভা পায় না। কথা যখন দিয়েছি, বিচার কর্ব্ব, তখন বিচার কর্ব্বই কর্ব্ব। কিন্তু কি যে বিচার কর্ব্ব, আমি শুধু তাই ভাবছি!

[নন্দিনীর প্রবেশ]

নন্দিনী। [নেপথ্যে অবস্থিতা সখীদের প্রতি] ওরে, তোরা আয় না।

[সখীদের প্রবেশ]

[শ্রীবৎসের কাছে গিয়া] বাবা, ওরা বলতে পারে না, রাজা বড় না রাণী বড়। সুনন্দা বলছে রাজা দেখতে বড়, চন্দনা বলছে রাণী রূপে বড়! আমি বলিছি রাজা গুণে বড়·· রাগ কর্লে মা?

১ম সখী। রাজা যে দেখতে বড়, তা সবাই দেখ্ছে—

২য় সখী। রাণী যে রূপে বড়, তা রাজাই স্বীকার করেন—

৩য় সখী। কিন্তু, গুণ তো আর দেখা যায় না। মুখের কথা মানবো কেন?

নন্দিনী। ওরে সব বোকা মেয়ে! দেখিসনি রাজা বসেন ডাইনে, রাণী বসেন বামে! জানিসও না যে শিব বসেন ডাইনে, পার্ব্বতী বসেন বামে! নারায়ণ বসেন ডাইনে, লক্ষ্মী বসেন বামে! যে গুণে বড়, সে বসে ডাইনে। যে ছোট, সে বসে বামে—। না মা?

চিন্তা। [হাসিয়া] তাই বটে!

নন্দিনী। কেমন, হল? আমি বাজি জিতলাম?·· এখন চল, আমার বাজি শোধ দিবি·· আমায় সমস্ত দিন গান শোনাতে হবে—

সকলে। চল—চল—

[সখীগণসহ নন্দিনীর প্রস্থান।

শ্রীবৎস। আনন্দের শিশু! সারাদিন শুধু গান নিয়ে আছে, হাসি নিয়ে আছে, খেলা নিয়ে আছে!

চিন্তা। প্রভু! প্রভু! কিন্তু ঐ হাসি খেলার মধ্য দিয়েই তোমার সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গেল ঐ নন্দিনী মা।·· শুনলে না,

গুণে বড়, সে বসে ডাইনে, যে ছোট সে বসে বামে, উদাহরণ শুনিয়ে গেলো হরপার্ব্বতী, লক্ষ্মীনারায়ণ!

শ্রীবৎস। ···আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছি রাণী!

মন্ত্রী। আমি স্তম্ভিত হয়েছি মহারাজ!

শ্রীবৎস। মন্ত্রী, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়······দুই সিংহাসন, একটি স্বর্ণের, আর একটি রৌপ্যের···স্বর্ণেরটি রাজসিংহাসনের দক্ষিণে, রৌপ্যেরটি বামে···না-না, তুমি কেন, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা কর্চ্ছি—

[রাজা ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

চিন্তা। নন্দিনীর বাণী দৈববাণী। মা আমার মানবী নয়, দেবী।

[প্রস্থান।

[অন্য দিক দিয়া নন্দিনী ও সখীগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত]

নন্দিনী— বাঁশীর সুরে পাগল করে কে
যদি নয়নে না দেখাস তারে
ওলো শুধু নামটী বলে দে।

সখীগণ— তার নাম জানিনি, রূপ দেখিনি,
জানি শুধু, সে বাজিয়ে বাঁশী
পাগল করে রে॥

নন্দিনী— সে কি থাকে যমুনা তীরে,
কি বাজিয়ে বাঁশী বনে বনে ফেরে?

সখীগণ— ওলো মন গড়া তোর মোহন বাঁশী
বাজে মনের মাঝে।

নন্দিনী— সে কি দিন বাছে না ক্ষণ মানে না,
আমায় সদাই ডাকে রে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা

[রাজসিংহাসন, তাহার দক্ষিণে স্বর্ণসিংহাসন, বামে রৌপ্যসিংহাসন।
শ্রীবৎস, মন্ত্রী, সভাসদগণ, চামরধারিণীগণ, প্রহরিগণ।]

শ্রীবৎস। সভাসদগণ, আজ সেই মহাপরীক্ষা। আপনারা কায়মনোবাক্যে ভগবান সমীপে প্রার্থনা করুন, বিচারপ্রার্থীর প্রসন্ন দৃষ্টি কিম্বা ভ্রূকুটিতে আমার রাজধর্ম্ম যেন কলুষিত না হয়।

[শনি ও লক্ষ্মীর আবির্ভাব।]

শ্রীবৎস। আসুন! আসুন। আজ আমার মহাপুণ্য, যে, একত্রে আপনাদের দর্শন পেলাম। আসুন, আসন গ্রহণ করুন—

[শনি রৌপ্যের সিংহাসনে এবং লক্ষ্মী স্বর্ণের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।]

শনি। রাজ অভ্যর্থনায় পরম পরিতুষ্ট হয়েছি। এইবার সুবিচারে ততোধিক পরিতুষ্ট কর রাজা—

শ্রীবৎস। মূর্খ মানব আমি। দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা মানবের সাধ্যাতীত। তবে আজ আমার এই সৌভাগ্য যে আপনারা স্বয়ং আপনাদের মর্য্যাদা নিরূপণ করেছেন!

শনি। সে কি রাজা?

শ্রীবৎস। আপনারা স্বেচ্ছায় স্বীয় অভিরুচি অনুযায়ী যে আসন

গ্রহ করেছেন,—ঐ আসন পরিগ্রহেই আপনারা আপনাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা নির্ণয় করেছেন!

শনি। তার অর্থ?

শ্রীবৎস। শাস্ত্রে বলে—

"আসন ছত্রেতে শ্রেষ্ঠ বুঝি লহ মনে।
বামে বসে সাধারণ, প্রধান দক্ষিণে॥"

শনি। [ক্রোধে] বটে?—

লক্ষ্মী। শাস্ত্রজ্ঞ রাজা, ন্যায়পরায়ণ সত্যসন্ধ রাজা তাঁর বিচারবাণী ঘোষণা করেছেন। আপনার ক্রোধে সে বিচারবাণী আর পরিবর্তিত হবে না গ্রহরাজ!

শনি। রাজা, এখনো পুনর্ব্বার বিবেচনা কর, এখনো বল—

শ্রীবৎস। লক্ষ্মীমাতা শ্রেষ্ঠ দেবতা, এ আমার মীমাংসা নয়, দেবতাদের নিজের মীমাংসা।

শনি। রমণীর নিকট পরাজয়·· না—না···এ অসহ্য। বল রাজা, শনি শ্রেষ্ঠ······আমি তোমায় অতুল ঐশ্বর্য্য, অপরিমেয় সম্পদ, অসীম যশ, অনন্ত আয়ু প্রদান কর্ব্ব। এখনো বল শ্রেষ্ঠ শনি, তুচ্ছ ঐ রমণী—

শ্রীবৎস। প্রলোভন দেখিয়ে নিজকে হাস্যাস্পদ কর্ব্বেন না গ্রহরাজ!

শনি। কি!···তুমি কি আমার প্রভাব জানো না? জানো না কি আমারি কোপে তোমারি পিতৃ পুরুষ পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রের লাঞ্ছনা?

শ্রীবৎস। [ধীর ভাবে] জানি—।

শনি। জানো না কি আমাকে অবহেলা করে দেবরাজ ইন্দ্রের দুর্গতি?

শ্রীবৎস। [সহজ ভাবে] জানি।

শনি। তবু তুমি আমার ললাটে পরাজয়ের গ্লানি এঁকেছি সাহস পাচ্ছ—?

শ্রীবৎস। নিয়তি! নিয়তি!

শনি। বল···এখনো বল···শনি শ্রেষ্ঠ—

শ্রীবৎস। —না—

শনি। উত্তম। এর ফল··[আর বাক্যস্ফুরণ হইল না, ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।]

লক্ষ্মী। ভক্তশ্রেষ্ঠ! চঞ্চলা লক্ষ্মী আজ হতে তোমার আলয়ে অচলা—।

[অন্তর্দ্ধান।]

শনি। এখনো বল শনি শ্রেষ্ঠ—

শ্রীবৎস। না—

শনি। জগতের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় এ চক্ষু আবৃত করেছিলাম; রাজা তোমার পক্ষপাতিত্ব-দোষে আজ সে আবরণ উম্মোচন করলাম— [কাঁপিতে কাঁপিতে] রাজা, সহ্য কর, যদি সাধ্য থাকে, আমার দৃষ্টির প্রভাব সহ্য কর—

[নয়নাবরণ উম্মোচন করিয়া প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতের পটে অন্ধকারের মাঝে শনির অগ্নিময় নয়ন যুগল ফুটিয়া উঠিল। তাহার পরই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমে সেই আগুন রাজপ্রাসাদ দগ্ধ করিতে লাগিল।]

শ্রীবৎস। [শনিদেবতার অগ্নিময় নয়ন যুগল দেখিয়া চমকিত হইয়া] এ কি সর্ব্বনাশ! কি অগ্নিময় দৃষ্টি! কি নিদারুণ বিভীষিকা! দেখতে

তে আমার প্রাসাদ গগনস্পর্শী অগ্নিশিখায় পরিণত হল! আমার জন্য কি আজ সৃষ্টি ধ্বংস হবে! পৃথিবী কি টলছে? সংসার কি রসাতলে গেল? কে রক্ষা করবে! কে রক্ষা করবে!

[ঊর্দ্ধে, সেই লেলিহান অগ্নিশিখামণ্ডল মধ্যে শনিদেবের আবির্ভাব।]

শনি। মূর্খ রাজা, এখনো বল কে শ্রেষ্ঠ?

শ্রীবৎস। লক্ষ্মী! লক্ষ্মী!

শনি। এখনো সেই কথা—?

শ্রীবৎস।—সেই কথা।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পল্লী-পথ

শনি ও রাখাল

[রাখালের হাতে একটি মূর্ত্তি]

শনি। এ মূর্ত্তি তুমি কোথায় পেলে ?

রাখাল। কোথাও পাইনি, নিজে গড়েছি।

শনি। কে এ মূর্ত্তি তোমায় গড়াতে শেখালে ?

রাখাল। কেউ না, আমি নিজের মন থেকে গড়েছি।

শনি। কেন ?

রাখাল। গরজ বড় বালাই তোমার বৌ তো কখনো বারমুখো হয় নি! তুমি কি বুঝবে ? বৌ আমার ঘরে আসে না, তোমায় ধরলাম, উপায় তো কিছু হলোই না, মাঝ থেকে বেধে গেল এক বিষম বিবাদ, দেবতায় দেবতায় লড়াই, ও দিকে তোমার চোখের আগুনে উলুখড় ঐ বাধুই প্রায় পুড়ে মরেছিল আর কি! তা ঠাকুর, রাজবাড়ী দাউ দাউ করে জলে গেল বটে, কিন্তু তার পরে যে কি হয়েছে, তা তো জানো না, যাও না, একবার দেখে এসো—

শনি। কি হয়েছে ?

রাখাল। লক্ষ্মীর কৃপায় যেখানে যেমন ছিল, আবার সব তেমনি করেছে। সেই আকাশ সমান প্রাচীর ঘেরা সেই রাজপুরী, তারি মধ্যে সোণার মেয়ে রাধু যখন হাসে মাণিক জ্বলে, যখন কাঁদে মুক্তো ছড়ায়! মানেটা বুঝেছ?

শনি। কি?

রাখাল। যতদিন রাজবাড়ীতে লক্ষ্মী থাকবেন, ততদিন তোমারো কোন আশা নেই, আমারো কোন আশা নেই। তুমি করবে ধ্বংস, তিনি করবেন সৃষ্টি। ভেবে চিন্তে উপায় না দেখে গেলাম এক দৈবজ্ঞের কাছে—

শনি। তাব সঙ্গে পুতুল গড়ার সম্বন্ধ কি?

রাখাল। দৈবজ্ঞ বল্লেন, রাজা করেন লক্ষ্মী পূজা, লক্ষ্মীকে শনি কখনো তাড়াতে পার্ব্বে না। লক্ষ্মীকে তাড়াতে পারে এক অলক্ষ্মী। কথাটা বুঝলে? তাই এই অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি গড়েছি। এইবার ঠাকুর তোমার কাজ। তুমি দেখছি ব্রাহ্মণ, আমাব এই মাটির পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দিতে পার? তাহলে আমি একে ষোড়শোপচারে পূজা করে এরই প্রতাপে রাজার লক্ষ্মীকে তাড়াবো—

শনি। ঠিক করেছ রাখাল, ঠিক্ করেছ! তোমার দৈবজ্ঞের বুদ্ধির প্রশংসা করি। এ মূর্ত্তি অলক্ষ্মীরই মূর্ত্তি বটে। আর স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলের মধ্যে এ মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে পারে এমন পুরোহিত আমি ভিন্ন আর কেউ নেই। রাখাল, আমি তোমার পৌরোহিত্য কর্ব্ব, এই মাটির পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্ব্ব আমি। কিন্তু একে তুমি পূজা করো না, না—না—না [কাঁপিয়া উঠিলেন।] আমি যে আমি...আমিও অলক্ষ্মী পূজা

কর্ত্তে ভয় পাই, এব আসন প্রতিষ্ঠিত হোক সেই দাম্ভিক বাজা শ্রীবৎ.. রাজভাণ্ডাবে। আজ রাজার নির্দ্ধারিত লক্ষ্মীর হাটেব দিন। এ মূর্ত্তিব প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবে আমিই হাটে বেচতে নিয়ে যাব। রাজাব প্রতিজ্ঞা আছে, লক্ষ্মীব হাটের অবিক্রীত দ্রব্য সে ক্রয় কর্ব্বে। এ মূর্ত্তি কেউ নেবে না, নেবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শ্রীবৎস।

রাখাল। যদি না নেয়—

শনি। সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হবে। তাতেও আমাদেব লাভ। যে ধর্ম্মহীন, তার গৃহে লক্ষ্মী থাকে না—

রাখাল। যদি নেয়—

শনি। আমিও তাই চাই। যেখানে অলক্ষ্মী, সেখানে লক্ষ্মীর স্থান কোথায়? এস—এস—আজ তোমাবি হাতে গড়া এই মাটির পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কবে জগতে অলক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা কবে যাই—এস—এস—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মী-মন্দির

লক্ষ্মী-প্রতিমা

মন্দিরে পদচিহ্ন আলপনা

[পূজারিণীগণের সন্ধ্যারতি]

* * *

[সন্ধ্যার পর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িল। আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। চিন্তা ও নন্দিনীর প্রবেশ।]

নন্দিনী। কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠ্‌ল!

চিন্তা। আজ লক্ষ্মী পূর্ণিমা, কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। শনির দৃষ্টিতে সব গিয়েছিল, মা লক্ষ্মীর কৃপায় আবার সব ফিরে পেয়েছি। আজ এই কোজাগরী রাতে মা লক্ষ্মীকে প্রাণ ভরে পূজা কর্ব্ব। কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমায় সবাইকে সারা রাত জেগে থাকতে হয়—আমরা সবাই জেগে থাকবো—

পূজারিণীগণ। জেগে থাকবো, আমরা সবাই জেগে থাকবো—

নন্দিনী। শুধু জেগে থাকলে চলবে না, আলপনা দিতে হবে, আলপনার পথে মা লক্ষ্মী আসেন—

পূজারিণীগণ। আলপনা তো দিয়েছি—

নন্দিনী। তবে আয়, জেগে থাকবার গান গাই, গান গেয়ে যে যেখানে আছে সবাইকে জাগাই—

[—সকলের গান—]

গীত

ওগো জাগো, ওগো জাগো, আজি এ মধুর রাতে,
ওগো জাগো ওগো জাগো, এই বিকশিত জোছনাতে ॥
দেখ কি আলো আকাশ ভরা,
দেখ কি শোভা ধরেছে ধরা,
দেবী চরণ কমল পাতে।
ওগো জাগো, ওগো জাগো, আজি এ মধুর রাতে।
আজি কমলা অতিথি দ্বারে,
সবে বরণ কর গো তারে।
ধূপ চন্দন ফুল সৌরভ,
আর শুভ্র আলপনাতে।
ওগো জাগো ওগো জাগো, এই বিকশিত জোছনাতে।

* * *

চিন্তা। রাজাকে এখানে নিয়ে আয় নন্দিনী। আমরা সবাই আছি—

নন্দিনী। তবু, বাবা না থাকাতে মনে হচ্ছে যেন কেউ নেই। আজ সারাটি দিন আবার দেখা নেই, এই যে লক্ষ্মী পূজার এত আলপনা, এ কি চোখ দিয়ে একটিবার দেখতে নেই ? র'সো—

[প্রস্থান।

*　　*　　*

[পূজারিণীগণের পুনরায় গীত]

ওগো থেকোনাকো সুখ শয়নে,
ওগো রেখোনাকো ঘুম নয়নে,
তোল নিশীথ আকাশ ভরিয়া
শুভ্র দেবীর বন্দনাতে।
ওগো জাগো, জাগো জাগো জাগো, আজি এ মধুর রাতে।

চিন্তা। নন্দিনী যখন গেল, রাজাকে এখানে ধরে আনবেই আনবে। রাজা গিয়েছিলেন হাটে। আজ লক্ষ্মীর হাট প্রথম বসলো বলে সেখানে মহা উৎসব। সারা রাত্রি হাট হবে, সারারাত্রি বেচা-কেনা চলবে, সারা-রাত্রি উৎসব হবে। সেখানেও কেউ আজ ঘুমুবে না। আমরাও আজ কেউ ঘুমুব না—

১ম পূজারিণী। সর্ব্বনাশ, আমাদের যে ঘুম পেয়েছে মা !

২য় পূজারিণী। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

৩য় পূজারিণী। ও যে ঢুলছে!

চিন্তা। ওরে, তোরা জাগ। আজ রাতে ঘুমুতে নেই, ঘুমুলে অমঙ্গল হয়। আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। লক্ষ্মীদেবী আজ ঘরে ঘরে জিজ্ঞেস করে ফেরেন "কো জাগর্ত্তি?" কে জাগে? যে জেগে থাকে, তিনি তার ঘরেই থাকেন, যে জাগে না, তার ঘরে থাকেন না, সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। এমনিই আমরা শনিকোপে পড়েছি, তার ওপর আজ ঘুমিয়ে আর নতুন অমঙ্গল ডেকে আনিস নে, রাজবাড়ীর আর সকলে জেগে রয়েছে কি না আমি দেখে আসি—

[প্রস্থান।

১ম পূজারিণী। মা লক্ষ্মীর চোখেও কি ছাই ঘুম নেই। আমি যে আর কিছুতেই থাকতে পার্চ্ছিনে—

২য় পূজারিণী। আমিও না—

৩য় পূজারিণী। না হয় অল্প একটু ঘুমিয়ে নি—

[সকলে ঘুমাইয়া পড়িল]

*　*　*

[নন্দিনীর প্রবেশ]

নন্দিনী। বাবাকে কোথাও পেলাম না, কই. মাও তো এখানে নেই! [নিদ্রিতাদের দেখিয়া] এ কি! এরা সব ঘুমিয়ে পড়ল! এই কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাতে ঘুম! এ কি অলক্ষণ।. ওরে, তোরা কে জাগিস?

কোজাগরী পূর্ণিমায় কে জাগিস ? কেউ না—কেউ না—কেউ না— ! ··· আমার প্রাণ কেঁদে উঠছে কেন ! কে ডাকে ? বাঁশীব সুরে আমায় কে ডাকে ? আমি যাবো—আমি যাবো—

—গান—

বাঁশীর সুরে ডাক দিয়েছে
বাঁশীর সুরে ঐ,
প্রাণ যে টানে আর কেমনে
ঘরের মাঝে রই।
ও কার বাঁশী, ও কার বাঁশী
কোন্ সুদূরের কোন্ উদাসী,
বাজায় সুরে কান্না হাসি,
আপনহারা হই।

[প্রস্থান।

* * * *

[নন্দিনীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার হইয়া গেল। দূরে শোনা গেল শনিদেবের উচ্চকণ্ঠ "কোথায় রাজা ? রাজা কোথায় ?" অন্ধকার দূর হইল। দেখা গেল লক্ষ্মীমন্দির জনমানবশূন্য। শশব্যস্তে মন্ত্রী ও রাজকর্ম্মচারিগণের প্রবেশ।]

মন্ত্রী। সর্ব্বনাশ, লক্ষ্মীমন্দিরও জনশূন্য, কোজাগরী পূর্ণিমায় মা লক্ষ্মীর পূজা নেই, পুরবাসী পুরবাসিনীগণ সবাই ঘুমে অচেতন ! তার ওপর সেই ব্রাহ্মণ হাটে অবিক্রীত অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি নিয়ে রাজার নিকট ছুটে আসছে !

শনি (নেপথ্যে)। কোথায় রাজা, কোথায় রাজা— ?

মন্ত্রী। ঐ দেখ সেই ব্রাহ্মণ, এখানে পর্য্যন্ত আসছে।

[ব্রাহ্মণবেশে শনির প্রবেশ]

শনি। রাজপুরীতে কাউকে দেখতে পেলাম না, লক্ষ্মীমন্দিরেই আসতে হ'ল। এই যে তোমরা এখানে, ডাকো তোমাদের রাজাকে— ! রাজা প্রতিজ্ঞা করে হাট বসিয়েছে, সে হাটে যা অবিক্রীত থাকবে, তা রাজা নেবে। আমার এই পণ্য দ্রব্য কেউ নিলে না, এইবার ডাকো রাজাকে—

মন্ত্রী। রক্ষা করুন ব্রাহ্মণ, রক্ষা করুন! আপনার ঐ অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি কেউ নেবে না। আপনি ধনরত্ন যা চান দিচ্ছি, আপনি আপনার মূর্ত্তি ফিরিয়ে নিয়ে যান—

শনি। স্পর্দ্ধা বটে! ব্রাহ্মণ দেখে মনে করেছ আমি ভিক্ষা নিয়ে ফিরে যাব ?—কথনো না। আমি আমার এই পণ্যের বিনিময় কর্ব্ব। এর ন্যায্য মূল্য দশকাহন কড়ি। এর এককড়া কড়িও কম নেব না, বেশীও নেব না। ডাকো…ডাকো রাজাকে। তার কর্ম্মচারীদের দেখলাম, তাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখলাম, এইবার রাজাকে দেখি, তার কথার তার প্রতিজ্ঞার মূল্য কতটুকু দেখি—

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ আপনি কটু বলুন, তিরস্কার করুন, আমরা শুদ্ধ ভিক্ষা চাচ্ছি উচ্চ চীৎকারে রাজাকে ডাকবেন না, এ রাজপ্রাসাদে সেই সত্যসন্ধ রাজাকে দিয়ে এ অলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করবেন না—

শনি। কোন কথা শুনতে চাই না। কোথায় রাজা শ্রীবৎস! যদি

সাহস থাকে, যদি তোমার কথার মূল্য থাকে, · এস···মূল্য দিয়ে আমার এই পণ্য ক্রয় কর—

নেপথ্যে শ্রীবৎস। কে আমায় ডাকলে! কে ডাকলে!

[শ্রীবৎসের প্রবেশ]

শ্রীবৎস। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কি আশ্চর্য্য, আজ এই কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার রাতেও আমি ঘুমিয়েছিলুম···এই কোলাহলে ঘুম ভাঙলো! উঠে দেখলাম নন্দিনী নাই, যারা আছে, তারাও ঘুমিয়ে··· কে এ ব্রাহ্মণ— ?

শনি। এক দীনহীন ব্রাহ্মণ মাত্র। শোন রাজা, তোমার লক্ষ্মীর হাটে আমার একটি শিল্পদ্রব্য এখনো অবিক্রীত · বহু চেষ্টা করেও আমি বিক্রয় কর্ত্তে পারি নি, শুধু তাই নয়, আমি তোমার আহ্বানে তোমার হাটে এসে তোমার কর্ম্মচারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছি, তোমার প্রজাদের দ্বারা অপমানিত হয়েছি, অপরাধ আমি দীনহীন ব্রাহ্মণ, অপরাধ বড় আশা করে লাভের প্রত্যাশায় এক শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ার্থ এনেছি, তাও অবশ্য তোমারি প্রতিজ্ঞাবাণী শুনে, তোমারি আহ্বানে! পণ্যদ্রব্য কেউ যদি না কেনে, কিনবেন রাজা, কিনে রাজভাণ্ডারে রক্ষা করবেন, এই ছিল রাজার প্রতিজ্ঞা, আমি কি তবে ভুল শুনেছি ?

শ্রীবৎস। আপনি যথার্থ শুনেছেন। আপনার পণ্যের মূল্য কত ?

শনি। অতি সামান্য, মাত্র দশকাহন কড়ি—

শ্রীবৎস। তথাস্তু! মন্ত্রী—

মন্ত্রী। কিনবেন না…ও জিনিষ কিনবেন না—নরাধম ঐ ব্রাহ্মণ… অলক্ষ্মী ওর পণ্য—

শনি। কি রাজা, কার কথা রাখবে? তোমার কর্ম্মচারীর? না তোমার নিজের?

শ্রীবৎস। সে কি ব্রাহ্মণ? আমি তো কিনতে প্রস্তুত! মন্ত্রী, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণকে তার পণ্যের মূল্য দশকাহন কড়ি দাও—

মন্ত্রী। মহারাজ! মহারাজ! সর্ব্বনাশ কর্ব্বেন না, অলক্ষ্মী, অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি গড়ে এনেছে ঐ নরাধম ব্রাহ্মণ—

শ্রীবৎস। রসনা সংযত কর মন্ত্রী। কিন্তু হে ব্রাহ্মণ, সত্য সত্যই কি আপনি আমার নিকট অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি বিক্রয় করতে এনেছেন?

শনি। কিসের মূর্ত্তি দেখলেই চিনবে!

শ্রীবৎস। (দেখিয়া) অলক্ষ্মী! অলক্ষ্মী!

[বুকে যেন শেলাঘাত হইল]

শনি। আমি আর বিলম্ব কর্ত্তে পারি না। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। তুমি তবে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ব্বে না রাজা!

মন্ত্রী। রাজা! রাজা! যে মুহূর্ত্তে ঐ অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি ক্রয় কর্ব্বেন, সেই মুহূর্ত্তে লক্ষ্মীদেবী রাজসংসার ত্যাগ কর্ব্বেন…সেই মুহূর্ত্তে রাজ্য হতে ধর্ম্ম অন্তর্হিত হবে, পুণ্য লোপ পাবে! শনিদেবের প্রতিহিংসা-পথ নিষ্কণ্টক হবে!

শ্রীবৎস। মন্ত্রী! আমি কি কর্ব্ব! আজ আমি কি কর্ব্ব!

শনি। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর রাজা!

মন্ত্রী। দয়া কর·· দয়া কর ব্রাহ্মণ! তুমি ও মূর্ত্তি ফিরিয়ে নিয়ে যাও—

শনি। তবে আমি ফিরেই যাই রাজা!···কিন্তু দেখো, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপের জন্য শেষে আমাকে যেন দায়ী ক'রো না,—দশরথের বংশধর তুমি, সত্যভঙ্গের অপযশ পেলে আমায় যেন দোষ দিয়ো না!

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। আপদ দূর হোল!

সকলে। মা লক্ষ্মী তবে অচলাই রইলেন!

নগরপাল। শনিদেবের কোপদৃষ্টি হতেও কোন ভয় রইল না!

শ্রীবৎস। না—না—না—ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!

[ব্রাহ্মণের উদ্দেশে ছুটিয়া প্রস্থান।

সকলে। এর অর্থ?

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী শনি। মহারাজ নিশ্চয়ই চিনেছেন—

নগরপাল। প্রজাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েও আজ শনিদেবের নিস্তার নাই, এইবার স্বয়ং রাজার হাতে—হাঃ হাঃ হাঃ·· জয় মা লক্ষ্মীর জয়!

সকলে। জয় মা লক্ষ্মীর জয়!

[শনিদেবকে লইয়া শ্রীবৎসের প্রবেশ]

শনি। আবার এ কি অত্যাচার!

শ্রীবৎস। অত্যাচার নয়, অনুরোধ। আমি দশরথের বংশধর। আমি সেই দেবদুর্লভ বংশমর্য্যাদায় কালিমালেপন কর্ত্তে পার্ব্বো না। তার

চাইতেও বড় কথা, আমি মানুষ। মানুষের রক্ত যতক্ষণ দেহে আছে, ততক্ষণ দেবতার কোপাগ্নি ভয়ে সত্যভঙ্গ কর্ত্তে পার্ব্ব না। কোথায় আপনাব অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি···আমার হাতে দিন · মন্ত্রী! মূল্য দাও—

মন্ত্রী। মহারাজ—

শ্রীবৎস। না—

মন্ত্রী। জেনে শুনে এ সর্ব্বনাশ কর্ব্বেন না মহারাজ—

শ্রীবৎস। সাবধান, বাধা দিয়ো না, মূল্য কই? মূল্য দাও—[মন্ত্রী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন] কি? তথাপি? [শনিকে] দাঁড়ান আপনি—

[নিজে কড়ির পেটিকা আনিয়া শনির সম্মুখে ধরিলেন। শনি তাহা উজ্জ্বল চোখে হাত বাড়াইযা নিলেন এবং শ্রীবৎসের হাতে সেই অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি তুলিয়া দিলেন]

শনি। হাঃ হাঃ হাঃ [অন্তর্দ্ধান]

শ্রীবৎস। ওগো মা লক্ষ্মী! মা লক্ষ্মী! [ঊর্দ্ধে চাহিয়া অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিলেন।]

*　　　*　　　*　　　*

[ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনের রোল ভাসিযা আসিতে লাগিল।]

সকলে। "অন্ধকার! অন্ধকার!"
"পূর্ণিমা রাতে অমাবস্যা!"

"পালাও! পালাও!"
"এ অলক্ষীর রাজ্য হতে পালাও"
"এখানে থাকলেই পাপ!"
"নরক! নরক! সবাই পালাও!"

[এইরূপ কোলাহল করিতে করিতে সকলে পলায়ন করিল।]

শ্রীবৎস। মন্ত্রী! মন্ত্রী!

[কোন উত্তর নাই।]

শ্রীবৎস। সভাসদগণ! পাত্রমিত্রগণ!

[কোন উত্তর নাই]

শ্রীবৎস। রক্ষী! প্রহরী!

[কোন উত্তর নাই]

শ্রীবৎস। সত্যরক্ষার কি এই পুরস্কার!···সত্যরক্ষা করে আজ সবাইকে হারালাম! আমার পাশে কি কেউ নেই?

[নেপথ্যে বিষম কোলাহল—"নাটমন্দির ভেঙ্গে পড়লো।···পালাও —পালাও—"]

শ্রীবৎস। ঐ সব পালায়! নাটমন্দির ভেঙ্গে পড়ছে···সবাই প্রাণ নিয়ে পালায়! নন্দিনী তো আগেই সরেছে, কিন্তু চিন্তা···সেও কি··· সেও কি···

[চিন্তার প্রবেশ]

চিন্তা। —প্রভু! স্বামী! কোথায় তুমি?··

শ্রীবৎস। কে? চিন্তা?

চিন্তা। [ছুটিয়া তাহার কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া]—চিন্তা। প্রভু! প্রাসাদের দেউল প্রাচীর দুর্গ সব ভেঙে পড়ছে, বুঝি প্রলয় আবন্ত হোল! পৌরজন রাজপুরী ত্যাগ করছে, এখনো সময় আছে, এখনো স্থান পরিত্যাগ কর, এখনো পালিয়ে এস—

শ্রীবৎস। কোথায় পালাব চিন্তা, কোথায় পালাব! সাতপুরুষের ভিটা, পিতৃ পিতামহের আবাস, নিত্য আরাধ্যা লক্ষ্মীমার মন্দির, এ যে আমাব মহাতীর্থ! এ যে আমার স্বর্গ! এ স্বর্গ পরিত্যাগ করে আমি কোন্ নরকে যাবো? · পারবো না, পারবো না চিন্তা, মরতে হয় এই মহাতীর্থেই মরব, বাঁচতে হয় এই মহাতীর্থেই বাঁচবো! আমি পালাবো না!

[নেপথ্যে পুনরায় কোলাহল—"সরে এস—সরে এস··—সিংহদ্বার ভেঙে পড়ছে!"]

চিন্তা। প্রভু, সিংহদ্বারও ভেঙে পড়লো!

শ্রীবৎস। ভাঙুক! ভাঙুক! তুচ্ছ নাটমন্দির, তুচ্ছ সিংহদ্বার! ঐ আকাশ ভেঙে আমার মাথায় পড়ুক! আমি পালাব কেন? আমি বিচার করেছি · নিরপেক্ষ বিচার, শাস্ত্রানুযায়ী বিচার!···আমি সত্যও ভঙ্গ করিনি, প্রতিজ্ঞা মত অলক্ষ্মীর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত কিনেছি···যদি তারই ফলে আমার মাথায় আকাশের বাজ পড়ে, পড়ুক, আমি পালাবো না, সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রলয় হুঙ্কার ম্লান করে প্রাণপণ চীৎকারে বলবো জয় মা লক্ষ্মীর জয়! জয় মালক্ষ্মীর জয়!···আমি পালাবোনা—

[নেপথ্যে প্রজাগণ। "রাজা! রাজা! কি অপরাধে আমাদের এই সর্ব্বনাশ! নগর যে ধ্বংস হোল! আমাদের বাড়ী ঘর যে কিছুই রইল না, আমরা যে ধনে প্রাণে মারা গেলাম।]

চিন্তা। প্রভু, নগরবাসীরা কাঁদছে!

[মন্ত্রীর প্রবেশ।]

মন্ত্রী। মহারাজ! নগরবাসীরা নগর ত্যাগ করে পালাচ্ছে। তারা বলছে রাজার পাপে প্রজার সর্ব্বনাশ। রাজা করেছেন বিচার, শনির কোপ ঐ রাজারই ওপর, প্রজার ওপর নয়। অলক্ষ্মীও কিনেছেন ঐ রাজা, কোন প্রজা নয়। রাজার দুর্ব্বুদ্ধির ফল প্রজা ভোগ করে কেন?

চিন্তা। তারা কি চায়?

মন্ত্রী। মহারাজ——

শ্রীবৎস। বুঝিছি মন্ত্রী, বুঝিছি। রাণী, তুমি বুঝতে পারনি, আমি বুঝেছি। তাই হোক্ রাণী, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। প্রজারা ঠিক্ বলেছে। এবার আমি পালাব—

মন্ত্রী। মহারাজ——

শ্রীবৎস। না, আর মহারাজ নয়, পৃথিবীর কোন বন্ধনই আর আমার গতি রোধ কর্ত্তে পার্ব্বে না, এই সাতপুরুষের ভিটাও নয়, এই মহাতীর্থের মাটিও নয়। সত্যই তো, বিচার করেছি আমি, যদি সে বিচার নির্ভুল নিরপেক্ষ হয়ে থাকে, তার যে পুরস্কার তা ভোগ কর্ব্ব আমি, আর তার যে নির্য্যাতন তা ভোগ কর্ব্বে আমার সঙ্গে আমার নিরীহ নিরপরাধ

প্রজা! তা কখনো হবে না, তা কখন হতে দেব না।—মন্ত্রী, রাজ্য রইল, প্রজা রইল, সিংহাসন রইল। আমি শনির অভিশাপ আশীর্ব্বাদের মতোই মাথায় নিয়ে রাজ্যত্যাগ কর্ছি। তুমি যাও···প্রজাদের বল তারা যেন রাজ্যত্যাগ না করে—

মন্ত্রী। মহারাজ, প্রজারা নির্ব্বোধ, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। আপনি পিতার ন্যায় তাদেব পালন করে এসেছেন, যদি পিতার বিপদ হয়, সে ফলভোগ কি পুত্র করে না? আপনি মূর্খ প্রজাদের কথায় রাজ্যত্যাগ করে কোথায় যাবেন? বরং শনিপূজা করুন, শান্তি করুন, অলক্ষ্মী ফিরিয়ে দিন, আবার সব ফিরে পাবেন। প্রজারাও তাই বলছে, শনিদেবও তাই বলে গেলেন—

শ্রীবৎস। শনিপূজা করব আমি! মন্ত্রী, মন্ত্রী, তুমি কি শনিরই কোন চর?···কিন্তু বৃথা তোমার প্রলোভন! শ্রীবৎস একবার যে বিচারবাণী উচ্চারণ করে, সহস্র বিপদে সহস্র প্রলোভনেও সে বিচারবাণী আর প্রত্যাহার করে না। আমার তখনো যে কথা এখনো সেই কথা·· "লক্ষ্মীদেবী শ্রেষ্ঠ···জয় লক্ষ্মীদেবীর জয়!" সিংহাসন রইল, তুমিই নিয়ো, এখন শুধু দয়া করে প্রজাদের রাজ্যত্যাগ করে যেতে নিবারণ কর···তাদের বল তাদের রাজা তাদেরই রক্ষার্থে রাজ্যত্যাগ কর্ছে, কিন্তু সত্য ত্যাগ কর্ত্তে পার্ব্বে না—

মন্ত্রী। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হোল!

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। রাণী! এইবার আমার বিদায় দাও—

চিন্তা। আমার অপরাধ হয়েছে প্রভু! এ বিপদে আমার বুদ্ধি স্থির

ছিল না, আমি তাই তোমায় এ মহাতীর্থ ত্যাগ কর্ত্তে বলেছিলাম, তাই—তাই!—অভিমান না করে আমায় ক্ষমা কর প্রভু!

শ্রীবৎস। অভিমান নয় অভিমানিনী রাণী! কেন আমাব সর্ব্বনাশ প্রজা মাথা পেতে নিবে! শনিগ্রস্ত আমি, আমি বাজ্যত্যাগ কর্লে বাজ্যে শান্তি ফিবে আসবে, প্রজারা নিরুদ্বেগ হবে। তুমিও এখানে থেকো না প্রিয়ে, তুমিও তোমাব পিত্রালয়ে যাও—

চিন্তা। তুমিই না শ্রীবামচন্দ্রের বংশধব?

শ্রীবৎস। অযোগ্য বংশধব।

চিন্তা। আমি তা মনে কবি না। যে তোমাকে দেখেছে, জেনেছে, চি'নেছে সে মনে করে তুমিই তাঁব সুযোগ্য বংশধর। আমি তাও মনে কবি না। আমি মনে করি তুমি শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং। আমি আরো মনে কবি আমি তোমার সীতা।

শ্রীবৎস। চিন্তা! চিন্তা! আজ তোমাব মুখে এ কি কথা শুনছি!

চিন্তা। যে কথা শুভদৃষ্টি কালে মনে পড়েছিল, যে কথা তার পর প্রতিদিন মনে হয়েছে, যে কথা আজ এই নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে…

শ্রীবৎস। কি?

চিন্তা। আমি সীতা।…শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে সাথীরূপে নিতে ভয় পাননি, ওগো রাজা, তুমিও ভয় পেয়ো না। আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমার বনবাস স্বর্গবাস হবে।

শ্রীবৎস। তবে সঙ্গেই এস, আর এখানে নয়, আর এখানে নয়। সিংহাসন, রাজ্য, প্রজা, সব শনির রোষ বহ্নিতে আহুতি দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত,

ভিখারী শ্রীবৎস আজ নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করছে···সঙ্গে তার রাণী··· তার সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গিনী রাণী।

চিন্তা। আজ যদি নন্দিনী থাকতো!

শ্রীবৎস। থাকবে কেন? সে যে আমার জাগ্রত লক্ষ্মী, জীবন্ত লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর পূজার ব্যতিক্রম হয়েছে, কোজাগরী পূর্ণিমায় সকলে ঘুমিয়েছে, আমিও ঘুমিয়েছি, সেই নিদ্রার অবকাশে মা আমায় ত্যাগ করে চলে গিয়েছে।

[নন্দিনীর প্রবেশ]

নন্দিনী। না বাবা আমি যাইনি। সে বাঁশী বাজিয়ে আমায় ডাকলো নিঝুম রাত্রি···সকলে ঘুমুচ্ছে সে ডাকলো, কেউ আমায় পিছু ডাকলো না···আর থাকতে পারলাম না। কিন্তু বাবা আমি আবার ফিরে এসেছি, তোমায় ছেড়ে থাকতে পারলাম না। আবার এসেছি, এবার তাকে সঙ্গে এনেছি···আর পালাব না, এবার থেকে দুজনেই থাকবো।

শ্রীবৎস। লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, আমার মা লক্ষ্মী!!

চিন্তা। আমাদের জাগ্রত লক্ষ্মী, আমাদের মা!!

শ্রীবৎস। তবে আর কি? মা, তবে এ লক্ষ্মীর মন্দিরে সন্ধ্যাদীপ দেবার ভার নিয়ে তুমি চির অচলা হয়ে থাকো, রাজ্যের কল্যাণ হোক, প্রজার কল্যাণ হোক, আর জগতের সকল অকল্যাণের ভার নিয়ে আমরা এই হতভাগ্য রাজা আর রাণী, রাজ্যের বাইরে গহন-বনের

গোপন অন্ধকারে চিরদিনের মত আশ্রয় নিই। কোথায় সে রাখাল, ডাকো, ডাকো···তার হাতে তোমায় সঁপে দিয়ে যাই।

[রাখালের প্রবেশ]

রাখাল। মহারাজ আমায় মাপ করুন। আমার কি বুদ্ধি বলুন! আমি রাখাল, গরু চরাই, আমিই একে আপনাদের পায়ের তলায় ফেলে গিয়েছিলাম, আবার আমিই একে না পেয়ে রাগে দুঃখে অলক্ষীর মূর্ত্তি গড়েছিলেম, যদি অলক্ষীর বরে একে আবার ফিরে পাই! আমারই হাতে গড়া সেই অলক্ষীর জন্য আজ আপনাদের এই সর্ব্বনাশ।

শ্রীবৎস। রাখাল, তোমার কি দোষ? দোষ আমার এই অদৃষ্টের। কিম্বা দোষই বা কেন! এ আমার গর্ব্ব। এ আমার জয়টীকা। আমি ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে দুঃখের ভয়ে বিচারকে কলুষিত করিনি—সত্য ভঙ্গ করিনি। নন্দিনী থাকুক, তুমিও থাক, আজ তোমার হাতে তোমারই দেওয়া ধনকে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই।

নন্দিনী। না বাবা, আমিও যাবো।

শ্রীবৎস। না মা, তুমি গেলে আমার এ লক্ষীর মন্দিরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালবে কে? তোমরা দুজনেই থাক।

নন্দিনী। হ্যাঁ মা?

চিন্তা। থাক মা···অচলা হয়ে এই মন্দিরেই থাক।

নন্দিনী। [রাখালের প্রতি] থাক্‌বো ?

রাখাল। থাক, রাজার আদেশ, রাণীর আদেশ থাক।

[শ্রীবৎস ও রাণী লক্ষ্মীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন]

নন্দিনী। [রাখালকে] দাঁড়াও আমি আসছি

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। অপরাধ নিও না মা, অপরাধ নিয়ো না, প্রজার মুখ চেয়েই আমি তোমার মন্দির ত্যাগ করে চললাম। ওগো অন্তর্যামিনী! তুমি আমার অন্তর বুঝে প্রসন্ন থেকো মা। প্রজা বৎসল সূর্য্যবংশের চির অচলা দেবী তুমি···চির অচলা লক্ষ্মী···তোমার করুণার স্নিগ্ধ ধারায় আমার প্রজার কল্যাণ বিধান কোরো মা। এস চিন্তা, আর এখানে নয়—আর এখানে নয়।

চিন্তা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] চল প্রভু!

শ্রীবৎস। [প্রস্থান উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়াই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া]—নন্দিনী! মা আমার!

[নন্দিনীর প্রবেশ।]

নন্দিনী। বাবা!—[কাছে গিয়া] এই কাঁথাখানা আমার। নাও · পথে দরকার হবে, আমায়ও মনে পড়বে—[কাঁথা দান—]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনপ্রান্তে নদী

[শ্রীবৎস ও চিন্তা নদীতটে এক বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।
রাজার মাথায় ঝাঁপা।]

শ্রীবৎস। রাজ্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছি, কিন্তু রাজ্যত্যাগেরও বিঘ্ন দেখ…ঐ নদী!

চিন্তা। এ কোন্ নদী প্রভু?

শ্রীবৎস। জানি না। আমার রাজ্যের সীমানায় যে এরূপ ভীষণ নদী আছে তা কথনো শুনিনি, দেখছি আজ এই প্রথম।‥ এই নির্জ্জন অরণ্য। সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত ঐ নদী। পারের নৌকা নাই। কর্ণধার নাই।

চিন্তা। কি হবে রাজা?

শ্রীবৎস। কি আর হবে! কতকাল এখানে অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!৲ ভেবেছিলাম রাজ্য ত্যাগ কর্ত্তে পার্লেই প্রজাকুল নিরাপদ হবে, কিন্তু রাজ্য ত্যাগেও কত বিঘ্ন!

চিন্তা। প্রভু ঐ · ঐ দেখ‥ একখানা নৌকা এই দিকেই আসছে

শ্রীবৎস। মা লক্ষীর অপার দয়া। [উন্মত্তের মতো চীৎকার করিয়া] নাবিক! নাবিক! এই দিকে—এই দিকে—

চিন্তা। জয় মা লক্ষ্মী! তোমাব এত কৃপা! এত করুণা! [উদ্দেশে প্রণাম করিলেন]

শ্রীবৎস। বাণী! রাণী! মা যে আমাদেব সঙ্গে ছায়ার মতোই রয়েছেন!·· ওগো মা! সঙ্গে থেকো, আশা দিয়ো, সাহস দিয়ো, শক্তি দিয়ো—

চিন্তা। প্রভু! নৌকা ঐ ভিড়েছে!

[পাটনি (নাবিক) বেশে শ ন নৌকা ঘাটে লাগাইলেন।]

শ্রীবৎস। নাবিক! ··নাবিক!· বন্ধু · আমাব বিপদ-সাগবেব কাণ্ডাবী! এই দুই হতভাগ্যকে তোমাব নৌকায় পাব কর—

শনি। [নৌকাব উপব উঠিযা দাঁড়াইলেন।] কে তোমবা ?

শ্রীবৎস। দুনিয়াব দীনতম দুঃখী। পথেব ভিক্ষুক।·· দয়া করে পাব ভাই, পাব কর—

শনি। তা এত অধীরতা কেন ? বুঝি পালাচ্ছ ?

শ্রীবৎস। হাঁ ভাই, পালাচ্ছি ·

শনি। চুরী কবে ?

শ্রীবৎস। চুবী করে! [বিস্মিত হইলেন।]

শনি। সঙ্গে সুন্দবী যুবতী, কার ঘরে আগুন দিয়ে এলে ? · শুধু কামিনী সঙ্গে নয়, কাঞ্চনও বয়েছে বোধ হয়! কার বুকে ছুরি মেবে এলে ?

চিন্তা। [রাজাব প্রতি) এ কি কথা প্রভু।

শ্রীবৎস। ও কি কথা ভাই ?

শনি। আমিই কি আর ধর্ত্তে পার্ত্তাম। একটু বেশীরকম চাঞ্চল্য দেখে হঠাৎ সন্দেহ হল। বুঝলাম পাকা হওনি। এই বোধ করি প্রথম।··তা · বেশ। যাক্। আমি চললাম। আমার নৌকা চোরের পারাপারের জন্য নয়। [নৌকা চালন]

শ্রীবৎস। দয়া কর ভাই, দয়া কর। দোহাই তোমার, দাঁড়াও—

চিন্তা। না প্রভু, যাক্ চলে নৌকা। যে তোমাকে চোর বলে, যে বাঙ্গরাজেশ্বরকে চোর বলে, তাব নৌকা আমি স্পর্শ করি না, তাব নাবিককে আমি ঘৃণা করি।···

শনি। [দাঁড়াইয়া] বটে! বটে! তুমি তবে রাজা শ্রীবৎস—?

শ্রীবৎস। আজ আর রাজা নই। আজ। চোর·· ভাগ্য দোষে চোর··! আজ তুমি চোব বলেছ, কাল আর একজন বলবে ডাকাত, তাব পর কেউ বলবে মাতাল, কেউ বলবে পাগল।

শনি। আব সঙ্গের উনি বুঝি বাণী। আ হা-হা, রাজরাণীর কি কষ্ট! কাঁটা ফুটে চরণকমলে রক্ত ছুটেছে! তা কেমন করে তোমাদের আজ এ দশা—?

শ্রীবৎস। জানিনে! না, জানি। [কপালে করাঘাত করিতে করিতে কপাল দেখাইলেন।]

শনি। শনিব কোপে? আমি জানি, আমি জানি, শ্রীরামচন্দ্রেরও ঐ রকম হয়েছিল। তা শনিপূজা কর না কেন রাজা! শনি দেবতাই শ্রেষ্ঠ দেবতা!

শ্রীবৎস। নাবিক! নাবিক!·· তোমার নৌকা নিয়ে তুমি যাও··· আমবা আমাদের পথ দেখি—চিন্তা! চিন্তা! ঝাঁপ দেব ঐ জলে!

আর মুহূর্ত্তকাল এ পারে রইব না। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রজার নতুন বিপদ!… পার্বে ঝাঁপ দিতে?

চিন্তা। পার্ব—।

শ্রীবৎস। তবে এস—

[উন্মত্তের মতো চিন্তার হাত রুদ্রমূর্ত্তিতে চাপিয়া ধরিয়া ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হইলেন—]

শনি। দাঁড়াও উন্মাদ দাঁড়াও উন্মাদিনী দাঁড়াও আমি পার কর্ব্ব কিন্তু পারের কড়ি?

শ্রীবৎস। কাণাকড়িও সঙ্গে নেই নাবিক, নিঃসম্বল হয়ে এক বস্ত্রে রাণীর হাত ধরে বার হয়েছি, সঙ্গে পেয়েছি আমার মেয়ের স্নেহ ঐ একখানি কাঁথা—

শনি। ঐ কাঁথাখানিই না হয় দাও—

শ্রীবৎস। কাঁথা? এই কাঁথা?

চিন্তা। মেয়ের স্নেহ বেচে নদী পার হব? তুমি ভেবেছ কি নাবিক?

শ্রীবৎস। এই একমাত্র বসনের অর্দ্ধেক দিতে পারি, কিন্তু এই কাঁথা? না—না—না—

শনি। তবে?

চিন্তা। নাবিক, তোমার নৌকায় আমরা পার হব না। জীবনের চাইতে আমাদের নন্দিনী বড়। নন্দিনীর স্নেহ সম্বল করে মরতে আমাদের দুঃখ নাই

শ্রীবৎস। আমরা মর্ব্ব। হাঁ, আমরা ঝাঁপ দেব—

শনি। কিন্তু সেখানেও যে বিপদ দেখছি। [রাজাকে] তুমি পুরুষ, সবল। তোমার স্ত্রী, দুর্ব্বলা নারী। ঝাঁপ দিলে তুমি হয় তো বাঁচবে, কিন্তু · ঐ অবলা নারীর কথা তো জোর করে বলতে পার না যে সেও বাঁচবে !···বিপদ যে ঐখানে—! তা বেশ। তোমাদের এই দুর্দ্দশা দেখে কড়ির কথাও আর মনে আসছে না। কিন্তু, দেখ, আমার এ ভাঙা নৌকা। এতে দুজনের বেশী উঠলে নৌকা এখনি ডুবে যাবে। যদি তোমরা দুজনে একসঙ্গে পার হও, তবে ঐ কাঁথার বোঝাটা পারে রেখে এসো। ওটা শেষে পার করে দেব।

শ্রীবৎস· ও চিন্তা। না—না—এ কাঁথা ফেলে রেখে আমরা পার হব না—

শনি। তবে বরং কাঁথাটাই আগে পার করি—শোন রাজা, কান্তা আর কন্থা একসঙ্গে পার কর্ত্তে পার্ব্ব না, নৌকা ডুবলে আমি শুদ্ধ মারা যাব।

শ্রীবৎস। আর বিলম্ব সয় না নাবিক। এক এক মুহূর্ত্তে আমার প্রজা এক এক নতুন বিপদে পড়ছে। পার কর·· শীঘ্র পার কর। এই কাঁথাই আগে পার কর···

শনি। আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম—! দাও!

শ্রীবৎস। নাও। [কাঁথা দান। শনি কাঁথা পাইয়াই নৌকা ছাড়িয়া দিলেন।] নন্দিনী! নন্দিনীর স্মৃতি! নন্দিনীর স্নেহ!

চিন্তা। সে বলেছিল ঐ কাঁথা দেখলে তার কথা মনে পড়বে। অবোধ মেয়ে। জানে না যে আমাদের সারাটি বুকই জুড়ে রয়েছে সে!
[শনি কাঁথার ভাঁজ খুলিতে লাগিলেন।]

শ্রীবৎস। এ কি নাবিক? তুমি কাঁথা নিয়ে কি করছ?

শনি। [ভাঁজ খুলিতে খুলিতে] কিছু না, কিছু না। দেখছি, এ কাঁথাখানা এত ভারী কেন। [খুলিলে দেখা গেল নন্দিনীকর্তৃক রক্ষিত মণিমাণিক্য।] ও বাবা! তাই তো! একেবারে যে রাজভাণ্ডার!

শ্রীবৎস। কি দেখছ? ওতে কি দেখছ?

শনি। দেখব আর কি! চোখ কি আর পাততে পারছি?

শ্রীবৎস। কি? কি? ওতে কি?

শনি। যাকে বলে হীরা! যাকে বলে মণি! যাকে বলে মাণিক্য দুর ছাই আর যে নামও জানিনে! একটা নয়, দশটা নয়, কত আমি তা গুণতেও পার্চ্ছি না—!

শ্রীবৎস। তুমি বলছ কি নাবিক?

শনি। তুমি যা লুকিয়ে এনেছ, আমি তাই বলছি! তা আবার দেখতে চাও দেখ—[মণি মাণিক্য দেখাইতে লাগিলেন]

শ্রীবৎস। চিন্তা! চিন্তা! দেখেছ? মাণিক একটা নয়, দশটা নয়, কত তাও বলতে পার্চ্ছে না! ওরে আমার নন্দিনী! ওরে আমার মণি! আমার মাণিক! সন্তানের জন্য এই বয়সেই তোর এত দরদ! [এদিকে শনি নৌকা চালাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।] নাবিক! নাবিক! আর পারের কড়ির ভাবনা নেই, তোমায় মণি দেব মাণিক দেব যা চাও তাই দেব! এ কি! নাবিক! নাবিক! কোথায় গেল নাবিক? কোথায় গেল নৌকা?

নেপথ্যে শনি। হাঃ হাঃ হাঃ আর কোথায় গেল নদী?

[মায়া নদী অন্তর্হিত হইল]

শ্রীবৎস। এ কি! এ কি!

[কাঁপিতে লাগিলেন। চিন্তা তাঁহাকে ধরিলেন]

শ্রীবৎস। [পাগলের মতো] আমার নন্দিনীর কাঁথা? আমার নন্দিনীর স্নেহ?

চিন্তা। নাবিক! নাবিক! ধন নাও, বস্ত্র নাও, শুধু ফিরে দাও মায়ের ঐ কাঁথা মেয়ের ঐ স্নেহ—

নেপথ্যে শনি। শনি পূজা কর্বে?

শ্রীবৎস। [গর্জ্জিয়া উঠিয়া] বটে! তবে এ মায়ানদী শনিরই ছলনা! চিন্তা, ক্ষোভ করো না, রাজ্যই না হয় গেছে, নন্দিনীর কাঁথাই না হয় গেল, কিন্তু সে তো আমার আছে, তুমি তো আছ! তুমি আমার পাশে আছ, আমি তোমার পাশে আছি, মা লক্ষ্মী মাথায় আছেন, নন্দিনীর স্নেহ আছে, স্ত্রীর স্বামী আছে, স্বামীর স্ত্রী আছে, এই মহাসম্মিলনে শয়তান তোমাকে তুচ্ছ করি, দেবতা, তোমাকে ডরাই না—

[চিন্তাকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পল্লীপথ

[কাঠরিয়া রমণীগণ কলসী কাঁখে জল আনিতে যাইতেছে—]

—গান—

চুপি চুপি ঘাটে চল, ভরিয়া আনি গে জল
পা টিপে চল্‌বে ধীরে ছুটে না বাজে মল।
কলস ভরিয়া নিতে, যেন লো অলস গীতে,
কণ্ঠ কার আজি হয় না চঞ্চল।
যদি লো আসি ছুটে, ঝলকে জল উঠে,
কলস কাঁখে হাসি ভেজাবে অঞ্চল।
এ কথা মিছে নয় এ কথা মিছে নয়
বিহ্বল ধরাতল চরণে টলমল।

১মা। আমি দেখেই বলেছি মিন্সে-মাগী বড় ঘরের লোক—

২য়া। সে কথা কিন্তু মিথ্যে নয়—

৩য়া। বড় ঘরের লোক হবে তো বন জঙ্গলে কেন? না খেতে পেয়ে তো মরতেই বসেছিল—

২য়া। সে কথা কিন্তু ভাই মিথ্যে নয়—

৪র্থা। ভাগ্যিস ভ্যাবলার বাপ দেখতে পেয়েছিল, নইলে তো দুজনেই বাঘ ভালুকের পেটে যেতো!

৫মা। মিন্সেটার মাথা খারাপ, কি সব আবোল তাবোল বকছিল!

১মা। কিন্তু বৌটি বেশ। দেখলেই ভাই সই পাতাতে ই'চ্ছে হয়—

২য়া। সে কথা কিন্তু মিথ্যে নয়—

৩য়া। [২য়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া] যা দেখলাম তাতে বিন্দির মতো হাবা নয়, কি বলিস বিন্দি ?

২য়া (বিন্দি)। সে কথাও কিন্তু ভাই মিথ্যে নয়!

৪র্থা। তা বৌটি জল নিতে এল না ?

৫মা। ওর জল ভাই আমি ভরে নিয়ে যাবো।

১মা। আমি ডাকতে গিয়েছিলাম। বললো পেটের জ্বালায় ওর সোয়ামী খাবাবের যোগাড়ে গেছে। কখন ফিরবে ঠিক্ নেই, ফিরে ওকে দেখতে না পেলে তারও ভালো লাগবে না, ওরও ভালো লাগবে না—

৩য়া। ভারী তো ভাতার-পাগল!

৪র্থা। আমাদের ঐ বিন্দিরই মতো—।

২য়া (বিন্দি)। মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়, সে কথাও কিন্তু ভাই মিথ্যে নয়!

৫মা। মরণ আর কি! নে ভাই, চল জল নিয়ে আসি—

[পূর্ব্বের গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীরে কাঠুরিয়া পল্লীর একাংশ

অন্তরালে একখানা সওদাগরী নৌকা

*　　　*　　　*　　　*　　　*

[একটি মৎস্য হস্তে শ্রীবৎস রাজার প্রবেশ। শ্রীবৎসের মস্তকের কেশ রুক্ষ, মাঝে মাঝে জটা বাঁধিয়াছে। শ্রীবৎস ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন ও চিন্তা যে কুটীরে ছিলেন তাহার দুয়ারে করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—

"চিন্তা! চিন্তা!"

[চিন্তা দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন।]

চিন্তা। এসেছ প্রভু! এসেছ!··তোমার বিলম্ব দেখে আমার কিছু ভাল লাগছিল না। [মৎস্য দেখিয়া] হাতে কি? মাছ! [খুব আনন্দিত হইলেন।] দাও, দাও, আমার হাতে দাও—

শ্রীবৎস। বড় ক্ষুধা পেয়েছে চিন্তা। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে। এক বোঝা চন্দন কাঠ কেটেছি [বসিয়া পড়িলেন।]

চিন্তা। কই? কোথায়?

শ্রীবৎস। ঐ পাশের বনে রেখে এসেছি। কাঠুরিয়া ভাইরা কাঠ চেনে না, ওরা চন্দন কাঠ চেনে না। ঘরের পাশে ঐ দীঘির ধারে চন্দন

কাঠ ফেলে রেখে ওরা চলে গেছে কতদূরে। ক্ষুধায় আমি হাঁটতে পাচ্ছিলাম না, আমি পেছনে পড়লাম, শেষে দীঘির ধারে বসে পড়লাম, সম্মুখে চেয়ে দেখি চন্দন কাঠ—

চিন্তা। এইবার তবে আমাদের দুঃখ যাবে। কাঠুরিয়া ভাই বোনদের আশ্রয় পেয়েছি, ভালোবাসা পেয়েছি, আব তুমিও চন্দনকাঠ পেয়েছ।

শ্রীবৎস। কথা নয়, আর কথা কইতে পাচ্ছি না, তুমি যাও · ঐ মাছটা দাও···

চিন্তা। সে কি ? রেঁধে দি—

শ্রীবৎস। [ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া] না—না—চিন্তা। রাঁধতে গেলে দেরী হবে, সে দেরী সইবার ক্ষমতা নেই, তুমি ওটা পুড়িয়েই দাও—এ শোল মাছ। শাস্ত্রে আছে শনিবার শোলমাছ পুড়িয়ে খেলে শনির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, তুমি পুড়িয়েই দাও—

চিন্তা। বেশ, তুমি ঘরে এসে বসো—

শ্রীবৎস। আমি কোনও রকমে কষ্টে সৃষ্টে কাঠের বোঝাটা নিয়ে আসি। এক জেলে দীঘিতে জাল ফেলেছিল। আমি একটা মাছ ভিক্ষা চাইলাম। দিলে···সেই গরীর জেলে ভিক্ষা দিলে। ধনীতে ভিক্ষা দেয় না, গরীব দেয়। সেই জেলে ভাইএর কাছে কাঠের বোঝা রেখে এসেছি—সে এখনি চলে যাবে, আমি যাই···ক্ষুধা·· দেরী সয় না···তুমি যাও···যাও—

[অতি ক্লান্ত চরণে প্রস্থান।

চিন্তা। ভগবান! ভগবান! রাজরাজেশ্বরের অদৃষ্টে এই ছিল!

[চোখে আঁচল দিয়া মাছ লইয়া কুটীরাভ্যন্তরে প্রস্থান।

* * * * *

[সওদাগর ও গণক ব্রাহ্মণের বেশে শনির প্রবেশ। শনির হাতে একটা তিন বাঁকা লাঠি আর বগলে একখানা তালপাতার পুঁথি]

শনি। তা হাউ হাউ করে কাঁদছ কেন সাধু? তোমার নৌকা চড়ায় ঠেকেছে, তাতে এত চিন্তার কারণ তো দেখচি নে।

সওদাগর। মাঝি মাল্লা বেটারা হয়রাণ হয়ে জবাব দিয়েছে, তাদের সাধ্য নয়। কাঠুরেদের বনে বনে পাতি পাতি করে খুঁজে এলাম, কারো দেখা মিলল না। আর তো কোন উপায় দেখছি নে ঠাকুর! আমার কি হবে! কেমন করে দেশে যাব! নৌকা বোঝাই মাল, রাত্রির বেলায় চোর ডাকাতে, চোর ডাকাতে কেন, ঐ কাঠুরে বেটারাই

শনি। আমি দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আমি উপায় বলছি। [পুঁথির পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া]

"শোন শোন সওদাগর আমার বচন।
যেমতে তোমার তরী চলিবে এখন॥
এই গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত জন।
নিমন্ত্রণ কর তাহাদের ভার্য্যাগণ॥

সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরী।
তারি মধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী॥
সেই আসি যেইক্ষণে ছুঁইবে তরণী।
কহিনু স্বরূপ কথা, ভাসিবে তখনি॥"

[শনির অন্তর্দ্ধান।]

সওদাগর। ওরে বাবা! এ যে একেবারে জলজ্যান্ত দেবতা! হাওয়ার মতো উড়ে এসে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! তিন ঠ্যাং লাঠিখানা দেখে মনে হয়েছিল ভূতটূত না কি রে বাবা। কিন্তু পুঁথিখানা দেখে মনে হল গুণী বটে। তারপর টিকিটা যখন দেখলাম তখন বুঝলাম মহা গুণী। কিন্তু এবার যখন কবিতা বলে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন তখন আর দেবতা না হয়ে যায় না। হাঁ, পুরাণে যখন ঐ কথা লেখা রয়েছে তখন কাঠুরে মেয়েদের নেমন্তন্ন কর্ব্ব বই কি। ··রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে, এ তো দেখচি মজাই হোল! জয় হোক বাবা "তিন ঠ্যাং লাঠি, ইয়া বড় টিকি, মহাভারত পুঁথি।"—এঁ্যা · ঐ যে, একেবারে কাঠকুড়ুনী পরীর ঝাঁক—ঐ যে ঘাটে জল ভরছে, গা ধুচ্ছে—তা··· ঐখানেই যাই—

[ছুটিয়া প্রস্থান।

*　　*　　*　　*　　*

[চিন্তা কুটীরাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।
হাতে পোড়া মৎস্য।]

চিন্তা। মা লক্ষ্মী! এই পোড়ামাছ রাজার হাতে কেমন করে দেব! যাঁকে ক্ষীর ছানা নবনীত খাইয়েও তৃপ্তি পাইনি, শত ব্যঞ্জন না হলে যাঁর আহার হত না, তাঁকে এই পোড়া ছাই খেতে দেব কোন্ প্রাণে। [দরজায় মাথা ঠেকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে অশ্রু সম্বরণ করিয়া] উপায় নাই! উপায় নাই!···কিন্তু এই পোড়া ছাই কেমন করে কোন্ প্রাণে দেব তাঁর পাতে!—ধুয়ে আনি, ধুয়ে আনি · এখনো আসেননি! এখনো সময় আছে!

[ত্বরিৎপদে জলে মাছ ধুইতে গেলেন। কিন্তু শনির চক্রান্তে সেই পোড়া মাছ
জীবিত হইয়া জলে পলাইয়া গেল।]

এ কি! এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ! পোড়া মাছ · প্রাণ পেল? প্রাণ পেয়ে হাত হতে লাফিয়ে জলে পালিয়ে গেল?·· পোড়া মাছ পালায়, আমার এ পোড়া কপালে পোড়া মাছও জলে পালায়! [কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া আসিলেন। দুয়ারে গা ছাড়িয়া দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।]

*　　*　　*　　*　　*

[ক্ষুধায় উন্মাদ শ্রীবৎসের স্বর শোনা গেল "চিন্তা! চিন্তা।" শ্রীবৎসও
কুঠার এবং চন্দনের বোঝা লইয়া টলিতে টলিতে চিন্তার
সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

শ্রীবৎস। আমার মাছ? আমার পোড়া মাছ?

চিন্তা। [শূন্য হাত দেখাইয়া কপালে করাঘাত করিলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন।]

শ্রীবৎস। কাঁদো কেন? কেন কাঁদো? মাছ কই? মাছ দাও। আমি যে ক্ষুধায় মরি চিন্তা!

চিন্তা। পোড়া কপালে পোড়া মাছও লেখা নাই রাজা!

শ্রীবৎস। হেঁয়ালী বুঝি না, মাছ কই? মাছ দাও—

চিন্তা। পালিয়েছে—

শ্রীবৎস। পোড়া মাছ পালিয়েছে! · ক্ষুধার্ত্ত স্বামীকে পতিব্রতা স্ত্রী খাদ্য না দিযে পরিহাস করে বলছে পোড়া মাছ পালিয়েছে! [রুদ্র মূর্ত্তিতে] মাছ কই? মাছ দাও— · তবু নীরব · তবে কি · তবে কি··· তুমিই—?

চিন্তা। ধরণী! মা জননী! দ্বিধা হও! [মাটিতে পড়িয়া গেলেন।]

শ্রীবৎস। আমি কিছুই বুঝছি নে! এ আমি কি দেখছি? কি শুনছি? · মাটিতে লুটিয়ে কে? · আমি কি ক্ষুধায় পাগল হয়েছি? কে আমি? [চিন্তাকে] কে তুমি?

চিন্তা। হ—ত—ভা—গি—নী!

শ্রীবৎস। সে তো জানি। জানি তুমি হতভাগিনী, নইলে স্বামী যখন ক্ষুধায় মরে, তখন কি তোমারি মুখে শুনি পোড়া মাছ পালায়।

চিন্তা। ওগো রাজা! বিনা মেঘে যেমন করে বজ্রাঘাত হয়, পোড়া মাছও তে—ম—নি ক—রে পা—লা—য়!

শ্রীবৎস। তবে এখানেও সেই শনি? বুঝেছি, বুঝেছি · আমি

বুঝেছি। [অতি কাতর করুণ স্বরে] আমি ক্ষুধায় জ্ঞান হারিয়েছিলাম, তাই ভুলে গিয়েছিলাম আমি শ্রীবৎস, তুমি চিন্তা, আমার রাজ্যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়, অকস্মাৎ যেখানে সেখানে আগুন জ্বলে উঠে, প্রাসাদ পোড়ে, ক্ষেতের ধান পোড়ে, গোলাব ধান ছাই হয়। আমি ভুলেছিলাম আমারি মাথার ওপব, তোমাবি মাথার ওপর রাজপ্রাসাদ অকারণে ভেঙে পড়ে, আমারি চোখের সম্মুখে নদী শুকিয়ে মাঠ হয়েছে, রাজরাজেশ্বরী··· কাঠুরিয়া পল্লীর দয়ায় জীবন ধারণ কর্ছে··· কিন্তু তা হোক্ তাতেই বা ক্ষতি কি? চিন্তা! ওঠ! ওঠ আমাব অভাগিনী প্রিয়া! ওঠ আমার জীবন-মরণেব লক্ষ্মী, হাসিমুখে বল শনিব ছলনা, কেমন কবে কোন ছলে পোড়া মাছ পালাল, আমি শুনি, আর তার উদ্দেশে অট্টহাস্যে বলি · এই যে আমার প্রাণেব প্রিয়া, [চিন্তাকে তুলিতে তুলিতে] · যতক্ষণ আমাব এ সম্পদ রয়েছে, ততক্ষণ, প্রতি মুহূর্ত্তে, আমি রাজা, বনবাসী হলেও আমি বাজা, দুনিয়াব দীনতম দুঃখী হলেও আমি রাজা, পথের ভিখাবী হলেও আমি বাজা। ··

চিন্তা। কিন্তু কিন্তু বাজা, তুমি যে ক্ষুধার্ত্ত! তুমি খাবে কি?··· তোমায় কি খেতে দেব?

শ্রীবৎস। [হাসিয়া] সেও শনিবই ছলনা। ক্ষুধা নাই! ক্ষুধা নাই! ···আর যদিই বা থাকে [চিন্তার কপাল চুম্বন]·· সকল ক্ষুধা মিটল! তুমি ঘরে যাও প্রিয়ে, আমি চন্দন কাঠের ঐ বোঝা হাটে বিক্রয় করে আজ চাল আনবো, নুন আনবো, ডাল আনবো, দধি আনবো, মিষ্টান্ন আনবো। আজ হবে আমাদের মহোৎসব। সমগ্র কাঠুরিয়া পল্লীকে তুমি নিমন্ত্রণ কর্বে। আমি তোমার আদবের অগ্নিপাটেব শাড়ী আনবো, নীলাম্বরী আনবো,

অলঙ্কার আনবো। আমার মনের মতো করে আজ তুমি সাজবে। তার পর · তার পর অন্নপূর্ণার মতো আমাদেব আশ্রয়দাতা ভাই বোনদের অন্ন পবিবেশন কর্বে। তুমি সবাইকে আদর করে বলবে—আরো খাও, আরো খাও · যেমন করে রাজপুবীতে তুমি সবাইকে খাওয়াতে। চিন্তা! আনাব লক্ষ্মী! আমার বাণী! আজ হবে আমাদের মহোৎসব! আজ বুঝছি, বনবাস স্বর্গবাস। আজ আমাব হৃদয়ে অসীম শক্তি, প্রাণে অনন্ত আনন্দ! আমি আসি ··তুমি ঘবে যাও—[আনন্দের উচ্ছ্বাসে চন্দন-কাষ্ঠেব বোঝা ঘাড়ে ফেলিয়া] আসি লক্ষ্মী, আসি—। ঘবে যাও!

[প্রস্থান।

[চিন্তা একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, পরে ঊর্দ্ধে করযোড়ে চাহিলেন]

চিন্তা। ভগবান! ভগবান! এই সুখটুকুও কি এ পোড়া কপালে সইবে?

[কুটীরাভ্যন্তরে প্রস্থান।]

*   *   *   *

[কাঠুরিয়া রমণীগণ সহ সওদাগরের প্রবেশ।]

সওদাগর। ঐ তো আমার নৌকা! শুধু দয়া করে ঐ পদ্ম হস্তে তোমরা ঐ নৌকাটি একটিবার ছোঁবে ··শুধু এই···আর কিছু নয়··· তবেই আমার নৌকা তরতর করে চলবে · যেমন তোমরা চলো—

রমণীগণ। এ আর বেশী কি! এ আর বেশী কি!

সওদাগর। কিছু নয়, কিছু নয়, সতী ঠাকুরুণদের পক্ষে এ কিছুই নয়! গণক ঠাকুর বলেছেন সতী নারী ছুঁলেই অচল নৌকা চলে। তা তোমাদের চাইতে আর বেশী সতী কে?

রমণীগণ। আমরা যাচ্ছি। কিন্তু, সওদাগর মশাই, নৌকা চললে খুব বড় একটা ভোজ দিতে হবে কিন্তু—

সওদাগর। একশবার। আর নৌকা যদি না চলে, তবে ভোজ দেবার পালা কাঠুরিয়া ঠাকুরদের, কেমন, এই কথা তো ঠাকুরাণী সব?

রমণীগণ। আমরা ঠেলেই নৌকা চালিয়ে দেব · ভারী মজা হবে সে · আয়রে আয়।

[সকলে কলসী রাখিয়া নৌকা ছুঁইল। কিন্তু নৌকা চলিল না।]

সওদাগর। ঠাকুরাণী সব। কতদূর?

[রমণীগণ নীরব।]

সওদাগর। ভোজের যোগাড় কর্ব্ব?

[রমণীগণ নীরব।]

সওদাগর। ঠাকুরাণী সব। কতদূর?

৪র্থ। কাঁধ লাগা ভাই, কাঁধ লাগা—

সওদাগর। হেইয়ো-হো! জুয়ান সব হেঁইয়ো-হো! ঠাকুরাণী সব! কতদূর?

[একে একে নতমুখে বিড়বিড় করিতে করিতে রমণীগণ উঠিয়া আসিল।]

সওদাগর। কিগো? উঠে এলে যে? নৌকা চলেছে?

রমণীগণ। দূর হ মুখ-পোড়া মিনসে!

সওদাগর। এ্যাঃ চলে নি! তবে কি তোমরা সবাই···এই যাকে বলে সতীর উল্টো—?

২য়া রমণী [বিন্দি]। সে কথাও দেখছি কিন্তু ভাই মিথ্যে নয়!

রমণীগণ। ওরে হারামজাদি বিন্দি।

১ম। ওরে পোড়ামুখী

৫ম। ওরে ছাইখাকি··

[সকলে তাহাকে আক্রমণ করিতে গেল]

২য়া রমণী [বিন্দি]। ও কথাগুলোও মিথ্যে নয় ভাই মিথ্যে নয়—

[ছুটিয়া প্রস্থান।

রমণীগণ। [সওদাগরের প্রতি] তেরাত্তির পোয়াবে না—তেরাত্তির পোয়াবে না!

১মা। ছল করে ডেকে এনে অসতী বলা, ভরা নৌকা আজই খানচাল হয়ে পাতালে যাবে—

[অভিশাপ দিয়া সকলের প্রস্থান।

সওদাগর। তেরাত্তির না পোয়ায় না পোয়াবে, ভোজের দায়টা হতে তো বেঁচে গেলাম! · কিন্তু হায় হায়! হায়! হে টিকিওয়ালা তে-ঠ্যাং লাঠির দেবতা! এখন আমার কি হবে! এখন আমি কি কর্ব্ব! ·· তোমার কথা কি মিথ্যে হবে, নৌকা কি চলবে না?

[দুয়ার খুলিয়া চিন্তার প্রবেশ।]

চিন্তা। তেবাত্তিব পোয়াবে না, এ সর্ব্বনেশে অভিশাপ কে দেয়! কেন দেয়! বুক যে কেঁপে ওঠে! প্রাণ যে অস্থিব হয়!

[সওদাগরকে দেখিযা একটু ঘোমটা টানিযা দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইলেন। ঘরেই যাইবেন এই ইচ্ছা।]

সওদাগব। বটে! এ তো নতুন লোক! এই তো বতন!···চিনেছি, নিশ্চয় চিনেছি· এতকাল মণিমাণিক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম, জহুরীই নই, যদি ঐ আমাব সে বতন না হয়! গণকেব কথা কি মিথ্যে হয়! ও কি·· ঘবে চলে যায় যে! [ত্ববিত পদে অগ্রসব হইয়া] দেবী! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন—

চিন্তা। [নীববে নতমুখে দাঁড়াইলেন।]

সওদাগব। দেবী! এ অধম অতি বিপন্ন। আমার বাণিজ্যের ঐ নৌকা এখানে ঠেকে গেছে। আমার মাঝিমাল্লারা সহস্র চেষ্টা করেও নৌকা একতিল চালাতে পাবে নি। এক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ দয়া কবে বললেন যে এখানে এক সতী নাবী আছেন, তাঁর কর স্পর্শেই আমার নৌকা চলবে। আমি বড় আশা কবে আপনাব কাছে এসেছি। আপনি দয়া করে এই শবণাগতকে বক্ষা করুন!—আসুন দেবী, শুধু একটু কবস্পর্শ··· তাহলেই আমি এই নিদারুণ বিপদ হতে উদ্ধাব পাই! দেবী! শরণাগতকে নিবাশ কর্ব্বেন না! আসুন—আসুন—দয়া করুন—

চিন্তা। আমাব স্বামী গৃহে নাই। তাঁব বিনা অনুমতিতে—

সদাগব। তিনি কি এতে কখনো অসন্তুষ্ট হতে পাবেন? শরণা-

গতকে রক্ষা করা, বিপন্নকে বিপদমুক্ত করা, দুঃখীর দুঃখ দূর করা · এ তো মহানুভবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। তিনি এতে সন্তুষ্টই হবেন। আপনাকে দেখেই বুঝেছি তিনি কোন মহাপুরুষ। শরণাগতকে নিরাশ করেছেন এ কথা শুনলে তিনি তাঁর মহৎ প্রাণে ব্যথাই পাবেন দেবী!—আসুন দেবী, সারাটি দিন এই ভাগ্যবিড়ম্বনার দুঃখে আমি উপবাসী রয়েছি, ক্ষুধার জ্বালায় আমি বড়ই অস্থির হয়েছি, কিন্তু ঐ নৌকা না চললে আহার করি কোন্ প্রাণে?

চিন্তা। চলুন—

সওদাগর। আ—হা—হা! এ না হলে দেবী! আমার মনে হচ্চে আপনাকে নৌকা স্পর্শও কর্ত্তে হবেনা, আপনার ছায়া পেলেই নৌকা চলবে!

চিন্তা। [লক্ষ্মীর উদ্দেশে] মা গো! সতীর মুখ রেখো! মা সতী-কুলরাণী, মান রেখো, মুখ রেখো! স্বামী, সর্ব্ব দেবতার শ্রেষ্ঠ দেবতা, তোমায় স্মরণ করি—

[নৌকার উদ্দেশে অন্তরালে প্রস্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ সওদাগরের প্রস্থান।
কাঠুরিয়া রমণীগণ চুরী করিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল।]

[—অন্তরালে—]

সওদাগর। সামাল! সামাল! ওরে মাঝিমাল্লা, সামাল! নৌকা চলেছে!

[চিন্তা অন্তরাল হইতে চলিয়া আসিয়া কুটীরে যাইতেছিলেন,
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সওদাগর ছুটিয়া আসিল।]

সওদাগর। দোহাই দেবী, একটু দাঁড়ান। আর একটা নিবেদন শুনুন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। আমার নৌকা যদি আবার চড়ায় ঠেকে—তখন আপনাকে কোথায় পাব?

চিন্তা। সংসারে সতী নারীর অভাব নেই ভদ্র!

সওদাগর। অভাব আছে, আছে বলেই তো বলছি! সেই অভাব পূরণ কর্ব্বার জন্য তোমাকে যদি সঙ্গে নি, কিছু মনে করো না সুন্দরী!

[হাত ধরিল]

চিন্তা। এ কি পাপ! হাত ধরিস কেন নরাধম?

সওদাগর। বারবার নৌকা আটকাবে, বারবার তোমায় কোথায় খুঁজব বল? ঔষধ সঙ্গেই রাখি! পেয়ে হাতছাড়া করি এমন বোকা আমি নই!—

[চিন্তাকে পাজাকোলা করিয়া তুলিয়া লইল।]

চিন্তা। কে আছ রক্ষা কর! কোথায় আমার স্বামী, রক্ষা কর—

সওদাগর। এখন থেকে আমিই রক্ষা কর্ব্ব—

[চিন্তাকে লইয়া নৌকার উদ্দেশে অন্তরালে প্রস্থান।]

[—অন্তরালে—]

সওদাগর। এই মাঝিরা নৌকা খোল—

চিন্তা। হে নারায়ণ, হে ভগবান! হে সূর্য্যদেব, ওগো মা-লক্ষ্মী, তোমরা না উদ্ধার কর্লে কে উদ্ধার কর্ব্বে—

[ইতিমধ্যে সওদাগর চিন্তাকে লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছে।
দেখা গেল নৌকা ছুটিয়াছে। সওদাগরের কবল হইতে মুক্ত
হইবার জন্য চিন্তা প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন।]

চিন্তা। কোথায় আমাব স্বামী! কোথায় আমাব বনবাসী ভিখাবী স্বামী!

[নৌকা অদৃশ্য হইযা গেল।]

* * * *

[তৎক্ষণাৎ কাঠুরিয়া রমণীগণ আত্মপ্রকাশ করি।]

১ম। কি সর্ব্বনাশ! সওদাগব মিন্সে ওকে নৌকায নিয়েই গেল!

২য। ভাগ্যিস আমরা ছুঁলে নৌকা চলে নি, তাহলে আমাদেবও তো ধবে নিয়ে যেতো!

৩য়। ওলো দেখ—দেখ—ওব সোয়ামী আসছে—

[সকলের অন্তরালে গমন।]

[শ্রীবৎসের প্রবেশ। হাতে ডালি, তাহাতে ডাল নুন নানাবিধ তরীতরকারী—। আনন্দোজ্জ্বল চক্ষে পুলক কম্পিত চরণে অতি সন্তর্পণে কুটীরের দ্বারে গিয়া প্রীতি-উজ্জ্বল স্বরে, কিন্তু ধীরে, যেন চুপিচুপি ডাকিলেন

"চিন্তা!"

কোন উত্তর পাইলেন না। উচ্চতর কণ্ঠে ডাকিলেন

"চিন্তা!"

কোন উত্তর পাইলেন না। তখন সশব্দে দুয়ারে করাঘাত করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন

"চিন্তা!"

তবু কোন উত্তর পাইলেন না। হাতের ডালি ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া ঘরে গেলেন। হৃদয়-ভেদী স্বরে ডাকিলেন

"চিন্তা! চিন্তা! চিন্তা!"

[তথাপি কোন সাড়া না পাইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন।]

শ্রীবৎস। কেউ উত্তর দেয় না, কেন? শোন না কি তুমি আমার ডাক? আমি যে অনুক্ষণ তোমার স্বর শুনি! চারিদিকে তোমার কণ্ঠস্বর শুনি। যখন বনে কাঠ কাটি, সেই কণ্ঠস্বর। যখন বন থেকে ফিরি, সেই কণ্ঠস্বর। এখনো শুনছি তোমার কণ্ঠস্বর, কিন্তু বড় করুণ! বড় করুণ! আমি যে তোমার কুটীর দ্বারে, তথাপি তুমি নীরব?

[কাঠুরিয়া রমণীগণের প্রবেশ।]

১ম। আ—হা—হা—! মিন্সে শুনলে একেবারে পাগল হবে!

৩য়। কিন্তু বলতেই তো হবে, যদি এখনো কোন উপায় কর্ত্তে পারে!

শ্রীবৎস। হাঁ-গা, তোমরা জানো, আমার চিন্তা কোথায়?

১ম। সে নাই—তাকে ধরে নিয়ে গেছে—

শ্রীবৎস। ধরে নিয়ে গেছে! ধরে নিয়ে গেছে। · কে ধরে নিয়ে গেছে?

১ম।—এক সওদাগর—

শ্রীবৎস। সওদাগর ধরে নিয়ে গেল!······কেন? কতক্ষণ?

১ম। তুমি আসবাব একটু আগেই। ঐ তার নৌকা পাল তুলে ছুটেছে—ঐ তীরেব মতো ছুটেছে—ঐ দূরে———আর দেখা যায় না—!

শ্রীবৎস। শনি! শনি! সওদাগর নয়, শনি। আজই আমি সত্যসত্য লক্ষ্মীছাড়া ভিখাবী!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনপথ

[রাখাল ও নন্দিনী]

নন্দিনী গাহিতেছিল।

থাকি কার মুখ চেয়ে
চলে গেছে আলো আছে আঁধার চেয়ে।
শূন্য মন্দিরে উঠে হাহাকার
শূন্য এ প্রাণে প্রতিধ্বনি তার
ঝড়ে নিবিড় জলদ ধারা নয়ন বেয়ে।
ফেলে রেখে গেল পাষাণ প্রাণে,
কি দোষে বল গো কি অভিমানে,
কেমনে বাঁচিব কি সুখে থাকিব,
ভুলিব কি গান গেয়ে॥

রাখাল। কাঁদছিস কেন?···নিশ্চয় তাদের দেখা মিলবে!···এত কষ্ট করে অযোধ্যা থেকে দেশবিদেশ ঘুরে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে, পায়ে কাঁটা ফুটিয়ে, আমার পিঠে চড়ে, কোলে চড়ে এখানে এলি, তবু তাদের দেখা মিলবে না? লোকে বলে কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে, আর এতো একটা রাজা আর একটা রাণী।

নন্দিনী। তোমার পিঠে চড়েছি? কোলে উঠেছি?…কখন?… কেষ্ট মেলে, না, হাতী মেলে!…পায়ে যে এখনো একটা কাঁটা ফুটে রয়েছে, তাই তোলে কে! আবার বলছেন পিঠে নিয়েছেন!…যাও…আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না!…[মুখ ঘুরাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু তখনি আবার কি মনে পড়িয়া কহিল] আবার বলা হচ্ছে, কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে!

রাখাল। [সকৌতুকে] মেলে না?

নন্দিনী। হাতী মেলে।

রাখাল। [হাঁটু গাড়িয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া] হাতী মিললে বেশ হবে। আর কিছু না হোক্ আমার পিঠটা জুড়োবে। [নন্দিনী চটিয়া তাকাইল] না—না—হাতী মিললেই যে মানুষের পিঠে না উঠে হাতীতেই উঠতে হবে, তার কি মানে আছে!…তবে, হাঁ, আমি বলছিলাম কি আমি উঠতাম হাতীতে আর আমার পিঠে উঠতেন তিনি যিনি উঠে থাকেন,…তার পর, এমনি করে আমরা যেতাম—…রাজারাণীর খোঁজে!

নন্দিনী। ফের পিঠে ওঠার কথা বলছ?

রাখাল। বেশ, বলবো না, তবে পা-খানা এগিয়ে দাও…কাঁটাটা বের করি…

নন্দিনী। থাক্—থাক্—আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই—

রাখাল। তবে বুঝলাম, হাঁটা হবে না। শেষটায় পিঠে ওঠবারই মতলব—

নন্দিনী। বাঃ…আমি বুঝি তাই বলেছি?—নাও না…[পা আগাইয়া দিলেন।]

রাখাল। [নন্দিনীর পা হইতে কাঁটা তুলিতে গিয়া] তুলতে অনেকক্ষণ লাগবে, চাই কি সারাটা দিনও লাগতে পারে, [কাঁটা তুলিবার উপক্রম করিয়া ক্রমে পা টিপিতে লাগিলেন।] লাগছে ?

নন্দিনী। ও কি···পা টিপ্‌ছ যে ?

রাখাল। ওটা কাঁটা তোলবার অনুপান। লাগছে বেশ, কি বল ?

নন্দিনী। বুঝেছি, তোমার সব ছল !

রাখাল। [হঠাৎ লাফ দিয়া উঠিয়া] কিন্তু তোমার কাছে হার মানছি ! বাপ রে বাপ ! পা টিপিয়ে নেওয়ার কি ছলটাই করেছে রে !··· কাঁটা কোথায় ? বলি কাঁটা কোথায় ?···চর্ম্মচক্ষুতে তো দেখছি নে,··· বলি কাঁ-টা-টা কো-থা-য় ?

রাখাল ও নন্দিনীর দ্বৈত-সঙ্গীত

রাখাল— কাঁটাটা তোর কোন খানে নয়নে কি মনের কোণে ?

নন্দিনী— যাও যাও যাও কে আমি জানিনে
　　　একে জ্বলছে নিজের পা।

রাখাল— তাই তো মাঠের মাঝে টিপছি তোমার পা।

নন্দিনী— ঈস্ ! নাই বা এত কল্লে—

রাখাল— তুমি কাঁটার কথা কেন তুল্লে—

নন্দিনী— আমি কি মিছে বলিছি ?

রাখাল— আমি তো সেইটে বুঝেছি—
　　　কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছি ;

নন্দিনী— পরের কথা পর কি বোঝে
　　　কত জ্বালা কাঁটার জ্বলনে।

নন্দিনী। [হঠাৎ ক্রন্দনস্বরে] কাঁটা না-ই বা থাকল ! ফুটতে তো পার্ত্ত !

রাখাল। ও রে বাপ রে বাপ ! কি দস্যি মেয়ে গো !…ফুটতে তো পার্ত্ত, এই অজুহাতেই পা টিপিয়ে নেয় রে ! সোয়ামী ..গুরুর গুরু পরম-গুরু…সোয়ামীকে দিয়ে পা টিপিয়ে নেয় রে ! কি সর্ব্বনেশে কথা গো !

নন্দিনী। ইঃ সোয়ামী হয়েছেন তো একেবারে মাথা কিনেছেন আর কি !—সোয়ামী ! যে বয়সে আমার বিয়ে হয়েছে, সোয়ামীর আমি কি বুঝেছি ?

রাখাল। কিন্তু, এখন ? ..আরে এই সোয়ামিটা ছিল বলেই তো ছেলে-মেয়ের খোঁজ কর্ত্তে বের হতে পেরেছ !…বলি, এ লোকটা না থাকলে পথে পথে ঘাড়ে নিতো কে ? ঘাড়ে নিতো কে ?

নন্দিনী। —আবার ?…ফের যদি তুমি আমার পিছু নাও, আমার দিব্যি রইল—

[গাল ফুলাইয়া রাগ করিয়া প্রস্থানোদ্যত—]

রাখাল। যাই, আমিও সুরভি গাইটা খুঁজি। গাল ফুলোতে আমিও জানিগো, আমিও জানি—[গাল ফুলাইয়া নন্দিনীর অনুগমন, কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া]—হাম্বা—হাম্বা—[হাম্বা-হাম্বা রব করণ—]

নন্দিনী। [মুখ ঘুরাইয়া] তুমি কি গাই না কি ?

রাখাল। তুমি কি বাছুর না কি…যে ডাক শুনে তাকালে ? আমি আমার সুরভিকে ডাকছি—

নন্দিনী। —মরণ আর কি !

[চটিয়া প্রস্থান।

রাখাল। হাম্বা—! হাম্বা—!

[সকৌতুকে নন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

* * * *

[রাখালবালকগণের ও শ্রীবৎসের প্রবেশ। শ্রীবৎসের পাগলের বেশ। চোখে মুখে ক্লান্তি এবং অবসাদের ছায়া। দীর্ঘকাল শরীরের কোন যত্ন নাই, তদুপরি দেহমন ভাঙিয়া গিয়াছে। যে চেহারা হইয়াছে, তাহা যুগপৎ ভয় এবং অনুকম্পাজনক।]

বালকগণ। কি গো, বৌ পেয়েছ?

শ্রীবৎস। ওরে ওরে · জানিসতো ভাই বল—

১ম বালক। কি বলব?

শ্রীবৎস। কোথায় আমার সেই রাণী? রাজ্যের নয়, এই বুকের—। এই বুকে তাকে পুরে রেখেছিলাম, কিন্তু এই বুক ভেঙে চুরমার করে··· তাকে ধরে নিয়ে গেছে—[ক্রন্দন।]

২য় বালক। তা কাঁদছো কেন? আমি হাত গুণে বলে দিতে পারি তাকে পাবে কি পাবে না—

শ্রীবৎস। [অতি আগ্রহে তাহার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিয়া চোখের মিনতিতে বলিলেন হাত দেখ।]

২য় বালক। আমার দক্ষিণা?

শ্রীবৎস। আমি তোমায় · আমি তোমায় হীরে জহরত দেব · রাজ্য চাও তাও দিতে পারি কি চাও? তুমি কি চাও?

৩য় বালক। ওরে বাপ রে, দক্ষিণেই এত, বৌ মিলিয়ে দিলে যে কি পাবি, তা ভেবেই পাচ্ছি নে!

শ্রীবৎস। দেখ—দেখ—আমার হাতখানা দেখ····· পাব? আমি তাকে ফিরে পাব? [হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়া] না—না—শুধু বল সে বেঁচে আছে তো?

২য় বালক। দক্ষিণা পেলে তো বলব!

শ্রীবৎস। দিচ্ছি—দিচ্ছি—এখনি দিচ্ছি—

[পরিচ্ছদ খুঁজিতে লাগিলেন। না পাইয়া অন্যত্র কোথায় যেন ধনরত্ন রহিয়াছে মনে করিয়া সেইদিকে ছুটিয়া গিয়া সেখান হইতে দুই মুষ্টি ধূলি তুলিয়া লইয়া দ্বিতীয় বালককে দিতে ছুটিয়া আসিলেন।]

২য় বালক। ও যে ধূলো—

শ্রীবৎস। [ধূলি উড়াইয়া দিয়া] ধূলো! ধূলো! সব ধূলো হয়ে গেছে!···হীরে ছিল, জহরত ছিল, মণিমাণিক্য সব ছিল,·· ধূলো হয়ে গেছে। সাত রাজার ধন মাণিক ছিল এক মেয়ে, সেও আজ ধূলোতে লুটায়! আর ছিল যে গৃহলক্ষ্মী, চোখের মণি, মনের মাণিক সেও আজ ঐ ধূলো···ধূলো···ধূলো··· !

২য় বালক। তবে হাত দেখাবে কি করে?

শ্রীবৎস। [মুখে চোখে শুধু অনুনয়ই ফুটিয়া উঠিল।]

১ম বালক। অন্ততঃ একটা কড়ি দাও···একটা কড়ি একটা কাণা কড়ি—

শ্রীবৎস। নাই, নাই, নাই! তাও নাই!

২য় বালক। তবে কি করে হয়!

শ্রীবৎস। শুধু না হয় এইটুকুই বলো, সে বেঁচে আছে কি না—

২য় বালক। দক্ষিণা না পেলে গণক কথা কয় না। [দলের মধ্যে গিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।]

শ্রীবৎস। [ভাবিতে লাগিলেন কেমন করিয়া একটা কাণাকড়ি পাওয়া যায়] কাণাকড়ি! কাণাকড়ি! একটা কাণাকড়ি!

[বিড় বিড় করিতে করিতে প্রস্থান।

*　　　*　　　*　　　*

[হঠাৎ অন্যদিকে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বালকগণ সচকিত হইল—]

১ম বালক। ওরে আবার ঐ · সেই বাঁশী! ও বাঁশী দেখছি আমাদের পাগল না করে ছাড়বে না!

অন্য কয়েকজন। কে বাজায়, কোথায় বাজায়, কিছুই বোঝা যায় না!

অপর কয়েকজন। —এবার ধরবোই ধরব—

[সকলের ছুটিয়া প্রস্থান।

*　　　*　　　*

[অপর দিক দিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে রাখালের প্রবেশ, পশ্চাতে নন্দিনী। তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিলেন শ্রীবৎস।]

শ্রীবৎস। [ভিক্ষা চাহিলেন] ওগো একটা কাণাকড়ি দেবে? দাও না! একটা কড়ি! একটা কাণাকড়ি!

নন্দিনী। ওমা! এ আবার কে!

[ভয়ে দূরে সরিয়া গেলেন।]

শ্রীবৎস। বৌ হারিয়েছে। পাব কি না…বল্‌তে…গণক দক্ষিণা চায় একটা কাণাকড়ি! ওগো ··দাও না দাও না···

নন্দিনী। [রাখালের মুখের দিকে চাহিল]

রাখাল। [শ্রীবৎসের সম্মুখে আসিয়া] র'সো—, আমি গুণে বলছি। দেখি তোমার হাত—[শ্রীবৎস আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া দিলেন।] হুঁ। দেখি·· তোমার চোখ মুখ দেখি—[সম্মুখে গিয়া শ্রীবৎসকে পর্য্যবেক্ষণ করিল।]

নন্দিনী। ঢং দেখ! [রাখালের প্রতি] তুমি আবার হাত দেখতে শিখলে কবে?

রাখাল। শিখেছি কি না এখনি দেখবি। [শ্রীবৎসকে] তুমি তো ভিখিরি নও। তুমি ছিলে রাজা।

শ্রীবৎস। [স্মরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন।]

রাখাল। শনির কোপে রাজ্য ছেড়ে রাণীকে নিয়ে বনে এলে!

শ্রীবৎস। [অনেকটা স্মরণ হইল।]

রাখাল। রাজপুরীতে রেখে এলে তোমার মেয়ে—

নন্দিনী। [ছুটিয়া আসিয়া শ্রীবৎসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীবৎসকে দেখিতে দেখিতে] এঁ্যা—

শ্রীবৎস।…মেয়ে, না, মা? [ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন]

রাখাল। মেয়েও বটে, মাও বটে!…কি বল নন্দিনী?

শ্রীবৎস। [হঠাৎ নন্দিনীর নাম মনে পড়িল]—নন্দিনী! নন্দিনী!

[নন্দিনীকে যেন "চক্ষু দিয়া পান করিতে" লাগিলেন। মনে পড়ে, আবার মনে পড়ে না এই ভাব।]

নন্দিনী। [শ্রীবৎসকে] কে তুমি? কে তুমি?

রাখাল। রাজা শ্রীবৎস।

নন্দিনী। এঁ্যা! বাবা! বাবা!

[তাঁহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে গেল।]

শ্রীবৎস। [চিনিতে পারিয়া] মা! মা! তুই! চলে এসেছিস? আমার না এক লক্ষ্মীমন্দির ছিল? সেখানে না তুই সন্ধ্যাদীপ জ্বালতিস? …সে দীপ আজ কে জ্বালে?

নন্দিনী। বাবা, তোমরা রাজ্য ছেড়ে চলে এলে, মন্দিরও ভেঙে পড়ল, মা লক্ষ্মীর মূর্ত্তিও আর দেখতে পেলাম না। তাই তোমার খোঁজে বের হলাম!…কিন্তু তুমি একলা কেন? আমার মা কই বাবা? আমার রাণীমা? আমার রাণীমা কই?

শ্রীবৎস। [রুদ্ধ অশ্রু আর বাধা মানিতে চায় না] নাই! নাই! ওরে, আমি তাকে হারিয়েছি!

নন্দিনী। সে কি বাবা?…কোথায়?

শ্রীবৎস। [আবার বুঝি উন্মত্ততা ফিরিয়া আসিল।]——ঐ নদীর জলে। · ঐ বুঝি সে যায়। ঐ সে কাঁদে, আর যায়। একটা পোড়া মাছ ছুটে পালিয়ে যায়! তারি পেছনে পেছনে একটা নৌকা যায়···পাল তুলে পালিয়ে যায়! · [চীৎকার করিয়া] ঐ নৌকা ঐ নৌকা·· ধর ধর··· শনিকে ধর···সওদাগরকে ধর—

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান। রাখাল ও নন্দিনীর অনুসরণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সৌতিপুর রাজপ্রাসাদ

[সৌতিপুর-রাজ বাসুদেবের ষোড়শী কন্যা ভদ্রা স্বর্ণপালঙ্কে ঘুমাইতেছিলেন।
সখীগণ একে একে গান গাহিয়া নাচিতে নাচিতে
তাহাকে জাগাইতে আসিল।]

—গান—

সখী জাগো, সখী জাগো, রজনী হয়েছে ভোর
উষার অরুণ আভা আকাশে
নিশির শিশির জড়ায় বাতাসে,
জলে কমলিনী কুতূহলে হাসে,
কেন এ নয়নে ঘুম ঘোর।
পাখী গাহে শোন প্রভাতের গান,
আলোকে পুলকে দুলে উঠে প্রাণ,
তরুণ ভানুর প্রেম অবদান
দিবে নবীন জীবন ভরি তোর।
চলে পজারিণী কুসুম চয়নে,
তুমি কেন ওগো মুদিত নয়নে,
উঠ গো তেয়াগি সুখের শয়নে,
ভাঙ্গ রাতের ও স্বপন মোহ ঘোর॥

[নৃত্যগীতেও যখন ভদ্রা জাগিলেন না, তখন সকল সখী একসঙ্গে তাহাকে ডাকিলেন—

"সখী !"

ভদ্রা চমকিয়া উঠিলেন। জাগিযা উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহার চোখেমুখে
দুঃস্বপ্ন-দর্শন-জনিত ভীতিচিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।]

ভদ্রা। [স্বপ্ন-প্রভাবে ·] কে তোমরা ? কে তোমরা ?

সখীগণ। আমরা গো ! আমরা !

ভদ্রা। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আত্মবিস্মৃত হইয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে
লাগিলেন। সখীগণ হতবুদ্ধি হইয়া শুধু ভদ্রার
কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।]

ভদ্রা। [আনমনে] সেই ব্রাহ্মণ ! সেই ব্রাহ্মণ ! [একস্থানে দাঁড়াইয়াই চতুর্দ্দিকে চাহিয়া অনুসন্ধান] [পরিশেষে হতাশ হইয়া] সখী !

১মা সখী। তোমার কি হয়েছে ভাই ? কাকে খুঁজছ ? ঘুমের ঘোরে কি তুমি ভয় পেয়েছ ?

২য়া সখী। স্বপ্ন দেখেছ ?

ভদ্রা। [তখন বুঝিলেন স্বপ্নই দেখিয়াছেন।) স্বপ্ন ! স্বপ্ন ! [কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন।] উঃ তাহলে কি দুঃস্বপ্নই দেখেছি !

৩য়া সখী। ভোরের স্বপন দুঃস্বপ্ন হলে বলতে হয়। নইলে ভোরের স্বপন ফলবেই ফলবে !

৪র্থা সখী। দুঃস্বপ্ন যদি হয়, বল ভাই শীগ্‌গীর বল—

ভদ্রা। দুঃখের স্বপন কি সুখের স্বপন তাতো ভাই বলতে পারছি নে! কিন্তু তবু আমার গা কাঁপছে! এক ব্রাহ্মণ আমায় শাপ দিলেন···কেন, তাও বলতে পারবো না ··। শাপের ভয়ে আমি কাঁপছিলাম, হরগৌরী তখন আমার দিকে চেয়ে বললেন,—ও শাপ নয়, ও তোর বর—ঠিক্ এমনি সময় তোরা আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলি—

সখীগণ। —গান—

ছি ছি ছি কি করেছি,
ডাক দিয়েছি এমন ঘুমে,
বর এসে যেই ভাল বেসে, দাঁড়িয়েছে ঐ অধর চুমে।
সোণার টোপর মাথায় দিয়ে,
কে এল আজ কত্তে বিয়ে
রাঙা বরের রঙীন চেলি, লুটিয়ে কি লো পড়লো ভূমে।
ভাসিয়ে দিছি স্বপন এমন,
ও সখী মন কচ্ছে কেমন,
বাসর রাতে মিলন আসর, মিলিয়ে গেল হঠাৎ ঘুমে॥

[সৌতিপুর রাণী, ভদ্রার জননী উমারাণীর প্রবেশ।]

উমারাণী। আজ যে তোদের বড় আনন্দ।···খবর কি?

[ভদ্রা আসিয়া মাতাকে প্রণাম করিলেন। সখীরাও সকলে প্রণাম করিল।]

উমারাণী। [ভদ্রাকে] কিন্তু তোর চোখে যে জল।

১মা সখী। সখী আনন্দে কেঁদেছে—

ভদ্রা। না—মা!

২য়া সখী। সখী মনের দুঃখে কেঁদেছে—

ভদ্রা। না—মা!

উমারাণী। তবে?

৩য়া সখী। রাণীমা! সখীর কি বিয়ে হবে না? বর আসবে না?

উমারাণী। আসবে বৈ কি।

৪র্থা সখী। হয়েছে বেশ! রাজা জানেন শুধু প্রজা। রাণীমা জানেন শুধু রাজা। আর সখী জানে শুধু পূজা।

৫মা সখী। বয়সকালে যে বিয়ে দিতে হয় এ কথাটা সবাই ভুলে গেছে, কাঁদে আমরা!

উমারাণী। মিথ্যে বলিস নি। তোরা দাঁড়া। আমি রাজাকে এখনি এখানে ধরে নিয়ে আসছি। মেয়ের বিয়ের কথা আমি রাগ করে আর তাঁকে বলিনে। বললেই বলেন "ও তো একরত্তি কচি খুকী।"… আজ তোরা আচ্ছা করে শুনিয়ে দে—।

[প্রস্থান।

ভদ্রা। আমি ভাই আসি—

১মা সখী। তা যাও না! আমরা তো আর তোমায় ধরে বাঁধিনি—

ভদ্রা। হাঁ ভাই, চললাম। ফুল তুলতে হবে—

[প্রস্থান।

[সখীগণের কৌতুকাভিনয়। ভদ্রা একেবারে চলিয়া যান নাই। বিয়ের কি কথা হয়, শুনিবার আগ্রহে, প্রাসাদের এক স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সখীগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু, না বুঝিবার ভান করিয়া নিজেদের মধ্যে নিম্নরূপ আলাপ করিতে লাগিল।]

১মা সখী। রাজা এলে বলবো সখী শুধু কাঁদে। বিয়ের জন্য কাঁদে।

২য়া সখী। বলবো বিয়ে হয় না, দুঃখে সখী ঘুমোয় না, খায় না।

৩য়া সখী। তপস্যা করে।

৪র্থা সখী। আবার বলে, বনে যাবো।

৫মা সখী। ঐ রাজা এসেছেন—সবাই এই সব বলবি, বুঝলি ?

[ভদ্রা ভারী চটিয়া গেলেন। আত্মপ্রকাশ করিবেন কি করিবেন না, তা বুঝিতে পারিলেন না।]

[বাসুদেব ও উমারাণীর প্রবেশ।]

বাসুদেব। আমি ভাবছি রাণী, কর্ণাটের সঙ্গে সন্ধি করি, সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে মিতালি করি, তারপর কলিঙ্গের সঙ্গে—[যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।]

উমারাণী। ওগো, কলিঙ্গের রঙ্গটা এখন থাক। কন্যার বিবাহ-প্রসঙ্গে একটু মনোনিবেশ কর দেখি—

বাসুদেব। কলিঙ্গরাজের তো কন্যা নেই। তাই নিয়েই তো গোল

বেধেছে। অঙ্গ আর বঙ্গের দুই রাজপুত্র কলিঙ্গ জয় কর্ব্বে বলে বের হল, কিন্তু, কলিঙ্গরাজের কন্যা নেই শুনে বললে, তবে যুদ্ধ করে লাভ ?

উমারাণী। কলিঙ্গের রাজকন্যা না থাকে থাক। কিন্তু এ দেশে তো রাজকন্যা রয়েছে। যদি অঙ্গ বঙ্গ এবার এই রাজ্যই আক্রমণ করে—

বাসুদেব। ও—হো—হাঁ, তাই তো। এ দেশে তো রাজকন্যা রয়েছে। তা ··তিনি তাহলে কি করবেন ?

উমারাণী। তিনি কে গো ?

বাসুদেব। রাজকন্যা—

উমারাণী। সে তো তোমারি মেয়ে !

বাসুদেব। ও—হো—হো, তাই তো ! বড়ই ভুল করে ফেলেছি। তাই তো। তা রাণী, আমি একা ভুল করিনি। তুমিও করেছ—

উমারাণী। আমি আবার কি ভুল করলাম ?

বাসুদেব। [রাণীর ভুল ধরিবার গৌরবে] তুমি বললে আমার মেয়ে।···ওটা ভুল হয়েছে। তোমার বলা উচিত ছিল তোমার ও আমার দুজনের মেয়ে। (হাস্য করিলেন)

উমারাণী। ঘাট মানছি। একশোবার ঘাট মানছি। হাঁ, তোমার এবং আমার মেয়ে—, এখন তার বিয়ের বয়স হয়েছে—

বাসুদেব। বিয়ের বয়স, সে আবার কি ? সে তো এই সেদিন হ'ল ! ···আমি তখন মিথিলার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্ব কি যুদ্ধ কর্ব্ব না, জিতবো কি জিতবো না, এই সব জটিল পরামর্শ করছিলাম। শেষটায় কিছুই ঠিক কর্ত্তে না পেরে তোমাকে ডেকে পাঠালাম, তুমি এলে না। সেনাপতিকে বললাম রাণী বিদ্রোহ করেছে। মন্ত্রী এসে খবর দিলেন, না বিদ্রোহ

করেন নি, তাঁর মেয়ে হয়েছে। সে তো এই সেদিন। খুকি ভাল আছে ?

উমারাণী। [সখীদের প্রতি] আমি হার মানলাম। নে, তোরা কি বলবি বল—

১মা সখী। মহারাজ, সখী শুধু কাঁদে, বিয়ের জন্য কাঁদে—

বাসুদেব। বটে! ট্যা-ট্যা করে কাঁদে ? তা একটা চুষি কাঠি—

২য়া সখী। বিয়ে হয় না এই দুঃখে সখী ঘুমোয় না, খায় না

বাসুদেব। একটা ভালো পুতুল কি একটা খেলনা—

৩য়া সখী। আবার বলে বনে যাবো!

বাসুদেব। [হাসিয়া উঠিলেন।] বুঝেছি, বুঝেছি। একটা বরের জন্য বায়না ধরেছে। এই সামান্য কথাটা তোরা বুঝিস নি ? [উমা-রাণীর প্রতি, সবিস্ময়ে] তুমিও না ? ধন্যি তোমার বুদ্ধি, এই বুদ্ধি নিয়ে রাণী হয়ে রাজত্ব কর্ছ ?

উমারাণী। [রাগে গরগর করিতে করিতে দূরে সরিয়া গেলেন।]

৪র্থী সখী। না মহারাজ, সখী বরের জন্য বায়না ধরে নি ; বরের জন্য বায়না ধরেছে।

৫মা সখী। বিশ্বেস না হয়, সখী ঐ থামের আড়ালে ফুল তুলছে, ডেকে জিজ্ঞেস করুন—

বাসুদেব। থামের আড়ালে ফুল তুলছে! এখানে কি আবার একটা বাগান হয়েছে নাকি ?

[দুহিতা ভদ্রার আত্মপ্রকাশ]

ভদ্রা। না বাবা!

[রাজার নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম।]

বাহুদেব। তাই তো! শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! ঘরে হল ফুলের বাগান, আর ফুলের বাগানে ঘর!

ভদ্রা। না বাবা—

বাহুদেব। দুধ খেয়েছিস মা? (সখিদের হাস্য)

ভদ্রা। তুমি যে কি বল বাবা!

বাহুদেব। দুধ খাওয়া ভালো। শরীর ভালো থাকে। আমি আমার সৈন্যদেরও দুধ খাওয়াবো মনে কর্চ্ছি।

ভদ্রা। হাঁ বাবা, খুব খাইয়ো।

উমারাণী। [রাজার নিকটে আসিয়া] আর এখন থেকে তুমিও একটু একটু খেয়ো। [ভাবী চটিয়া গিয়াছেন।]

বাহুদেব। খাবো বই কি! খাবো বই কি! নিশ্চয়ই খাবো। [ভদ্রার প্রতি] একটা রথের জন্য বায়না ধরেছিস বুঝি?

১মা সখী। রথের জন্য বায়না ধরে নি। বরের জন্য বায়না ধরেছে। এই শুক্লপক্ষের মধ্যে বিয়ে না হলে রথের চাকার তলায় পড়ে মর্ব্বে। রথ কখনো দেবেন না—

বাহুদেব। আমিও তাই ভাবছিলাম। রথ দেওয়া ভারী মুস্কিল হয়েছে। শুনছি মিথিলা আবার শ্রীবৎস রাজার রাজ্য অযোধ্যা আক্রমণ কর্ব্বে। আমার চোখের ওপর যে মিথিলা এমন একটা অন্যায় কর্ব্বে,

তা তো সইতে পার্ব্ব না। সেইজন্য আমি অযোধ্যা রক্ষা কর্ব্ব, তাই সব রথ যুদ্ধে যাবে—

উমারাণী। শ্রীবৎস রাজা একাই সমস্ত পৃথিবী জয় কর্ত্তে পারে। আর তাকে সাহায্য কর্ত্তে হবে না!

বাসুদেব। কি মুস্কিল! আমি কি তা অস্বীকার কর্ছি। রাতদিন শুধু বিয়ের কথাই ভাবরে, খবর তো কিছু রাখবে না! শ্রীবৎস রাজার যে মহাসর্ব্বনাশ হয়েছে!

উমারাণী। অমন গুণবান পুণ্যবান রাজার মহাসর্ব্বনাশ হয়, এ কথা তুমি অন্য যায়গায় গল্প করো, আমার কাছে নয়।

বাসুদেব। কি মুস্কিল! আরে, শ্রীবৎস রাজা যে বনবাসী হয়েছে। শনিঠাকুর তারে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

উমারাণী। শনিঠাকুর!

বাসুদেব। হাঁ। দোহাই গ্রহরাজ! [উদ্দেশে নমস্কার] একদিন শনি আর লক্ষ্মী দেবীর মধ্যে ঝগড়া বাধলো—দুজনের মধ্যে কে বড়। মীমাংসার ভার পড়ল শ্রীবৎস রাজার ওপর। অবশ্য আমিও পার্ত্তাম।

উমারাণী। দেবতায় দেবতায় লড়াই, মানুষের ওপর তার মীমাংসার ভার!

বাসুদেব। ওতেই তো সর্ব্বনাশ হল। মীমাংসাটা আমিও কর্ত্তে পার্তাম বটে, কিন্তু পরে শনিঠাকুরের ঠেলাটা ওরে বাপ রে! [উদ্দেশে প্রণাম।]

উমারাণী। কি মীমাংসা হল?

বাসুদেব। রাজসভায় দুই দেবতা এলেই শ্রীবৎস রাজা তাদের

অভ্যর্থনা করে বসতে বললেন। লক্ষ্মী বসলেন রাজার ডাইনে। আর শনিঠাকুর বসলেন রাজার বামে! ব্যস্‌…পরীক্ষা হয়ে গেল।

উমারাণী। কেমন করে?

বাসুদেব। [রাণী যে বুঝিতে পারিলেন না, এই গর্ব্বে এবং গৌরবে] শাস্ত্র জানা চাই; শাস্ত্র জানা চাই।

উমারাণী। বল না, কি পরীক্ষা হল?

বাসুদেব। শোনো, শেখো।…দেখো আবার যেন কোনদিন মনে করিয়ে দিতে না হয়!—শাস্ত্রে বলে…এবং রাজাও বললেন…

"আসন ছত্রেতে বিধি বুঝি লহ মনে।
বামে বসে সাধারণ, প্রধান দক্ষিণে॥"

অর্থাৎ—

ভদ্রা। লক্ষ্মী দেবীই হলেন বড়।

বাসুদেব। হ্যাঁ। মেয়ে আমার মুখ রেখেছে। রাণী! তুমি ঐ অর্থাৎটা বলতে পার্ত্তে কি না, সে বিষয়ে কিন্তু আমার সন্দেহ রইল!

[প্রবল হাস্য]

উমারাণী। তার জন্য তো আমার আর ঘুম হবে না…কিন্তু তার পর কি হল…

ভদ্রা। হাঁ বাবা, তার পর কি হল, সেই কথাটা না শুনতে পেলে সত্যাই ঘুম হবে না—

বাহুদেব। তার পর আর যাবে কোথায়! দোহাই শনিঠাকুর! [উদ্দেশে নমস্কার করিয়া] তার পর শনিঠাকুর রাজার ভিটেতে ঘুঘু চরালেন। শুধু কি তাই? শেষে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ এলো···মড়ক লাগলো। রাজা তার নিজের জন্য প্রজাদের এই দুঃখ বিপদ দেখে রাণীর হাত ধরে বনে চলে গেলেন।

ভদ্রা। আমি দেখচি সবার চাইতে ঐ রাজাই বড়!

বাহুদেব। চুপ! চুপ! দোহাই গ্রহরাজ! সবার চাইতে শনি-ঠাকুর বড়। [রাণীর প্রতি] আমি চললাম মিথিলাকে আটকাতে। শ্রীবৎসের বাপ আমার বন্ধু ছিলেন কি না। তার রাজ্যটা রক্ষা কর্ত্তে হবেই আমাকে—

[প্রস্থানোদ্যত।

উমারাণী। কিন্তু মেয়ের বিয়ে?···

বাহুদেব। সব হবে। সব হবে। সময়ে সব হবে।

উমারাণী। তবেই হয়েছে! ওগো, শোন,—দেশে দেশে রাজাদের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠাও যে ভদ্রার স্বয়ম্বর হবে, এই পূর্ণিমায়!

বাহুদেব। দেশ বিদেশের রাজাদের কাছে নিমন্ত্রণ! তাই তো! ভেবে দেখি! হুঁ! কর্ণাটের সঙ্গে সন্ধি কর্ত্তে চাচ্ছি। সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে মিতালী কর্ব্ব ভাবছি···তার চাইতে সবার সঙ্গেই সন্ধি করি না কেন! নিমন্ত্রণ কোরে খুব বড় একটা ভোজ দিয়ে দিই। ব্যস্। সবাই হবে বন্ধু। তখন আমিই হব রাজচক্রবর্ত্তী, আর তুমি হবে রাণী চক্রবর্ত্তী। চমৎকার! চমৎকার! রাণী, তবে তুমিও রাজনীতি একটু একটু জানো!—

উমারাণী। তোমাব কাছেই শিখেছি!

বাসুদেব। ও তাই বল! তা বেশ, স্বয়ম্বরাই হবে। [ভদ্রার প্রতি] এবার আর দুধের বাটি নয়, খেলার পুতুল নয়, একেবারে জলজ্যান্ত বর আসবে···যা মা · শনিপূজা কর·· শনিপূজা কর—

ভদ্রা। শনিপূজা? যে শনি বিনাদোষে অমন এক মহাপুরুষ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করলেন তার পূজা?

বাসুদেব। সে অনেক কথা, অতি জটিল রাজনীতির কথা। তুই তার কি বুঝবি?···না মা শনি নিন্দা কথনো করবি নে, কি জানি কখন তিনি কার ওপর ভর করেন! · আজ আব একটা নীতি আবিষ্কার করলাম বাণী! বয়সকালে বিয়ে না হলে মাথা গরম হয়! [ভদ্রার পানে তাকাইয়া] হাঃ হাঃ হাঃ—তা আমি সত্বরই মেয়ের স্বয়ম্বরের আয়োজন কর্ব্ব · কিন্তু তৎপূর্ব্বে রাণী তুমি শনিপূজার ব্যবস্থা কর—

উমারাণী। বেশ, আমি শনিপূজাব আয়োজন করি, কিন্তু তুমি স্বয়ম্বরের কথা যেন ভুলে যেয়ো না—

[রাজা ও রাণীর প্রস্থান।

১মা সখী। চল সখী, আজ সবাই মিলে শনিপূজা কর্ব্ব···খুব ধূমধাম করে। আজ কি আমোদ! এইবার তোমার বর আসবে!

২য়া সখী। সখী, দাঁড়িয়ে ভাবছো কি?

ভদ্রা। কিছু না, তোমরা এগোও—

[পালঙ্কে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন।]

—সখীদের নৃত্যগীত—

ওলো ফুটলো বিয়ের ফুল, ওলো ফুটলো বিয়ের ফুল,
এদ্দিনেতে প্রজাপতির টুটলো বুঝি ভুল।
জমলো ফুলে সুবাস মধু,
ছুটলো কালো ভোমরা বঁধু,
উঠলো যেন অধীর হ'যে
উল্লাসে আকুল।
অলির মুখের চুমোর রাগে
কলির বুকে মুকুল জাগে,
আঁচল টেনে ঘোমটাতে সই
ঢাকলো এল চুল॥

[ভদ্রা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভদ্রা। যাক্ · ওরা যাক্ · করুক পূজা—। · কিন্তু আমি শনিপূজা কর্ব্ব না, কখনই না—

[তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাতে এক জ্যোতির্ম্ময় ব্রাহ্মণের বেশে
শনিদেব আবির্ভূত হইলেন।]

শনি। [বজ্রনির্ঘোষ স্বরে] দাঁড়াও·· শনিদেব কি দোষ করেছেন?

ভদ্রা। [চমকিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া দেখিয়া] কে আপনি, কে আপনি ব্রাহ্মণ? আমি···আমি যেন আপনাকে কোথায় দেখেছি!

শনি। তুমি আমায় দেখেছ স্বপ্নে। এখন দেখছ জাগরণে… চোখের সম্মুখে।

ভদ্রা। কিন্তু—আপনার পরিচয় ?

শনি। আমিই শনি। আমি জানতে চাই—যখন রাজারাণী আমার পূজা কর্ত্তে প্রস্তুত, তখন তুমি অসম্মত কেন ?

ভদ্রা। কারণ আপনি দেবতা নন্।

শনি। [সবিস্ময়ে] দেবতা নই ?

ভদ্রা। না। দেবতা দেন বর, আপনি দিয়েছেন অভিশাপ। দেবতা দেন আনন্দ, আপনি দিয়েছেন দুঃখ। দেবতা দেন পুরস্কার, আপনি দিয়েছেন দণ্ড।… আর তা দিয়েছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাজা শ্রীবৎসকে। দেবতারই মিনতিতে মানুষ হয়েও তাঁকে দেবতার বিচার-ভার গ্রহণ কর্ত্তে হ'য়েছিল। তিনি অবিচলিত ভাবে শাস্ত্রানুযায়ী বিচার-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। এই সৎসাহসের জন্য, এই ন্যায়-নিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রাপ্য ছিল দেবতার আশীর্ব্বাদ। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করা দূরে থাক্, আপনি সেই রাজরাজেশ্বরকে পথের ভিখারী করেছেন। এই আপনার কীর্ত্তি!

শনি। শুধু কীর্ত্তি নয়, ক্ষমতা। আমার অসাধারণ ক্ষমতা জগৎ জানুক। জানুক এবং আমাকে পূজা করুক। আমি দেবতা, আর দশ দেবতার মতো আমিও চাই পূজা। লোকে আমাকে ভক্তিতে পূজা না করে, ভয়ে কর্ব্বে। এবং তোমার পিতামাতা করছেন—

ভদ্রা। কিন্তু আমি কর্ব্ব না।

শনি। করবে না ?

ভদ্রা। না।—

শনি। তবে কার পূজা কর্ব্বে ?

ভদ্রা। পূজা করি হরগৌরীর। তাঁরা ভয়ের পূজা নেন না, ভক্তির পূজা নেন। আর এখন হতে পূজা কর্ব্ব মানুষ·· মানুষের মতো মানুষ··· যিনি দেবতারও অত্যাচারকে মনুষ্যত্বের স্পর্দ্ধায় তুচ্ছ করেন !—

শনি। সেই শ্রীবৎস ?

ভদ্রা। হাঁ, সেই নরশ্রেষ্ঠ।

শনি। সাবধান ! নইলে আমার অভিশাপে তুমিও তোমার সেই নরশ্রেষ্ঠ শ্রীবৎস রাজারই অনুরূপ ভাগ্য লাভ কর্ব্বে।

ভদ্রা। তা আমি পরম সৌভাগ্য মনে কর্ব্ব।

শনি। বটে ! এত স্পর্দ্ধা !···কোন দিগ্বিজয়ী রাজপুত্র নয়, কোন মহাভাগ্যবান রাজরাজেশ্বর নয়, ঐ ভাগ্যহীন শ্রীবৎসই হোক্ তোমার স্বামী, এই আমার অভিশাপ ! [অন্তর্দ্ধান]

ভদ্রা। অভিশাপ নয়, আশীর্ব্বাদ।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীরবর্ত্তী নন্দিনীর কুঞ্জ

[কুঞ্জের এক পাশে সুরভি গাভীর দুগ্ধ এবং মৃত্তিকা সংযোগে শ্রীবৎস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত খানকতক স্বর্ণপাট এক বৃক্ষমূলে বেদীরূপে সজ্জিত। শ্রীবৎস সেই স্বর্ণপাটের বেদীর উপর বসিযা বৃক্ষে হেলান দিযা চোখ বুজিয়া নন্দিনীর গান শুনিতেছেন। রাখাল বোধ করি কুঞ্জান্তরালে বসিযা বাঁশী বাজাইতেছিল।]

—নন্দিনীব গান—

রজনী গত হতে কত দেরী,
দুঃখ আঁধার সহে না আর,
কত কাল আছে ঘেরি।
রাতের তিমির শেষে
আসে যে আলোক ভেসে।
ওগো সে আসিবে কবে
বাজিবে দিনের ভেরী।

অরুণ কিরণ লাগি,
সারা নিশি কেঁদে জাগি,
বলগো হাসিব কবে
তরুণ তপন হেরি।

[গান শেষে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে রাখালের প্রবেশ।]

নন্দিনী। এতক্ষণ কোথায় ছিলে? শুধু বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াও, দেখাচ্ছি মজা দেখ তো বাবা, একটা অকর্ম্মা লোক খালি বাঁশী বাজায়—

রাখাল। [রাগিয়া বাঁশীতে জোরে ফুঁ দিল।]

নন্দিনী। দেখেছ বাবা, দেখেছ?

শ্রীবৎস। আমি দেখছি নে। চোখ বুজে শুনছি। বেশ লাগছে মা!

নন্দিনী। [রাখালের প্রতি] দেখ, ভালো হচ্ছে না কিন্তু।·· আমারও গলা আছে, গান ধরলে ও বাঁশী ডুবে যাবে—হাঁ—

রাখাল। [খুব বেশী জোরে বাঁশীতে ফুঁ দিল।]

নন্দিনী। বটে! বসো। [শ্রীবৎসকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া] বাবা, তুমিই বল দেখি এ কি! বাঁশী বাজাবে, আচ্ছা আমি যখন গাই, তখন না হয় একটু বাজাও · কিন্তু আমি গাইব না, তবু ও আপন মনে বাজাবে?···

[অভিমানে দূরে সরিয়া গেল।]

শ্রীবৎস। তা ও আর কি কর্ব্বে মা? কি-ই বা কাজ আছে?

নন্দিনী। বটে! ভালো হবে না বলছি! এখন থেকে তোমায় এক-চোখো বলে ডাকব। তুমি কি ওর কোন দোষই দেখবে না বাবা? চিনলাম বাবা, তোমায় আমি খুব চিনলাম!

শ্রীবৎস। [কাছে গিয়া সাদরে এবং সহাস্যে] ওরে পাগলি! কি কাজ আছে বল না! তোর সংসার, তুই কাজ দেখিয়ে দে·· ও করবে।

নন্দিনী। কেন···কাজ নেই? সুবভীর দুধে মাটি মিশিয়ে কাদা করে সোনার ইট গড়া যায় না? তুমি গড় না?

রাখাল। সোনাব ইট বুঝি আমাব হাতে হয়? ওরে কাণী, দেখিস নি · যে আমি গড়লে সেগুলো মাটিই রয়ে যায়, আর রাজা গড়লে সেগুলো হয় সোনা। আমি গড়লে সেগুলো আছাড় মাবলেই গুঁড়ো হয়ে যায়। আর রাজা গড়লে তাতে' কোদাল মারলেও জোড়া খুলে না! বেশ! এখন থেকে আমি মাটিব ইট গড়েই সব দুধ নষ্ট কর্ব্ব! সব হবে মাটিব ইট! ছাই ইট!

নন্দিনী। ঈস্! বিষ নেই তার কুলোপানা চক্-কব! ভারী ভয় দেখাচ্ছেন···মাটির ইট গড়ব!·· কেন? রাতদিন বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে গা শুদ্ধ লোককে পাগল কবে আমাদের মাথা খাবাপ করে সময় না কাটিয়ে বাবার কাছে সোনার ইট গড়বার বিদ্যেটা শিখলে কি ভাগবত অশুদ্ধ হয়?

রাখাল। বিদ্যের কথা বলিস না নন্দি·· বাজা দেখি · বাজা দেখি এই বাঁশী বাজা দেখি—

[বাঁশী লইয়া নন্দিনীর দিকে ছুটিল।]

শ্রীবৎস। [দুই হাতে দুইজনকে বুকে টানিয়া আনিয়া] ওর বিদ্যে ওর থাক্, তোর বিদ্যে তোর থাক, আমার বিদ্যে আমার থাক্। শেখাতে গেলেই কুরুক্ষেত্র বাধবে। আজ যদি রাণী থাকতো, না—না, রাণী নয়, এই অভাগাদের আদরিণী সেই অভাগিনী থাকতো, তবে এই সোনার সংসার দেখে হয় তো একটি দিনেব তরেও সুখী হতো!

নন্দিনী। আর সোনার ইট? তাও তো দেখতো! সোনার ইট দিয়ে মার জন্য সোনার প্রাসাদ গড়বো। গড়ো বাবা, আরো সোনার ইট গড়ো—

শ্রীবৎস। গড়েছি মা গড়েছি, যত পেরেছি গড়েছি, কিন্তু আর না··· আর না···[দীর্ঘ নিশ্বাস]

নন্দিনী। ও, দুধ বুঝি সব ফুরিয়ে গেছে? তা আর যাবে না? দুধ কি আর মাটিতে পড়বাব যো আছে! ঐ যে উনি—[রাখালকে দেখাইয়া] শুনবে ওর কীর্ত্তি? বলব? [বাখালের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে] বলব সেই রাত্রের কথা?

রাখাল। [রাজাকে] · কিছু না·· কিছু না···বাছুর কেমন কবে সুরভীব দুধ খায়, সেই বিদ্যেটা অভ্যেস করছিলাম—

নন্দিনী। তাও আবার দিনের বেলায় নয়!···রাতের ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে···

রাখাল। চুরি বিদ্যার দস্তুরই যে তাই! কিছু জানে না দেখচি!

নন্দিনী। আমি ভাবি, চো—চো শব্দ করে কে! ভাবলাম বাছুরটা। গেলাম ছুটে, গিয়ে দেখি···

রাখাল। আঃ থামো না! থামো না!

শ্রীবৎস। তা দুধ খাবে বই কি!

নন্দিনী। চুরী করে?…তাও না হয় থাক্, কিন্তু, দুধ খাবি তো ঘাস কাট্।…কাট্ ঘাস—। রোজ একশবার ঐ অকর্ম্মার ঠাকুরকে বলি…সুরভীর জন্য ভালো ঘাস চাই। তাতে কি কাণ দেয়? ঘাস না পেলে সুরভীর দুধ হবে কোত্থেকে?

রাখাল। তাই বটে! [উঠিয়া দাঁড়াইল।] আমি ভাবছি ঐ কুঁদুলি মেয়েটার যখন খোকাখুকু হবে, তখন ওকে বোঝায় বোঝায় ঘাস খাওয়াতে হবে। নইলে সেগুলো দুধ না পেয়ে অক্কাই পাবে দেখচি।… তা চল্লাম। এখন থেকেই ঘাস কাটতে চললাম—

শ্রীবৎস। হাঁ বাবা, এখন থেকে-ই তৈরী হয়ে নাও!

[রাখাল নন্দিনীর প্রতি কৌতুক-কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।]

নন্দিনী। যাও বাবা, তুমি ভারী—

[প্রস্থান।

শ্রীবৎস। [নন্দিনীকে লক্ষ্য করিয়া] ওরে শোন পাগলি শোন— ছুটে চলেছে, এই রাগ আবার এই ভাব! এই মেঘ এই রোদ! আবার দুজনে গলা-ধরাধরি করে চলেছে! কিন্তু যায় কোথায়?… এঁ্যা—একখানা সওদাগরী নৌকা এই দিকে আসছে না? তাই তো! সওদাগরী নৌকাই তো!—[যেন অন্য মানুষ হইয়া গেলেন।] আমি কি কর্ব্ব! আমি কি কর্ব্ব! আমার লাঠী—না না আমার তীর ধনুক

না-না, আমার বর্শা ? [কোন্ অস্ত্র লইবেন, কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না]—কিন্তু এ যে সেই নৌকা তা কি করে ধরতে পার্ছি ? আমি দেখব। আমি খুঁজব। আমি এমনি খুঁজে না পাই, নৌকা ভেঙে চুরে খান খান ক'রে তন্ন তন্ন করে খুঁজব, তাতেও যদি না পাই তাতেও যদি না পাই, সওদাগরের বুক চিরে দেখব, তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে তার সেই উৎসারিত রক্তধারার প্রতি বিন্দু খুঁজে দেখব এমনি ক'রে এমনি ক'রে [যেন সত্য সত্যই তাহাই করিতেছেন—কিন্তু সেই বীভৎস কল্পনাতে নিজেই শিহরিয়া উঠিয়া]—না—না—না—যদি এ সে সওদাগর না হয় ?—না—না—আমি অবিচার কর্ব্ব না, কারো প্রতি এতটুকু অন্যায় কর্ব্ব না [অগ্রসরপরায়ণ নৌকার দিকে তাকাইয়া উচ্চ কণ্ঠে] ভয় নাই, কোন ভয় নাই, এই ঘাট—এই ঘাট—এই ঘাটে নৌকা বাঁধো—

[ইতিমধ্যে সওদাগরের নৌকা সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। নৌকার উপর সওদাগর দাঁড়াইয়া আছে।]

সওদাগর। না—না—নৌকা বাঁধবো না, মিছিমিছি নৌকা বাঁধবো না—

শ্রীবৎস। দয়া কর সওদাগর, দয়া কর। দয়া করে নৌকা এই ঘাটে একটিবার বাঁধো—

সওদাগর। পারব না। মিছিমিছি নৌকা বাঁধতে পার্ব্ব না। চালাও মাঝি, চালাও

নাবিকগণ। বদর বদর।
বল ভাই,
বদর বদর!

শ্রীবৎস। আমার পশরা আছে। আমার সোনার পাট আছে। তা দিয়ে রাজারাজড়ার প্রাসাদ হতে পার্ব্বে, রাজলক্ষ্মীর মন্দির হতে পার্ব্বে—

সওদাগর। [মাঝিকে] নৌকা বাধো। [মাঝি নৌকা ঘাটে বাঁধিতে লাগিল।] ভালো জিনিষ?

শ্রীবৎস। আমি আর কি বলব! আপনি নিজে দেখে নিন্—

সওদাগর। বিক্রী?

শ্রীবৎস। হ্যাঁ, বিক্রী কর্ব্ব। তা তার জন্য ভাবনা নেই। দামের জন্য আটকাবে না।

সওদাগর। ভাবনা না থাকলেই ভালো। [ঘাটে নৌকা বাঁধা হইল। সিঁড়ি পড়িল। সওদাগর নামিয়া আসিলেন।] · কই? কোথায় সোনার পাট?

শ্রীবৎস। এই যে। এই যে।

[সোনার পাট দেখাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে নৌকার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। সওদাগর এর মনে সোনার বাট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।]

সওদাগর। [বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া] এ্যাঁ—এ্যাঁ—ওরে, এ আমি কি দেখছি রে! ওরে · আমি পাগল হব না কি রে। ··

[শ্রীবৎস এই অবসরে নৌকার দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। সওদাগর ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া]

এ রকম সোনার পাট আর কত আছে গো কত আছে?

শ্রীবৎস। ও তো ওখানে খানকতক দেখলেন। ঐ [দেখাইয়া] ওখানে আরো আছে।

সওদাগর। আমি সবনেব। আমি সব নেব। আমি একখানা ফেলে যাবো না।...কত দাম ?...না · না ··দাঁড়াও। [ঢোক গিলিয়া] তুমি বাবা যথ...এ পেলে কোথায় ?

শ্রীবৎস। আমি গড়েছি—

সদাগর। কিন্তু সোনা ? সোনা পেলে কোথা ?

শ্রীবৎস। দুধ আর মাটি গুলে কাদা করে সোনা বানিয়ে ঐ পাট গড়েছি। ভয় নেই, ও মেকি নয়। এই পাটের জোড়া কেউ কিছুতে খুলতে পার্বে না। আপনি ছুঁড়ে মারুন [একখানা ছুঁড়িয়া মারিয়া দেখাইলেন] ভাঙবে না। কোদাল মারুন, খুলবে না। নিন্, পরীক্ষা হোল, এখন নৌকায় তুলুন—

সওদাগর। আ—হা—হা ! কি দয়া ! দেবতা, পেন্নাম হই। · বড়ই দুঃখী, আমি বড়ই দুঃখী। তাই বাবা যথ ! সদয় হয়ে দান কর্লে। না বাবা ?

শ্রীবৎস। দান কর্লাম ! সে কি সওদাগর মশাই ?

সওদাগর। ঐ তো গোল বাধল। তবে—তবে—তবে কি হবে ! আচ্ছা—আচ্ছা,—দরের জন্য আটকাবে না, নৌকায় গিয়ে তোমাতে আমাতে বসে দর দাম ঠিক করা যাবে—

[সোনার পাটগুলি নৌকায় উঠাইতে লাগিল।]

*   *   *   *   *

শ্রীবৎস। বেশ, বেশ, সেই ভালো।

সওদাগব।—কিন্তু ভাই বাকীগুলো ?

শ্রীবৎস।—ঐ অন্তবালে—

সওদাগব। আমি যে সেগুলিও চাই ভাই !

শ্রীবৎস। বেশ, নিন্ না, আপনি বড় বিলম্ব কর্‌ছেন !

সওদাগব। বন্ধু, বন্ধু, আমাব পবম বন্ধু ভাই তুমি !···ওবে বামা, ওবে শ্যামা, ওবে ব্যাটা মাঝি-মাল্লা-শালারা, ডালি নিয়ে সবাই নেমে আয —[সকলে আসিলে] এইবাব বন্ধ, পথ দেখাও—

শ্রীবৎস।—আসুন !

[সকলে ইট আনিতে চলিয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে নৌকার উপর দেখা গেল দিব্যজ্যোতিসম্পন্না চিন্তাদেবী। বেতস লতার মতো কম্পান্বিতা। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কেহ নাই। ব্যাধ ভয়ে ভীতা হরিণীর মতো চিন্তা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন। চোরের মতো পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখিলেন একটা কুটীর। সেটা নন্দিনীর কুটীর। চিন্তা তাহাতেই ঢুকিয়া পড়িলেন এবং আত্ম-গোপন করিলেন। এদিকে দেখা গেল সওদাগরের অনুচরগণ ডালি ভরিয়া সোনার পাট নৌকায় তুলিল। সওদাগর ও শ্রীবৎস কুঞ্জ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

*　　*　　*　　*　　*

শ্রীবৎস। আরও যে কখানা আমার কুটীরে আছে আমি নিয়ে আসি—

সওদাগর। [মনে মনে] ওবে বাবা এ কে ? যেই হোক্, দেখছি, আমার জন্যই বনে বসে পাট গড়ছিল। দাম যা দেব, তা বুঝতেই পাচ্ছি,

একবার নৌকা ছাড়তে পার্লে হয়!—[প্রকাশ্যে] আহা, বড় পরিশ্রম হ'ল, বড় পরিশ্রম হ'ল!···আমার লোকেরাই—[নৌকার উপরে অবস্থিত মাঝিমাল্লাদের মধ্যে একজনের উদ্দেশে ইঙ্গিত করিল]·· [শ্রীবৎসকে] মশায়ের নাম?

শ্রীবৎস। শ্রীবৎস!

[চিন্তা শ্রীবৎসের নাম শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কুটীর মধ্য হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এ কি! প্রভু! স্বামী!"

শ্রীবৎস। [চমকিয়া উঠিয়াই নৌকার দিকে চাহিয়া] চিন্তার স্বর! চিন্তার স্বর! তবে কি সত্য সত্যই তোমায় পেলাম! কোথায় তুমি? কথা কও, সাড়া দাও—

সওদাগর। ওরে বাবা! এ যে দেখছি সে মাগীর স্বামী! নৌকায় উঠ্‌তে দেওয়া হবে না, এই মাঝি, খবরদার, নৌকা খুলে দে—

শ্রীবৎস। চিন্তা! চিন্তা!

চিন্তা। প্রভু! প্রিয়তম!

* * * * *

[কিন্তু ততক্ষণ শ্রীবৎস নৌকায় উঠিয়া গিয়াছেন। চিন্তা "প্রভু! প্রিয়তম!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কুটীর হইতে বাহির হইবামাত্র সওদাগর কর্তৃক ধৃত হইলেন। ওদিকে শ্রীবৎস নৌকার মধ্যে চিন্তাকে না পাইয়া যে মুহূর্তে "চিন্তা! চিন্তা!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে নৌকার গলুই দেশ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িলেন, সেই মুহূর্তেই এদিকে সওদাগর চিন্তাকে কোল-পাঁজা করিয়া ধরিয়া সিঁড়িপথে নৌকায় তুলিল।]

* * * * *

শ্রীবৎস। চিন্তা! চিন্তা!

চিন্তা। প্রভু! প্রিয়তম!

[শ্রীবৎস সিঁড়ি বাহিয়া নৌকায় উঠিতে গেলে সওদাগর সিঁড়ি টানিয়া লইল]

শ্রীবৎস। চিন্তা। চিন্তা।

[অনন্যোপায় দেখিয়া জলে ঝম্পদান

[নৌকার গায়ে হইতে একটি দড়ি ঝুলিতেছিল, শ্রীবৎস জলে নামিয়া লাফ দিয়া সেই দড়ি ধরিলেন, দড়ি ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন এবং প্রাণপণ প্রয়াসে নৌকায় উঠিতে চেষ্টা করিলেন।]

সওদাগর। বটে! বটে!

[চিন্তাকে তাহার অনুচরদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া আসিয়া ছুরী দিয়া সেই দড়ির অগ্রভাগ কাটিয়া দিল। তখন চোখে মুখে তাহার শয়তান দাপ্তি। শ্রীবৎস জলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সওদাগর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।]

হাঃ হাঃ হাঃ!

* * * * *

চিন্তা। ও গো ভগবান! ও গো ভগবতী! শক্তি দাও! মুক্তি দাও!

[তখন নৌকা চলিল]

ও—হো—হো, মা—গো!

[মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

— — — — — — — — —

দ্রষ্টব্য।—এই দৃশ্যে তারকা বন্ধনী মধ্যস্থ অংশগুলি ইচ্ছা হইলে অভিনয়কালে পরিত্যক্ত হইতে পারে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সওদাগরের নৌকায় সুসজ্জিত কক্ষ

[চিন্তা ও সওদাগর]

সওদাগর। নৌকা থেকে তুমি পালাতে চাচ্ছিলে, আমি তোমাকে তার শাস্তি দেব। সেজন্য প্রস্তুত হও সুন্দরী—

চিন্তা। নারীর যা চরম শাস্তি তা' তো তুমি আমায় দিয়েছ। তুমি আমাকে আমার স্বামীর বুক হতে ছিনিয়ে এনেছ। পরে নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসে যদিও বা তাঁর সঙ্গে দেখা হল, তুমি তাকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছ,—তার ওপর আমায় আর কি শাস্তি দিতে পার দস্যু ?

সওদাগর। দস্যু নই সুন্দরী। দস্যু হলে আমি বহু পূর্ব্বেই তোমাকে নিয়ে আমার সকল মনস্কামনা পূর্ণ কর্ত্তে চাইতাম। আর, তোমার স্বামীকে আমি হত্যাও করি নি। তিনি জলে ডোবেন নি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তা দেখেছি বলেই আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুমাত্র নিশ্চিন্ত নই। শুধু ভয়, তোমাকে আমি তার বুক হতে যেমন ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি, তেমনি তোমাকে বা সে করে আবার আমার হাত হতে ছিনিয়ে নিয়ে যায়!···আমি তার সেই পথ রুদ্ধ কর্ব্ব। সেই হবে তোমার শাস্তি। শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে। তুমি প্রস্তুত ?

চিন্তা। তিনি বেঁচে আছেন? তিনি বেঁচে আছেন?

সওদাগর। খুব সম্ভব আছেন। অন্ততঃ তাই আমার আশঙ্কা। আর সেই জন্যই—

চিন্তা। তোমার আশঙ্কা সত্য হোক—সত্য হোক—সত্য হোক্!

সওদাগর। হোক সত্য। কিন্তু, তবে তুমিও দণ্ডগ্রহণে প্রস্তুত হও—

চিন্তা। সানন্দে। দাও লৌহশৃঙ্খল · কর বন্দী, অথবা, দাও মৃত্যু · দাও—ও গো দাও আমায় ঐ নদীর অতলজলে ফেলে দাও··· আমায় ডুবিয়ে মারো ঠিক্ তেমনি করে তেমনি করে!

সওদাগর। না—না।—তোমায় যে কি শাস্তি দেব তুমি তা কল্পনাও কত্তে পাচ্ছ না। কিন্তু আমি তা মনে কর্চ্ছি আর শিউরে উঠছি। শোন সুন্দরী, ঐ যে দূরে নগর দেখা যাচ্ছে·· ঐ নগরের নাম সৌতিপুর। ঐ সৌতিপুর আমার দেশ। সুতরাং নৌকা অচল হবার ভয় আমি আর রাখিনে।

চিন্তা। তুমি কি আমায় এই নদীতীরে ঐ বনভূমিতে পরিত্যাগ করে যেতে চাও? তাই কর · তাই কর এ নদীকূল আমারই থাক্... আমার চোখে চোখে থাক · আমি অনিমেষ নয়নে নদীর দিকে চেয়ে থেকে—

সওদাগর। যদি কোন কালে কোন দিন এই নদীতে তোমার স্বামী ভেসে আসে, এই তো? কিন্তু তুমি ভুল বুঝছ সুন্দরী, আমি কোথাও তোমায় ফেলে যাব না। ফেলে যাওয়া তো দূরের কথা, তোমায় আমি কখনো বা হারাই, আজ আমার সেই ভয়। তাই তুমি তোমার স্বামীর কাছে আর কোন দিন ফিরতে পার, আজ আমাকে সেই পথ বন্ধ কর্ত্তে হবে।

চিন্তা। ওরে মূর্খ, রাবণও তাই ভেবেছিল ··কিন্তু···

সওদাগর। কিন্তু রাবণ একটা মহা ভুল করেছিল, অবশ্য সে শুধু একটা অভিশাপের ভয়ে। কিন্তু আমার তো সে ভয় নেই। রামচন্দ্র অগ্নি-পরীক্ষার প্রমাণে দেখলেন রক্ষপুরীতে বাসের পরও সীতা সীতাই রয়েছেন। কিন্তু তোমার রামচন্দ্র যদি দেখেন সওদাগর-কর-কবলিত হয়ে তোমার স্পর্শে কোন অচল নৌকা আর সচল হয় না, তখন? নেবেন তিনি তোমাকে ফিরিয়ে?

চিন্তা। উঃ—

সওদাগর। আমি তাই চাই, তাই চাই। আমি চাই তুমি আমার বুকের মালা হয়ে থাকো, শুধু আমারি থাকো! যদি তোমাকে তোমার স্বামী কোন দিন পায়ও, সে যেন মুখ ফিরিয়ে চলে যায়,—আর কাজই বা কি তোমার দুঃখভোগে! এস, আমার বুকে এস ··আমি তোমায় পরম সুখে রাখবো, সুন্দরী! সুন্দরী! কি তোমার রূপ! নিজের রূপ কি নিজে কখনো চেয়ে দেখেছ? যদি দেখতে, তবে বুঝতে আমি কেন আজ পাগল হয়েছি! সুন্দরী তোমার ঐ রূপ আজ আমায় পাগল করেছে, মাতাল করেছে।

[ধরিতে গেল।

চিন্তা। মা লক্ষ্মী! এই দুরক্ষর বাণী শোনবার জন্য এখনো বেঁচে আছি? ওগো সূর্য্যদেব! তোমার কুলবধূর প্রতি এ অত্যাচার তুমি সহস্র চক্ষে দেখেও কোন প্রতীকার কর্ব্বে না? রক্ষা কর দেব ·· রক্ষা কর ··রক্ষা কর—

সওদাগর। আ—হা—হা—সূর্য্যের ঐ রাঙা আলোতে তোমার মুখখানি আরো রাঙা হয়েছে—কি সুন্দর! কি সুন্দর। [আক্রমণ]

চিন্তা। রূপ। রূপ! এই রূপই আমার কাল হয়েছে। ওগো কুলদেবতা সূর্য্যদেব! তোমার কিরণজালে আমার এই রূপ দগ্ধ কর, আমার সৌন্দর্য্য অঙ্গারে পরিণত হোক্‌··দাও জরা···দাও ব্যাধি যা দেখে পিশাচও আতঙ্কে শিউরে ওঠে—-

[দেখিতে দেখিতে চিন্তা জরাগ্রস্ত হইলেন।]

সওদাগর। তা হয় না—ত' হয় না—সুন্দরী, তুমি আমার—[হঠাৎ চিন্তার জরাগ্রস্ত দেহ দেখিয়া ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে] এ কি ভীষণ মূর্ত্তি! এ কি বিভীষিকা!

[দুই হাতে চোখ মুখ ঢাকিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।]

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

[নাগরিকগণ স্বয়ংবর দৃশ্য দেখিতে চলিয়াছে। কানা খোঁড়া তোতলা কেউ বাকী নাই। সম্মুখ দিক হইতে দুইজন নগররক্ষী সকলকে অগ্রসর হইতে বাধা দিতেছে।]

নগররক্ষীদ্বয়। থামো—থামো—

সকলে। আমরা থামবো না। আমরা স্বয়ংবর দেখবো।

১ম রক্ষী। স্বয়ংবর সভার এ পথ নয়।

১ম নাগরিক। তবে কোন্ পথ?

১ম রক্ষী। ঐ যে তোরণ · ঐ যে লাল তোরণ দেখছ, তারি পাশ দিয়ে যে পথ · সেই পথে গিয়ে যাদুঘরের দক্ষিণ দিয়ে, অতিথিশালা পশ্চিমে রেখে, শনিমন্দিরের পাশ কাটিয়ে পদ্মপুকুরের ধার দিয়ে, ধর্ম্মগোলার উত্তর দিয়ে, সিংহগড়ের ঈশান কোণে যে বাগানবাড়ী, তারি পূবে—

[নাগরিকগণ পথের বর্ণনা শুনিয়া হাঁপাইয়া উঠিল—]

২য় নাগরিক। রক্ষে করুন রক্ষে করুন…আর পূবে হলে মরেই যাবো—বাপরে বাপ—

[নিজকে পরনের কাপড় দিয়া হাওয়া করিতে লাগিল।]

৩য় নাগরিক। যাতুঘরের উত্তর দিয়ে ?

১ম রক্ষী। যাতুঘরের দক্ষিণ দিয়ে—

৪র্থ নাগরিক। আর ধর্ম্মগোলার পশ্চিম দিয়ে—

১ম রক্ষী। [চটিয়া] আঃ ধর্ম্মগোলার উত্তর দিয়ে—

৫ম নাগরিক। শনিশালা পশ্চিমে রেখে ?

১ম রক্ষী। আরে শালা, শনি শালা নয়, অতিথিশালা। আর ওলো শনিমন্দির—

১ম নাগরিক। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আবার বলুন তো—

২য় নাগরিক। না—না—না—তবে মরেই যাবো। যেটুকু হয়েছে, তার পর থেকে—

১ম রক্ষী। [২য় রক্ষীকে] বাকী টুকু তুই বল—

২য় রক্ষী। তুই কোন পর্য্যন্ত বলেছিস্ ?

১ম রক্ষী। সিংহগড়ের ঈশান কোণে যে বাগান বাড়ী, তারি পূবে—

২য় রক্ষী। যে কলাবাগান—

[কলাবাগানের কথা শুনিয়া সকলেই বিশেষ উৎসাহিত হইয়া উঠিল—]

সকলে। হাঁ—হাঁ—হাঁ · যে কলাবাগান ?

১ম নাগরিক। তাতে যে পাকাকলা ফলেছে·····

২য় রক্ষী। —খবরদার !

১ম নাগরিক। [সভয়ে কথা ঘুরাইয়া লইয়া] সেই পাকাকলা মাথার ওপরে রেখে, তারি তলা দিয়ে—

১ম রক্ষী। মাথার ওপর রেখে!···সেগুলো তবে পেড়ে, তার পর মাথায় তুলে—দৌড়, না? [ভয় দেখাইল—]

২য় নাগরিক। না—না—সেগুলো শুধু নীচে থেকে চেয়ে দেখে—

১ম রক্ষী। না, তাও নয়। চোখ বুজে যেতে হবে—

২য় নাগরিক। চোখ বুজে যাবো কেমন করে?

২য় রক্ষী। তা আমরা জানি কি?

৩য় নাগরিক। একটা উপায় আছে। পথ তো এমনিই ভুলে বসে আছি। তার ওপর আবার পাকাকলার তল দিয়ে চোখ বুজে যাওয়া··· তার চাইতে [রক্ষীদের প্রতি] তোমরা আগে আগে চল, আমরা পিছে পিছে চলি—[সাথীদের ইঙ্গিতে দেখাইল, পিছে চলিলে কলাও পাড়িয়া খাওয়া চলিবে—]

রক্ষীদ্বয়। আমরা যাবো না—

৩য় নাগরিক। যেতেই হবে। রাজকন্যার স্বয়ংবর· ·আমাদের যেতেই হবে। আর কলা যখন পেকেছে, তখন পাঁজিতেই বলেছে অবিশ্যি যেতে হবে—[রক্ষীদের ঠেলিয়াই লইয়া চলিবার উপক্রম]

কয়েকজন। কলাবাগানের মাঝ দিয়ে—

রক্ষীগণ। কলাবাগানের পাশ দিয়ে—

সকলে। কলাবাগানের মাঝ দিয়ে—

[রক্ষীদের ঠেলিয়া লইয়া প্রস্থান।

রাখাল। [নন্দিনীকে] চল, আমরাও যাই। স্বয়ংবর সভাতেও না হয় খোঁজ নেওয়া যাক্—, কিন্তু যেতে হবে কলাবাগানের পাশ দিয়ে, না মাঝ দিয়ে ?

নন্দিনী। ওদের সঙ্গে গেলেই হতো।

রাখাল। হাঁ, তবে কলা খাওয়া হতো বটে। স্বয়ংবর সভায় আজ সারা দিনে পৌঁছান যেতো কি না সেটা বলা মুস্কিল।

নন্দিনী। ঐ যে, কে একজন আসছেন। বুঝি কোন বড়লোক। ওর সঙ্গে চল। কিন্তু গিয়েই বা কি হবে। আমি পাবো না, আর তাকে পাবো না।

[ব্যস্ত সমস্ত ভাবে সুসজ্জিত সওদাগরের প্রবেশ। পশ্চাতে এক অনুচর।
তাহার হাতে এক থলিয়া। তাহাতে খান দুই মোহর।]

সওদাগর। ওহে, তোমরা স্বয়ংবর সভার পথ জানো ?

রাখাল। আমরাও যে আপনাকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করব বলে দাঁড়িয়ে রয়েছি—।

সওদাগর। তবে তো ভারী মুস্কিল হল। নদীর ঘাটে নৌকা বেঁধে, যে পথ ধরলাম, সে পথে গিয়ে যেখানে পৌঁছলাম, শুনলাম সেটা কারাগার। সেই থেকে শুধু ঘুরেই মরছি। পথে জনপ্রাণী নেই, সব স্বয়ংবর দেখতে গিয়েছে—।

রাখাল। রাজ্যের লোক যখন সেখানে জড়ো হয়েছে, তখন সেখানে ঐ যাওয়াই সার, স্বয়ংবর দেখা আর হবে না। আমরা তো সবার পিছে—!

সওদাগর। আরে সে ভাবনা আমি করিনে। ঐ উপহার দেখছ? ··· রাজাকে ডালি দিতে নিয়ে চলেছি। · একবার মুখ দিয়ে বের করলে, আর সে কথা সাক্ষার কাণে পৌঁছুলে রাজা স্বয়ং এসে আমায় ডেকে নিয়ে যাবেন—

নন্দিনী। [স্বর্ণপাট দেখিয়া]—এ কি! এ যে স্বর্ণপাট! তবে কি ··[সন্দেহ হইল। ছুটিয়া গিয়া তাহা ভালো করিয়া দেখিয়া] তাই তো! [রাখালকে] ওগো · দেখ-— · দেখ—··

[রাখালও গিয়া দেখিল। নন্দিনী ও রাখালের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইল।]

সওদাগর। কেমন, দেখলে তো? খুব অবাক হয়ে গেছ বুঝি ঐ কাঁচা সোনার রং দেখে, না? আরে, রাজা স্বয়ং অবাক হবেন, তোমাদের কথা তো ধরিই না—!· কিন্তু · এখন কোন্ পথে যাই?

নন্দিনী। পথ আমি আজ খুঁজে বের কর্ব্বই কর্ব্ব। রাজাকে এ সোনার পাট না দেখালেই নয়। যেতে আপনাকে হবে-ই। আসুন আপনি —

সওদাগর। ওঃ, ভারী উৎসাহ যে! সোনা দেখে ছেলেমানুষ একেবারে লাফিয়ে উঠেছে!

রাখাল। খেপে ওঠে নি যে সেই আপনার ভাগ্যি। একটু ছিট্ও আছে কি না। [নন্দিনীকে] রাগ করো না ভাই। রাগ কর্লে সব মাটি হবে। রাজা তবে এ ইট দেখতে পাবেন না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চল রাজদরবারে যাওয়া যাক। [সওদাগরকে] কি বলেন মশাই?

সওদাগর। পথ তবে চেন ?

নন্দিনী। চিনি। আসুন—

[নন্দিনীর চোখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিতেছিল]

সওদাগর। ওরে বাবা! এর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে কেন ?

রাখাল। মাঝে মাঝে ঐ মেয়েটির চোখে আগুন জ্বলে। ঐ দেখুন, আগুন জ্বলেছে। ওতেই ও পথ দেখছে। ও আপনাকে একেবারে রাজার সিংহাসনের তলে হাজির কর্ব্বে। [সকলে অগ্রসর হইল।] কিন্তু কলাবাগানের পাশ দিয়ে, না, মাঝ দিয়ে ?

সওদাগর। পাশ দিয়েই হোক, আর মাঝ দিয়েই হোক, দেখো বাবা, শেষ কালটায় যেন আবার সেই কারাগারে গিয়ে না ঢুকি—। রাজধানী তো নয়, যেন গোলকধাঁধা!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মালিনীর মালঞ্চ

[গৌড়িপুরে রাজমালিনীর মালঞ্চ। লতা পাতা ফুল সব শুষ্ক। মালঞ্চের পশ্চাতে নদী, কিন্তু বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।]

[ভদ্রার সখিগণের প্রবেশ। কাহারো কাঁখে কলসী, কাহারো হাতে পুষ্পপাত্র।]

সখীগণের গান

তুলব ফুল মনের মতো, পূজবো হর পার্বতী,
টগর পারুল তুলব বকুল চাঁপার কলি যুঁই মালতী ॥
কোথায় লো ও মালিনী খুলে দে তোর কুঞ্জদ্বার।
হবে রাজকুমারী স্বয়ংবরা টাটকা ফুলে গাঁথবো হার ॥
লুটবো ওলো তোর মালঞ্চ দেখবো অলির মাতামাতি।

[কুটীর হইতে মালিনীর প্রবেশ]

মালিনীর গান

আমার মালঞ্চে ফুল আর ফোটে না,
শুকিয়ে গেছে রসের ধারা—
বসন্ত ছেড়েছে দেশ অলি যে তাই পথহারা।
আগে ঘুম ভাঙ্গাতো কোকিল ডেকে,
আসতো কত প্রজাপতি
ফুলের রেণু গায়ে মেখে—
আজ একলা ঘরে একলা থাকি হয়ে যেন জ্যান্তে মরা।
আমার সরস কুঞ্জ শুকিয়ে গেল
কেঁদে নয়ন হোয়ে রয় গো ভরা।

১মা সখী। মা বললে শুনব না মালিনী দিদি! আজকে সখীর স্বয়ংবর। নিজের হাতে ফুলের মালা গেঁথে সখী বরের গলে মালা দেবে, শুধু কি তাই? হরগৌরী পূজা রয়েছে। শনি পূজা রয়েছে। দেখছ না সখী নিজে এসেছে ফুল তুলতে! স্নান করে ফিরে এসেই ফুল চাইবে, আমরা সখীকে তখন কি দেব?

মালিনী। কিন্তু ফুল যে নাই! স্বচক্ষেই তো দেখছ?

২য়া সখী। ফুল বুঝি তুমিই সব তুলে ঘরে রেখেছ, বক্‌শীসের আশায়?

মালিনী। আমার কপাল!···রাজকন্যার স্বয়ংবর হবে, এ আনন্দের চাইতে বড় বক্‌শিস আর কি আছে ভাই?···স্বয়ংবরের কথা শোনা অবধি ভেবে মরছি কেমন করে ফুল যোগাব। পোড়াকপালে মাটিও হয়েছে পোড়ামাটি! পোড়ামাটিতে এক ফোঁটা রস নেই, মালঞ্চ আমার অকালে শুকিয়ে গেল, ফুল সব ঝরে পড়ল! দেখি আর ভাবি মালঞ্চই যখন শুকালো, তখন মালিনী আর বেঁচে থাকে কেন! এর চাইতে যে মরণ ভালো···গো···মরণ ভালো!

১মা সখী। শুনব না, কোন কথাই শুনব না। ফুল আজ চাই-ই চাই। ফুল নেই, কি সর্ব্বনেশে কথা গো!···ওলো আয়, খুঁজে দেখি, মালিনীদিদির গোপন কুঞ্জটি খুঁজে দেখি!···মালিনী দিদি···মালিনী দিদি! তাও যদি ফুল না পাই, তবে তোমার এই মালঞ্চ রসাতলে দেব না!

[অভ্যন্তরে প্রস্থান।

মালিনী। কপাল! কপাল! মানুষের বুকের রস শুকিয়েছে ব'লে মাটির বুকে যে আর ফুল ফোটে না এ কথা তো কেউ বুঝলে না, দোষ দেয় কেবল আমার! ঐ রাজকন্যা আসছে, আমার যে মুখ দেখাতেও লজ্জা করছে! হে ভগবান! হে ভগবতী! মালঞ্চে ফুল নাই, ক্ষেতে ধান নেই, আকাশ থেকে যদি বৃষ্টি না ঝরে, মাটির রস যদি শুকিয়ে যায় সে কি আমাদের দোষ?

[ব্যাকুলভাবে ভদ্রার প্রবেশ]

ভদ্রা। মালিনী দিদি, তুমি এখানে!...ওরা তোমায় খুঁজে মরছে!...ফুল কই? ফুল দাও—

মালিনী। —ফুল নাই!

ভদ্রা। [চঞ্চল হইয়া উঠিল] না—না—না! ফুল চাই। ফুল কই? ফুল দাও—

মালিনী। নাই—নাই—নাই—! দেখতেই তো পাচ্ছ!

ভদ্রা। —নাই?

[মনে হইল এই প্রশ্নই যেন তাহার জীবনের শেষ প্রশ্ন—]

মালিনী। [মুখে কথা নাই। ইঙ্গিতে শুষ্ক মালঞ্চের দিকে শুধু হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল। তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।]

ভদ্রা। [চক্ষুস্থির হইল। তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে মালিনীর প্রতি] ফুল আমি চাই-ই চাই।

[থামিলেন। কি ভাবিলেন। পরে সহসা মালিনীর প্রতি]

নাই ফুল? মাটির বুকে নাই ফুল?

মালিনী। নাই—নাই—নাই!—মাটির বুকে রস নাই। মাটির বুকে ফুল নাই!

ভদ্রা। কিন্তু জলের বুকে?

[প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন।]

আছে। জলে রস আছে। জলে ফুলও আছে।·· নাই?

মালিনী। আ-ছে!

ভদ্রা। আজ আমার শিবপূজা হয়নি। আজ আমার গৌরী-পূজা হয়নি। আজ আমার অন্তর্যামীর পূজা হয়নি। পূজার জন্যই আমরা জন্মেছি, পূজার জন্যই আমরা মর্ব্ব। পূজার ফুল চাই ই মালিনী দিদি, পূজার ফুল চাই ই। মাটির বুকে না যদি পাই, জলের বুকে ডুব দেব! স্থল-পদ্ম যদি না-ই পেলাম, জল-পদ্ম নেব—

[নদী উদ্দেশে প্রস্থান।

মালিনী। একা কেন রাজকন্যা?···শুনেছি মাটির বুকের ঝরা ফুল জলের বুকে ফুটে ওঠে ··তাই হোক্ রাজকন্যা, তাই হোক্—

[ভদ্রার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

* * * * *

[সখিগণের পুনঃ প্রবেশ]

১ম সখী। মালিনী দিদি! মালিনী দিদি! * * * এই যে এখানে ছিল, কোথায় গেল?

২য় সখী। দেখ···দেখ···রাজকুমারী আর মালিনী দিদি জলে নেমে কি খুঁজছে—

১ম সখী। ওলো···তাইতো···জলে কি চাঁদ উঠেছে?···ওরে, ও··· কে?·· কাকে তুলে নিয়ে আসছে?

[নদীবক্ষে ভাসমান শ্রীবৎসকে উদ্ধার করিয়া, সিক্ত বসন শ্রীবৎসকে লইয়া ভদ্রা ও মালিনীর প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক মালঞ্চ পত্রপুষ্প সমাচ্ছন্ন হইল, গাছে গাছে ফুল ফুটিয়া উঠিল।]

১মা সখী। ওরে! এ কি!···মালঞ্চ যে ফুলে ফুলে ভরে উঠল!

২য়া সখী। কিন্তু সখীর সঙ্গে কে এসে দাঁড়ালো?

মালিনী। দেবতা! দেবতা! ঐ দেবতার পরশ পেয়েই ঝরা ফুল চোখ মেলেছে, মরা পাতা প্রাণ পেয়েছে, মালঞ্চে ফুল ফুটেছে!···ওগো দেবতা, প্রণাম নাও···প্রণাম নাও!—[শ্রীবৎসকে উদ্দেশে প্রণাম। সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে ছিল সকলেই শ্রীবৎসকে প্রণাম করিল।]

শ্রীবৎস। কাকে প্রণাম কচ্ছ? ও প্রণাম কাকে কচ্ছ?

সকলে। তোমাকে!

শ্রীবৎস। কে আমি?···আমি যে ভিক্ষুক! শুধু তাও নয়, আমায় দেখলে পাপ, ছুঁলে পাপ। যে আমার দুঃখে কাঁদবে, শনির বিধানে সে

চিরকাল কাঁদবে। যে আমার উপকার করবে শনির বিধানে সে সবংশে মজবে। [ভদ্রার প্রতি] কে তুমি আমার প্রাণদাত্রী দেবী, জানি না, কিন্তু তুমিও শোন, তুমি আমায় নদীর গ্রাস হতে রক্ষা করেছ · শনির বিধানে তোমার ভাগ্যে যে কি পুরস্কার লেখা আছে আমি জানি না··· আমি জানি না! তুমি কেন আমায় বাচালে? কেন বাচালে?

ভদ্রা। কে আপনি? হে মহাপুরুষ, কে আপনি?

শ্রীবৎস। লোকে হাসবে, পরিচয় পেলে লোকে হাসবে। আমি পরিচয় দেব না। কিন্তু শুধু এইটুকু বলব আমার ওপর শনিদেবের বড়ই দয়া!···মানুষ···আমার ছায়া মাড়িয়ো না, যদি বাঁচতে চাও, আমার ছায়া মাড়িয়ো না—

[দূরে সরিয়া দাড়াইলেন।]

ভদ্রা। মহাসর্ব্বনাশেও মহাপুরুষ কখনো মিথ্যা বলেন না। আমি আপনাকে চিনেছি, কিন্তু আপনার যখন ইচ্ছা নয়, আমি আপনার নাম উচ্চারণ কর্ব্ব না।—শনির চাইতে লক্ষ্মী শ্রেষ্ঠ, এই ছিল আপনার নিরপেক্ষ নির্ভীক বিচারবাণী। জগতের এই নির্ভীকতম বিচারবাণী উচ্চারণ করার যে পুরস্কার তা আপনি পাননি, পেয়েছেন শনিদেবের অভিশাপ!

শ্রীবৎস। আমি এই প্রথম শুনলাম···এই প্রথম শুনলাম, যে আমি নিরপেক্ষ ছিলাম! নির্ভীক ছিলাম! . ওগো দেবী! ওগো দেবী! কে ·মি আমি জানি না! কিন্তু আমি এতদিন পর...আজ . তার পুরস্কার পেলাম · তুমি আমায় সে পুরস্কার দিলে!

ভদ্রা। [সখীদের প্রতি] কোথায় আজ মালা ?····· যে জয়মাল্য দেবতা দেন নি, সেই জয়মাল্য তোরা দে। জয়শঙ্খ কই ? শঙ্খধ্বনি কর। ওরে! ভিখারীর বেশে জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ আজ এই মালিনীর দুয়ারে!

[সখিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। মালিনী শঙ্খধ্বনি করিল।]

শ্রীবৎস। [ভদ্রাকে] দেবী! দেবী! কে তুমি দেবী! তোমার স্বরে মধু, চোখে মায়া, মুখে মমতা! ···· কিন্তু দেবী, তুমি আমায় নদীগ্রাস হতে রক্ষা কবেছ, তুমি আমাব জয়ধ্বনি কবেছ,· সর্ব্বনাশ! শনিব শাপে আজই হবে তোমার মহাসর্ব্বনাশ!

ভদ্রা। অভিশাপ আমি পেয়েছি! অভিশাপ আমি পেয়েছি!!

শ্রীবৎস। অভিশাপ তুমি পেয়েছ ?

ভদ্রা। পেয়েছি!

শ্রীবৎস। কি অভিশাপ ?

ভদ্রা। তোমাব ভাগ্য আমার হবে। তোমার দুঃখ আমি পাব।

শ্রীবৎস। কে তুমি ? কে তুমি ?

সকলে।—রাজকন্যা ভদ্রা।

চতুর্থ দৃশ্য

স্বয়ম্বর সভা

*　　*　　*　　*　　*

[সানাই নহবত থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। রাজন্যবর্গ। পাত্রমিত্র, অমাত্যগণ। রাজন্যবর্গ নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করিতেছেন। দূরে দুইজন প্রহরী।]

১ম প্রহরী। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—

২য় প্রহরী। মনে হচ্ছে একটা কিছু মিছু ঘটেছে।

১ম প্রহরী। সানাই কিন্তু বেশ বাজছে!

২য় প্রহরী। —কিন্তু বড় মন-খারাপ করে দিচ্ছে!

১ম প্রহরী। —সে কথা ঠিক। মনটা বৌ—বৌ করছে!

২য় প্রহরী। আমারটি হচ্ছেন তৃতীয় পক্ষে। ছেলেমানুষ, একলা থাকে। শুধু ভয় হয়, ভয় পেয়ে কখন বা কি ক'রে বসে!

১ম প্রহরী। রাজারাও সব অস্থির হয়ে উঠেছে। রাজকন্যার তো দেখা নাই-ই, রাজকন্যার বাবারও দেখা নাই!

২য় প্রহরী। চুপ! চুপ! বুঝি মহারাজ এলেন।

— — —

* অভিনয়ে প্রয়োজন হইলে তারকা বন্ধন মধ্যস্থ অংশ পরিত্যক্ত হয়।

[উভয়ে চিত্রপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। মহারাজ বাহুদেবের প্রবেশ। রাজন্যবর্গ উঠিযা দাঁড়াইলেন। বাহুদেব সকলকে সাম্মনয়ে বসাইলেন।]

বাহুদেব। মহামান্য বন্ধুগণ! রাজনীতি বড়ই জটিল, কিন্তু তা যে এত জটিল তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—

কর্ণাটরাজ। আমরা রাজনীতি-চর্চ্চা কর্ত্তে আসিনি মহারাজ। রাজকন্যা কোথায়? স্বয়ংবর হবে কখন?

অঙ্গরাজ। স্বয়ংবরে এত বিলম্ব নিতান্তই অশোভন!

বাহুদেব। বিলম্ব তো হয় নি। মোটেই বিলম্ব হয় নি। বরং সময়ের পূর্ব্বেই—

বঙ্গরাজ। সে কি কথা মহারাজ? সময়ের পূর্ব্বেই কি মহারাজ? আপনি কি বলতে চান যে স্বয়ংবরের নির্দ্দিষ্ট মহূর্ত্ত অতীত হয় নি?

বাহুদেব। —বহু পূর্ব্বেই অতীত হয়েছে। এবং তজ্জন্য জটিল রাজনীতি আরো ভীষণ জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে!

কলিঙ্গরাজ। মহারাজ, আপনার জটিল রাজনীতি আমরা এই কাঁচা বয়সে ঠিক পরিপাক কর্ত্তে পারছিনে। দয়া করে বলুন, স্বয়ংবর হবে কখন?

বাহুদেব। স্বয়ংবর হয়ে গেছে বলেই তো এত জটিলতা—

রাজন্যবর্গ। স্বয়ংবর হয়ে গেছে সে কি মহারাজ?

বাহুদেব। আমার কন্যা বলছে যে সে বরমাল্য আজ প্রভাতেই এক ভিক্ষুকের গলে দান করে স্বয়ংবরার কার্য্য সমাধা ক'রছে!

রাজন্যবর্গ। ধিক! ধিক্! শত ধিক্!

বাহুদেব। [সকলকে থামাইতে চেষ্টা।] ধিক্ বলতে ধিক্!—আমি

এ কথা শুনে আমার কন্যাকে, শুধু কন্যাকে নয়, কন্যার মাতাকেও সহস্র বার ধিক্কার দিয়ে, তবে রাজসভায় এসেছি।

কর্ণাটরাজ। মহারাজ! কি বলব, আপনি বৃদ্ধ

বাহুদেব। একশোবার—

কর্ণাটরাজ। এবং বাতুল—

বাহুদেব। [ভয়ানক মুষড়িয়া গেলেন, কি বলিবেন বুঝিতে পারিলেন না।]

কর্ণাটরাজ। শুদ্ধ সেইজন্য আমাদের অসি কোষবদ্ধই রইল। কিন্তু [অন্যান্য রাজাদের প্রতি] বন্ধুগণ! আমরা যথেষ্ট অপমানিত হয়েছি। আমরা এখনই এ পুরী পরিত্যাগ করব—

রাজন্যবর্গ। অবশ্য—[সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

বাহুদেব। রাজনীতি বড়ই জটিল, মেয়েটা তা আরো জটিল করে তুলেছে। কিন্তু আমি যে একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করেছি, তাতে দেখবেন মস্তিষ্ক পরিচালনার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, পরিচালনা করতে হবে এই দক্ষিণ হস্ত ... এবং তা অতি সহজ · অতি সরল—, কিছুমাত্র জটিল নয় ·, অতএব—

কর্ণাটরাজ। মহারাজ, আপনার কন্যা আমাদের নিদারুণ অপমান করেছেন। হয় তো তিনি সেই ভিখারীর প্রেমমুগ্ধ ছিলেন, তাতে বিস্ময়েরও কিছু নাই, অন্ধ প্রেম জাতি-কুল-মানের অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু, অতই যদি তাঁর মনে ছিল, স্বয়ংবর ঘোষণা করে আমাদের নিমন্ত্রণ করার কি প্রয়োজন ছিল? কি বলেন বন্ধুগণ?

রাজন্যবর্গ। অবশ্য—অবশ্য—

কর্ণাটরাজ। সুতরাং যে রাজকন্যা আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়ে এনে এইরূপ অপমান করেছেন, তিনি যতক্ষণ এই রাজপুরীতে রয়েছেন, যতক্ষণ না তিনি তাঁর সেই ভিক্ষুক স্বামীর পর্ণকুটীরে বিতাড়িত হচ্ছেন, ততক্ষণ কোন রাজা এ পুরীতে জলস্পর্শও কর্ত্তে পারেন না—

রাজন্যবর্গ। আমরা এখনি এ পুরী পরিত্যাগ কর্ছি—[প্রস্থানোদ্যম।]

বাহুদেব। [কাতর হইয়া] দেখচি ক্রমেই জটিলতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে! [সকলের সম্মুখে গিয়া করযোড়ে] তা আপনারা এতটি পুরী পরিত্যাগ করার চাইতে আমার ঐ একটি মেয়ে যদি পুরী পরিত্যাগ করে, সেটা তো অনেক সহজ—[অন্ধকারে যেন হঠাৎ একটা আলো দেখিলেন!] হয়েছে, হয়েছে। আমি ঐ মেয়েকেই নির্ব্বাসিত কর্ছি—

রাজন্যবর্গ। আর তার সেই ভিক্ষুক স্বামী?

বাহুদেব। এই তো আবার জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে যে কে, কোথায় থাকে, এখন কোথায় রয়েছে, আমি কিছুই জানিনে। বাবাজীবন নিরাকার পরম ব্রহ্মের মতো আমায় এখনো দেখাই দেন নি। তাঁকে নির্ব্বাসিত কি করে করা যায়?…তা আপনারা আসুন, ঐ মেয়েটাকে নির্ব্বাসন দিলেই বাবাজীবন আপনা আপনিই সেখানে গিয়ে জুটবেন।… তবেই তারো হবে নির্ব্বাসন—! কেমন জটিল জিনিষটা অনেকটা সরল হয়ে দাঁড়ালো কি না? আসুন না আমার সঙ্গে দয়া করে, দেখুন এসে আমি কি করি! আমার সঙ্গে চালাকি!

[রাজন্যবর্গ মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। বাহুদেব তাঁহাদিগকে একরূপ জোর করিয়াই কক্ষান্তরে লইয়া চলিলেন।]

* * * * *

প্রথম প্রহরী। এ যেন ভৌতিক ব্যাপার! ছিল স্বয়ংবর সভা, দাঁড়ালো কুরুক্ষেত্র, তারপরই ভোজনশালা—

দ্বিতীয় প্রহরী। দাঁড়াক। কিন্তু বাহাদুর সেই ভিখারীশালা। ছিল ভিখারী, পেল রাজকন্যা! ওরে, আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে! [কাঁদিতে কাঁদিতে] আমি চাকুরি ছেড়ে দেব—

প্রথম প্রহরী। সে কি সর্ব্বনেশে কথা রে! চাকুরী ছেড়ে দিয়ে খাবি কি?

দ্বিতীয় প্রহরী। ভিক্ষে করে খাবো। তারপরই রাজকন্যা গলায় মালা দেবে, তারপরই ঘরের সেই আবাগার বেটিকে লাথি মেরে—

প্রথম প্রহরী। কিন্তু রাজকন্যা যে গলায় মালা দিয়ে সেরেছে…তুবার করে তো—

দ্বিতীয় প্রহরী। ওরে, তাই তো! বড়ই ভুল করেছি, দোহাই ভাই, লাথি মারবার কথাটা সেই আবাগার বেটিকে বলিসনে ভাই, বলিসনে, বললে সে লাথি যে এই পিঠেই পড়বে--

প্রথম প্রহরী। ঐটে হবে উপরি পাওনা, বুঝলে ভাই,—চুপ, ওদিকে রাণী, এদিকে রাজা—

[তৎক্ষণাৎ দুইজন যথাস্থানে গিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিল।]

[একদিক হইতে উমারাণী, অন্য দিক হইতে বাহুদেব প্রবেশ করিলেন।]

বাহুদেব। এই যে রাণী! রাজনীতি যে ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হ'ল রাণী! তোমার কথায় মেয়ের স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করলাম, দেশবিদেশ থেকে রাজারা সব এল, অঙ্গ এল, বঙ্গ এল, কলিঙ্গ এল, সৌরাষ্ট্র

মিথিলা পাঞ্চাল গান্ধার সব এল, আর মেয়ে কি না কোথাকার কে এক অজানা ভিখিরীর গলায় মালা দিয়ে এসে বললে যে আমি স্বয়ংবরা হয়েছি!

উমারাণী। তা বেশী বয়স পর্য্যন্ত বে না দিলে ঐ রকমই হয়!

বাহুদেব। তা তো হয়! কিন্তু রাজনীতি, সে যে বড় রহস্যময় ব্যাপার। মেয়ে স্বয়ংবরা হয়েছে শুনে রাজারা যে সব যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি বলে পাঁয়তাড়া কসছে! এখন ঠেকাও—! আমি তবু বুঝিয়ে বললাম স্বয়ংবর যখন হয়েই গেছে, সে তো আর ফিরবে না, তখন যুদ্ধ না করে আমি ভুরিভোজনের যে আয়োজন করেছি তাতেই সব পাঁয়তাড়া ক'স!

উমারাণী। তাতে তারা কি বললে?

বাহুদেব। তাতে যা বললে সে একটা ভীষণ রাজনীতি। বললে, হাঁ, আমরা সব ভুরিভোজন করতে পারি যদি আপনি আপনার মেয়েকে নির্ব্বাসন দিতে পারেন! সে আমাদের অপমান করেছে, সে এখানে থাকলে আমরা কেউ জলগ্রহণ কর্ব্ব না।

উমারাণী। নির্ব্বাসন! মেয়ের নির্ব্বাসন! মেয়েকে নির্ব্বাসন দেব কি গো?

বাহুদেব। দিতেই হবে, রাজনীতি। এখানে মেয়েও নেই, ছেলেও নেই, বাপও নেই, স্ত্রীও নেই। এই তো মেয়ে থেকে সুরু হয়েছে, রাজনীতিতে যদি দরকার হয়, তোমাকেও একদিন নির্ব্বাসন দিতে হবে!

উমারাণী। তা একদিন কেন? যদি মেয়েই আমার নির্ব্বাসনে যায়, তবে আমিই কি আর থাকবো তোমার ঘরে? সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাব—

বাসুদেব। তা যেও, স্বচ্ছন্দে যেও, কোন আপত্তি নেই, কিন্তু মেয়েকে বুঝিয়ে বলগে যে এ রাজনীতি··· নির্ব্বাসনে তাকে যেতেই হবে, এ রাজপুরীতে তার আর থাকা হবে না—

উমারাণী। থাকা হবে না? কোথায় যাবে?

বাসুদেব। কেন, রাজপুরীর বাইরে তার দিব্যি কুঁড়ে করে দেব—

উমারাণী। ওমা, এমন অনাছিষ্টি কথা তো কখনো শুনিনি! মেয়ে জামাই কুঁড়ে ঘরে থাকবে কি গো। অদৃষ্টে এই ছিল! তা থাকো তোমার রাজপুরী আর রাজনীতি নিয়ে, আমিও মেয়ে জামাই নিয়ে চললাম সেই কুঁড়েয়। আমি আর এ পাপ রাজপুরীতে থাকছি নে—

বাসুদেব। আরে ছাই আমিও কি থাকছি?

উমারাণী। তবে?

বাসুদেব। তুমি যেতে জানো, আমি যেতে জানিনে? যখন আমি রাজা, তখন রাজনীতি আমায় পালন করতেই হবে · তাই মেয়েকে দণ্ড দিয়েছি তার নির্ব্বাসন। আর যখন আমি বাপ, তখন মেয়ের হাত ধরে ঘুরতেই হবে। হ্যা—হ্যা · সেখানে আর রাজনীতি নয়, সেখানে বাপের নীতি। রাজনীতি পালন ক'রে বাপ তো আর বাতিল হই নি! এই সামান্য কথাটা বুঝছ না? মেয়ের আমার গৃহটাই শুধু অদলবদল হ'চ্ছে, বিয়ে হ'লে তা তো হয়েই থাকে। এই যে তুমি তোমার তো নিশ্চয়ই বিয়ে হয়েছে, তুমিই কি রাণী বলতে পার যে তুমি পিত্রালয়েই রয়েছ?··· হাঃ হাঃ হাঃ বোঝে না, কিছু বোঝে না, রাজনীতি যে কি কিছু বোঝে না—

উমারাণী। ওমা, এমন অদৃষ্ট করে জন্মেছিলাম! হতভাগী মেয়েটা

দিলে এক ভিখিরীর গলায় মালা, আর মেয়ের বাপ দিচ্ছে তাকে নির্ব্বাসন !

[প্রস্থান।

বাসুদেব। তবু বুঝল না !·· যাক্ গে। কাঁদলে কি হবে ! ও চোখের জলে রাজনীতি বদলায় না। অথচ এই রাজনীতিতে কতবড় একটা অসাধ্য সাধন হয়ে গেল !···ওদিকে, রাজারা যুদ্ধের আনন্দের চাইতে ভোজনের আনন্দে ব্যাপৃত রয়েছেন ! রাজনীতির জটিলতা কতটা হালকা হয়ে গেছে !···এই ফাঁকে মেয়ের হাত ধরে নির্ব্বাসনে বের হয়ে পড়ি,··· বাঁধবো একখানা কুঁড়ে, মেয়ে জামাই নিয়ে কি সুখেই দিন কাটাবো ! জামাই আনবে ভিক্ষে করে, মেয়ে আমার রাঁধবে, আমরা মনের সুখে খাবো, হাঃ হাঃ হাঃ বেঁচে থাকো বাবা রাজনীতি, বেঁচে থাকো—

[প্রস্থান।

প্রথম প্রহরী। ওরে, রাজা তবে বনবাসে চললেন— !

দ্বিতীয় প্রহরী। তবে বোধ করি আমাদেরও যেতে হবে !···পাত্র মিত্র অমাত্য সৈন্য সেনাপতি···সবাইকেই !

প্রথম প্রহরী। আর ঐ গরুগুলো বুঝেছ ভাই ?·· যেগুলোর দুধ রাজা আমাদের খাওয়ান—

দ্বিতীয় প্রহরী ! অবিশ্যি ! ওগুলোকে ঠেঙিয়ে আমিই নিয়ে যাবো, ···নইলে গায়ে জোর হবে কিসে ?···পাহারা তো দিতে হবে— !

প্রথম প্রহরী। কিন্তু পাহারা দিচ্ছিস কই ? ঐ যে···কারা আসছে ?·· ওদের আটক কর্ত্তে হবে—

[সওদাগর, তাহার অনুচর, রাখাল ও নন্দিনীর প্রবেশ।]

সওদাগর। এটি তো স্বয়ংবর সভা নয়, বোধ হয় মহারাজ যে দিকে গেলেন, সেই দিকেই সভা, ঐ দিকে যাই চল—[অগ্রসর]

[প্রথম প্রহরী তাহার পথরোধ করিল।]

প্রথম প্রহরী। —সেরূপ আদেশ নাই।

সওদাগর। —খুব আছে প্রহরী মশাই! ঐ দেখছ! [অনুচরের হস্তস্থিত স্বর্ণপাট উপঢৌকন দেখাইল।] মেকী নয়, একেবারে খনির মণি। · রাজাকে উপঢৌকন দিতে এসেছি—।

নন্দিনী। —কিন্তু আমি? আমিও কি যেতে পারব না?

প্রথম প্রহরী। [একবার তাহাকে তাকাইয়া দেখিয়া] অত ছোট মেয়েকে আমরা কিছু বলি না—।—যাও—

নন্দিনী। [সওদাগরকে] আমি রাজাকে তোমার কথা, বিশেষ, ঐ সোণার পাটের কথা বলব। [প্রহরীকে] তুমি খুব ভালো লোক।··· খুব ভালো, ভারী ভালো।

[রাজার উদ্দেশে প্রস্থান।

রাখাল। [প্রহরীকে] আমি ওর চাইতেও ছোট। দেখতে অবিশ্যি একটু ঢ্যাঙ্গা হয়েছি বটে, কিন্তু সত্যি বলছি বয়সে আমি ওর চাইতেও ছোট—[বলিতে বলিতে নন্দিনীর অনুসরণ করিতেছিল—]

১ম প্রহরী। —এই···দাঁড়াও—

রাখাল। সত্যি বলছি, আমি এখনো দুধ খাই!

১ম প্রহরী। আরে দুধ তো রাজা আমাদেরও খাওয়ায়, দুধ খাওয়া বের কর্চ্ছি—[ভয় প্রদর্শন। রাখাল সুবোধ বালকের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।] [সওদাগরকে] · এ সোণার পাট আপনার ?

সওদাগর। [যেন আকাশ হইতে পড়িল।]—তার মানে ?

১ম প্রহরী। দাঁড়ান, 'মানে' এখনি বলছি।—তুমিও ছোকরা দাঁড়াও, পালাবার চেষ্টা করেছ কি দেখছ এই ? [তরবারী প্রদর্শন।] ·· [পরে দ্বিতীয় প্রহরীর নিকট গিয়া জনান্তিকে]·· হ্যাঁরে, আজ এই সভার আগে সেই পাগলাটাকে যখন কারাগারে নিয়ে যাই, তখন সে চেঁচিয়ে বলছিলো না যে আমি পাগল নই, আমার সোণার পাট চুরী গেছে, আমি রাজার কাছে যাচ্ছি নালিস কর্ত্তে ?

২য় প্রহরী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বলছিল বটে।·· তা—তা—তুই কি মনে করিস এই সোণার পাটই তার ?

১ম প্রহরী। কিছু আশ্চর্য্য নেই। হয় তো এই সোণার পাট চুরি গেছে বলেই সে পাগল হয়ে গেছে! আর এ লোকটার চালচলনও সুবিধের মনে হচ্ছে না। এ নিশ্চয়ই চোরামাল, এ তোকে আমি বলে রাখছি !

২য় প্রহরী। ঠিক্। "সোণা চেনে জহুরী, আর চোর চেনে প্রহরী।" [সওদাগরের প্রতি] এ রকম সোণারপাট মহাশয়ের কতগুলি আছে ?

সওদাগর। তা আছে বাপু, প্রায় নৌকা বোঝাই। আজ মহারাজার মেয়ের স্বয়ংবর, তাঁকে উপঢৌকন দেব কি না, তাই একখানা নমুনা নিয়ে এসেছি—

১ম প্রহরী। তবে আপনি সওদাগর ?

সওদাগর। [আমতা আমতা করিয়া]·· না—না···সওদাগর নয়, বণিক।

১ম প্রহরী। [দ্বিতীয় প্রহরীকে জনান্তিকে] শুনছিস ? সে পাগলাটাও বলেছিল এক সওদাগর লুটে নিয়েছে—

২য় প্রহরী। তুই এখানে একে আটকা, আমি মহারাজকে সংবাদ দি গে। আঃ মানুষটা টাকার শোকে পাগল হয়েছে, আর আমরা তাকে দিয়েছি কারাগারে!

সওদাগর। কে পাগল হয়েছে হে ? কে পাগল হয়েছে ? পাগলের কথা কি বলছ ?

২য় প্রহরী। একটু ঘুরে এসে বলছি—[১ম প্রহরীকে] কি বল হে ?

সওদাগর। উনি আবার কোথায় চললেন ?

১ম প্রহরী। সেই পাগলকে এখানে আনতে। বুঝিয়ে শুনিয়ে আমরা তাকে কয়েদখানায় পুরে রেখেছি, স্বয়ংবর শেষ হ'ল ছাড়বো মনে করে—

রাখাল। তাকেই বুঝি এখনই এখানে আনছেন ? · কি বুদ্ধি! কি বুদ্ধি!

সওদাগর। কি নির্বুদ্ধিতা! একটা পাগলের কথায় তোমরা আমার পথ রোধ করছ ? এর পরিণাম ভেবে দেখেছ!

রাখাল। পরিণামে খেতাব মিলবে কোটালি। না মিলেই যায় না। প্রহরী তো নয়, যেন দেবদূত। চোখমুখ দিয়ে যেন বুদ্ধির আগুন ছুটছে। কি বুদ্ধি! কি তেজ!

২য় প্রহরী। আর যেতেও হ'ল না, ঐ মহারাজা এই দিকে আসছেন

[নন্দিনীসহ বাহুদেবের প্রবেশ।]

নন্দিনী। মহারাজ, এই সেই ব্যক্তি—[সওদাগরের প্রতি হস্তনির্দ্দেশ।]

বাহুদেব। হুঁ। [সওদাগরকে] কে তুমি হে ?

সওদাগর। মহারাজ, আমি সওদাগর—

নন্দিনী। না—, চোর…দস্যু। মহারাজ, এ সোণার পাট কথনো এ বণিকের নয়—

বাহুদেব। তবে কার ?

সওদাগর। —আমার।

নন্দিনী। না, আমার পিতার। মহারাজ, এমন স্বর্ণপাট আমার পিতা ভিন্ন আর কেউ গড়তে পারে না……। সওদাগরের হাতে এই সোণার পাট দেখেই আমি চিনেছি, এ আর কারো নয়, আমার পিতার, আর এই দস্যু…হয় এগুলি তাঁর কাছ থেকে চুরি করেছে, না হয়, তাঁকে হত্যা করে·· হত্যা করে·· কেড়ে নিয়েছে—

সওদাগর। মিথ্যে কথা মহারাজ, মিথ্যে কথা—

বাহুদেব। তাই তো! এতক্ষণ রাজনীতি যে চলছিল ভালো! কিন্তু এই সওদাগরের বাণিজ্য-নীতিও যে ক্রমশঃ জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।… তা, হ্যাঁ-মা, তুমি বলছ যে তোমার পিতার হাতে গড়া সোণার পাট, কিন্তু তার প্রমাণ ? এ কথার সাক্ষী কে ?

রাখাল। মহারাজা, সাক্ষী আমি।

বাহুদেব। তাই তো! তুমি আবার কে এলে ?

সওদাগর। মহারাজ, দেখুন, সাক্ষী পর্য্যন্ত গড়ে পিটে এনেছে—

বাহুদেব। তা তো দেখছি।·· কিন্তু মা, তোমার পিতা কে? তোমাদের দুজনকে দেখে তো মনে হচ্ছে তোমরা গরীবের ঘরের। যাদের বাপ এমন সোণার পাট গড়তে পারে, তাদের এমন অবস্থা কেন?

সওদাগর। এই দেখুন মহারাজ, একেই তো বলে রাজবুদ্ধি। মহারাজ, এ আমার হকের ধন। ওদের বাপের হাতে গড়া এই সোণার পাট হয়, ওদের বাপ কোথায় বের করুক!

বাহুদেব। তাও তো বটে! · তোমাদের বাপ কোথায় হে?

সওদাগর। বার কর—বাপ বার কর—। রাজবুদ্ধির কাছে চালাকি? চোর বললেই হ'ল? কর···বাপ বার কর—

নন্দিনী। মহারাজ, আমাদের পিতাকে খোঁজবার জন্যই আমরা রাজসভায় আসছিলেম, পথে এর সঙ্গে দেখা,—সে কথা তো পূর্ব্বেই বলেছি—

বাহুদেব। হাঁ, তা তো বলেছ, কিন্তু এ যে রাজনীতি। এখন একটা বাপ যে চাই ই, নইলে যে বিচার হয় না!

১ম প্রহরী। মহারাজ, আমাদের একটি নিবেদন আছে—

বাহুদেব। কি, বল—

১ম প্রহরী। এক উন্মাদকে আমরা কারারুদ্ধ করে রেখেছি। সে বলছিল তার সোনার পাট চুরি গেছে—

বাহুদেব। তাই না কি! তা'হলে তো তোমরা কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছ! কোথায় সে উন্মাদ? তাকে নিয়ে এস।

১ম প্রহরী।—যে আজ্ঞা—

[প্রস্থান।

নন্দিনী। হে মা লক্ষ্মী, এই পাগলই যেন আমাদের বাবা হন!

রাখাল।—আর এই সওদাগর যেন সত্যিই চোর হয়!

সওদাগর। কোত্থেকে এই আপদে ছোড়াছুঁড়ি জুটলো বে বাবা! যাক্, সহজে হাল ছাড়ছি নে।

[শ্রীবৎসকে লইয়া প্রথম প্রহরীর প্রবেশ]

রাখাল ও নন্দিনী। বাবা—বাবা—!

শ্রীবৎস। এ কি! কে তোরা? [চিনিবার জন্য প্রবল উদ্যম]—আমার মা! আমাব মেয়ে! আমার নন্দিনী!·· স্মৃতি ফিরে আসছে! স্মৃতি ফিরে আসছে! [রাখালকে] আব তুই আমার সেই রাখাল!··· স্মৃতি ফিরে আসছে! স্মৃতি ফিরে আসছে! [সওদাগরকে দেখিয়া]· আর তুই নরাধম—

[ছুটিয়া গেলেন—]

সওদাগর। [মহারাজার নিকট দৌড়িয়া গিয়া] মহারাজ, ঐ দেখুন, বুঝি পাগল ক্ষেপল!

বাহুদেব। দাঁড়াও—দাঁড়াও! শেষে আমি না ক্ষেপি।

শ্রীবৎস। [স্বর্ণপাট দেখিয়া]···ঐ স্বর্ণপাট!···কার···কার ও স্বর্ণপাট? [ছুরী নাচাইতে নাচাইতে হঠাৎ ছুরি তুলিয়া ধরিয়া সওদাগরকে] ওটা স্বর্ণপাট, আর এটা?

সওদাগর। মহারাজ! পাগল! একেবারে উদ্দাম পাগল! ঐ ছুরী দিযে এখনি বা কি করে বসে!

বাহুদেব। [শ্রীবৎসকে] কে তুমি হে ? কে তুমি হে বাপু ?

নন্দিনী। মহারাজ ইনি—

শ্রীবৎস। [নন্দিনীর প্রতি] চুপ ! চুপ ! সে পরিচয় নয়, সে পরিচয় নয়। মহারাজ, কি বলবো, কে আমি ! আমার পরিচয় নেই মহারাজ, আমার পরিচয় নেই ! আমি দীনদুঃখী হতভাগ্য ভিক্ষুক ! কিন্তু তবু আমি রাজার গর্ব্ব নিয়ে গাছতলায় বাস করতাম, সাত রাজার ধন এক মাণিক ··মেয়ে ছিল ··

নন্দিনী। বাবা, আমি তো আছি, কিন্তু···মা ?

শ্রীবৎস।—নেই, নেই, ঐ দস্যু গরীবের সেই গর্ব্বের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে·· তাতে ঘর পুড়েছে, ঘরণী পুড়েছে···, সোণার পাট ছিল, ঐ দস্যু তা লুট করেছে,···[সওদাগরের প্রতি] সোণার পাট ফিরিয়ে এনেছ, কিন্তু সেই সোণার বরণী রাণী কই ? ··বল...বল নইলে—[সওদাগরকে আক্রমণোদ্যত]

নন্দিনী। [শ্রীবৎসকে বাধা দিয়া] ছিঃ বাবা, সম্মুখে রাজা, বিচার উনিই কর্ব্বেন—

শ্রীবৎস। কোথায় করেন ?.. কেই বা করে ?·· মাথার ওপর যে ঈশ্বর রয়েছেন, তিনিই কি করেছেন ? ··[বাহুদেবের প্রতি] ··বেশ, করুন বিচার, মহারাজ আজ আমি আপনার কাছেই বিচারপ্রার্থী !

বাহুদেব।—তাই বল। বেশ, এই সোণার পাট থেকেই বিচার আরম্ভ হোক্। [শ্রীবৎসের] এই সোণার পাট কি তোমার ?

শ্রীবৎস।—আমার।

বাহুদেব।—প্রমাণ ? রাজনীতি প্রমাণ চায়।···প্রমাণ ?

শ্রীবৎস। মহারাজ, এই সোণার পাট যদি ও দ্বিধা বিভক্ত কর্ত্তে পারে, তাহলে জানবো যে এ পাট ওর, আর যদি না পারে—

সওদাগর। কেউ যা না পারে, তা আমিও পার্ব্ব না। মহারাজ, আমার এ সোণার পাট খোলা যায় না। এর গড়নই এই। ঐ তো আমার বাহাদুরি—

বাসুদেব। কৈ, দেখি? [দেখিয়া] সত্যই তো! এ খোলবার মতো তো অবস্থা নয়। [সওদাগরের প্রতি] কি হে, তুমি খুলতে পার?

সওদাগর। না মহারাজ, আমি কেন, কেউ-ই পার্ব্বে না—

বাসুদেব। [শ্রীবৎসের প্রতি] তুমি পার?

শ্রীবৎস। মহারাজ, দিন্। [পাট লইয়া] পারি কি না এই দেখুন —[পাট দ্বিধা বিভক্ত করিলেন।]

বাসুদেব। জটিলতা জল হয়ে গেল!·· তাই তো হে, এ যে অবাক্ কর্লে! [সওদাগরের প্রতি] এইবার তোমায় চোর বলব, না, সওদাগর বলব?

নান্দিনী। আজ্ঞে মহারাজ, ও দুই ই!

সওদাগর। ভারি তো ফ্যাসাদে পড়লাম দেখছি! মহারাজ, ভালো ভেবে ভেট দিতে সোনার পাট আনলাম, এ সব আগে জানলে কোন বোকা এ সোনার পাট নিয়ে এখানে আসতো!······মহারাজ! ও লোকটা মায়াবী যাদুকর! আমরা ব্যবসা কর্ত্তে শিখেছি, যাদু শিখিনি—

বাসুদেব। তাও অসম্ভব নয়! [শ্রীবৎসকে] কি হে, তোমার আর কিছু বলবার আছে?

শ্রীবৎস। বলিনি মহারাজ, আমি এখনো কিছুই বলতে পারিনি।

মহারাজ, ঐ ব্যক্তি আমার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এর নৌকায় অনুসন্ধান করলে,—এর নৌকায় শুধু সোনার পাট নয়, আমার সেই সোনার বরণী স্ত্রীকেও দেখতে পাবেন—

বাহুদেব। তাই তো সমস্যা যে আবার ক্রমশই জটিলতম হয়ে দাঁড়ালো !·· [সওদাগরকে] কি হে, এর উত্তরে তোমার কিছু বলবার আছে ?

সওদাগর। [মনে মনে] গুরু রক্ষা করেছেন ! গুরু রক্ষা করেছেন ! সোণার বরণ স্ত্রী যে আমার বরাতে কয়লাবরণ হয়ে আছে তা তো জানে না ! [বাহুদেবের প্রতি] মহারাজ ন্যায়বান। মহারাজের জয় হোক। স্বর্ণ-পাট বিভাগ করা যাদুতেও সম্ভব জানি, চোখেও দেখলাম, কিন্তু আমার নৌকায় অবস্থিতা আমার আশ্রিতা এক কয়লাবরণী রমণীকে যে কোন যাদুমন্ত্রে উনি ওঁর সোণারবরণী স্ত্রীতে পরিণত করবেন ভেবে পাচ্ছি না। উনি বলছেন সোণার বরণ সেই রমণীর,·· কেমন, তাই তো ?

শ্রীবৎস। সোণার বরণ ! সোণার বরণ ! সোণাও যে সে রূপ দেখে ম্লান হয় ! সে যে স্বর্গের রূপ ! সে যে সতীর রূপ !

সওদাগর। [বাহুদেবকে]···ঐ শুনুন। শুনে রাখুন মহারাজ, সোণার বরণ সেই রমণীর রূপ। এখন আমার নৌকায় সন্ধান করে দেখুন, ওর সোণার বরণ স্ত্রী আছে কি না—

বাহুদেব। প্রহরী, এখনি যাও—

নন্দিনী ও রাখাল। আমরা নিজেরা গিয়ে মাকে বরণ করে আনি !

[প্রথম প্রহরী, রাখাল এবং নন্দিনীর প্রস্থান।]

বাসুদেব। [শ্রীবৎসকে] কিন্তু কে তুমি?···দরিদ্রও নয়, উন্মাদও নয়, অথচ · আমার রাজনীতির সকল জ্ঞান যেন তোমার ঐ সকরুণ চোখ দুটির কাছে হার মানছে! ·এ যেন পরম জটিল এক রহস্য···বিষম জটিল এক সমস্যা—।

সওদাগর। ওরই নাম মায়া, ওরই নাম যাদু। কিন্তু সওদাগরী বুদ্ধির কাছে ওসব টিকছে না। উনি ভেবেছেন ভেল্কি আর ভোজবিদ্যায় কয়লাবরণকে সোণার বরণ করবেন, কিন্তু ছোট বেলায় পাঠশালেই পড়েছি "অঙ্গারং শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে!"—ঐ যে···সব এসে পড়েছেন!

[অবগুণ্ঠিতা চিন্তাকে লইয়া নন্দিনী, রাখাল ও প্রহরীর প্রবেশ।]

শ্রীবৎস। বুক কাঁপে কেন? [সহসা চিন্তার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া] চিন্তা! চিন্তা! অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর···অবগুণ্ঠিতা হয়ে ঐ প্রভাত-সূর্য্যের মতো, সৃষ্টির প্রথম দিনে জলধির বুক হতে আবির্ভূতা লক্ষ্মীদেবীর মতো—তোমার অতুল অনুপম রূপে বিশ্বকে বিস্মিত কর—

চিন্তা। [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।]

শ্রীবৎস। কাঁদো কেন? কেন কাঁদো ··ওরে আমার অভাগিনী প্রিয়া!···এই মিলনের মঙ্গল-মুহূর্ত্তে···ও অমঙ্গল-অশ্রু কেন?···[কাছে গিয়া]···ওগো! আমি! আমি!···কেন এ ক্রন্দন! কেন এ অবগুণ্ঠন! [অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিলেন। দেখিলেন চিন্তার মুখ নহে। সর্ব্বাঙ্গে জরা। বিস্ময়ে ভয়ে আতঙ্কে···] এ কি! এ কি! এ আমি কি দেখছি!

এ আমি কি দেখলাম! [শিহরিয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

সওদাগর। মহারাজ, দেখুন কি অতুলনীয় রূপ? কি সোণার বরণ!

বাহুদেব। জবা, সর্ব্বাঙ্গে ঘৃণিত জরা!

রাখাল ও নন্দিনী। এ কি! ছিঃ, এই কি আমাদেব মা?

[চিন্তা দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।]

বাহুদেব। [শ্রীবৎসকে] ঐ তোমার স্ত্রী?

শ্রীবৎস। [কি উত্তব দিবেন বুঝিলেন না।]

বাহুদেব। সর্ব্বাঙ্গ জরাক্রান্তা ঐ কুৎসিত কদাকৃতি রমণীই কি তোমার স্ত্রী?

শ্রীবৎস। কি উত্তর দেব! কি উত্তর দেব!

চিন্তা। ওঃ ভগবান! ভগবান!

[ক্রন্দন]

সওদাগর। হাঃ হাঃ হাঃ [শ্রীবৎসকে]···ওহে, দেবী কেন? উনিই যদি তোমাব স্ত্রী হন,···নিয়ে যাও, নিয়ে গিয়ে ঘরকন্না কর—

চিন্তা। —না—না—না—

[শিহরিয়া উঠিয়া নিজেরই উপর ঘৃণায় দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।]

শ্রীবৎস। —আমার স্ত্রী নৌকায়—

১ম প্রহরী। —নৌকায় আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই।

শ্রীবৎস। তবে কি তবে কি · [চিন্তাকে] তুমি শুধু আমায় বল যে তুমি আর কেউ নও, তুমি শুধু চিন্তা, · তুমি পরস্ত্রী নও · তুমি আমার সর্ব্বস্ব সেই চিন্তা। তুমি শুধু বল যে রোগে শোকে দারিদ্র্যে তুমি ব্যাধির মতো ঐ জরা লাভ করেছ বল · একটিবার বল—আমি তোমায় বুকে নিয়ে, মাথায় নিয়ে, আবার বনে যাই—

চিন্তা। —[প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। · শেষে আত্মত্যাগই জয়ী হইল।] ——না।

সওদাগর। মহারাজ দেখলেন? ব্যাপার বুঝলেন? এখন এই মিথ্যাবাদী যাদুকরের শাস্তি বিধান করুন আর অনুমতি দিন আপনার প্রহরী এই রমণীকে আমার নৌকায় রেখে আসুক—

শ্রীবৎস। [চিন্তাকে] আমি ও জরা দেখে মুখ ফেরাবো না, ও জরা আমি বিন্দুমাত্র ঘৃণা কর্ব্ব না। আমি জীবন ভরে জীবন দিয়ে তোমার সেবা কর্ব্ব, শুশ্রূষা কর্ব্ব—

চিন্তা। —না।

বাহুদেব। [শ্রীবৎসকে] এখনো কি তুমি বলতে চাও ঐ নারী তোমারি স্ত্রী—?

শ্রীবৎস। না।

সওদাগর। তবে এখন বোধ হয় আমি ওকে আমার নৌকায় নিয়ে যেতে পারি—?

বাহুদেব। তবে তুমি এখন স্বস্থানে যাও মা—

চিন্তা। —যাবো···আমি যাবো। আমি সবার আড়ালে লুকিয়ে থাকবো। এই ঘৃণিত ব্যাধির কেউ সেবা করে শুশ্রূষা করে, তা আমি

সইতে পার্ব্বো না, তাই আমি যাবো আমি যাবো। কিন্তু [স্বর কাঁপিয়া উঠিল।] আমার পথের সম্বল, জীবনের সান্ত্বনা • [শ্রীবৎসের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া] ওগো—দাও—দাও—আমায় শুধু ঐটুকু দাও—[শ্রীবৎসের পায়ের ধূলি লইতে গেলে শ্রীবৎস সরিয়া দাঁড়াইলেন। চিন্তা কাঁদিতে কাঁদিতে] দাও—ওগো দাও—শুধু ঐটুকু দাও—

শ্রীবৎস। [দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল এই ই চিন্তা। তৎক্ষণাৎ—] এইবার চিনেছি—তোমার কণ্ঠস্বর এইবার চিনেছি তুমি চিন্তা—তুমি আমার চিন্তা। জরা তোমার বাইরের রূপ হরণ করেছে, কিন্তু অন্তরে তুমি আমার সেই চিন্তা। বক্ষে এসো, চরণে নয়, ধূলিতে নয়, তুমি আমার বক্ষে এসো—[চিন্তাকে বুকে নিতে গেলেন।]

চিন্তা। [তৎক্ষণাৎ আতঙ্কে দূরে সরিয়া যাইতে যাইতে] না—না—না! •• ওগো সূর্য্যদেব। এ ব্যথা এ বেদনা কেমন করে সই ?

শ্রীবৎস। ঐ স্বর ঐ দৃষ্টি ঐ দিব্যজ্যোতি সমস্বরে ঘোষণা কচ্ছে তুমি চিন্তা ঘোষণা কচ্ছে "ঐ নির্য্যাতিতা সতীকে, ওরে হতভাগা স্বামী, বুকে নে, সেবা কর, শুশ্রূষা কর।" আমি তোমায় মাথায় রাখবো আমি তোমায় পূজা কর্ব্ব।

[আলিঙ্গন করিতে গিয়াই দেখেন চিন্তার আর সেই জরাগ্রস্ত রূপ নাই তিনি তাঁহার পূর্ব্বের সেই অপরূপ রূপ ফিরিয়া পাইয়াছেন। চিন্তা স্বামীর আলিঙ্গনবদ্ধ হইতেই স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।]

নন্দিনী ও রাখাল। এই যে আমাদের সেই মা! আমাদের সেই মা!

বাহুদেব। এ কি! এ আমরা কি দেখছি!

সওদাগর। এ আবার কি ভোজবাজি! এখন উপায়?

বাহুদেব। [শ্রীবৎসের প্রতি] হে মহাপুরুষ, কে আপনি?

ঊর্দ্ধ হইতে শনি। নরশ্রেষ্ঠ শ্রীবৎস।

বাহুদেব। ধরণীশ্বর শ্রীবৎস!

নন্দিনী। [সওদাগরকে] কেমন? এখন বল এ সোণার পাট কার?

রাখাল। [সওদাগরকে] কেমন রাজসভা দেখিয়ে দিয়েছিলাম!

বাহুদেব। যাও—এই নরাধমকে এখনি কারাগারে নিয়ে যাও—কাল এর বিচার হবে।·· কিন্তু ওরে, আমার চোখের সম্মুখে রাজার রাজা মহারাজা শ্রীবৎস!···আমি এখন কি কর্ব্ব! রাজনীতি না জানি কতবার কতভাবে লঙ্ঘন করেছি, আমার উপায়?

সওদাগর। —আর আমার উপায়? · দেখ্‌ছি ভোজবিদ্যেই সবার সেরা—!

[সওদাগরকে লইয়া প্রথম প্রহরীর প্রস্থান।

বাহুদেব। ওরে ··ওরে · বাদ্য বাজা, উলু দে···, পৃথিবীর রাজারাণী আমার ঘরে!

[বরমাল্য হস্তে ভদ্রা এবং তৎপশ্চাৎ সখিগণসহ উমারাণীর প্রবেশ।]

ভদ্রা। [বাহুদেবকে] বাবা, ইনিই সেই ভিক্ষুক, এঁকেই আমি পতিত্বে বরণ করেছি! আশীর্ব্বাদ কর, সেই বরমাল্য এখন দি—

[শ্রীবৎসের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণে অগ্রসর হইলেন—]

শ্রীবৎস। [আতঙ্কে সরিয়া গিয়া] না—না—, এ কি! তুমি সেই ......সেই জলদেবী......তুমি নদীর ক্ষুধিত গ্রাস হতে আমায় রক্ষা করেছিলে, সে অপরাধের কি শাস্তি যে শনিদেব বিধান কর্ব্বেন, আমি তাই ভেবে পাচ্ছিনে, তার ওপর .....[চিন্তাকে] চিন্তা...চিন্তা.. আমার সহধর্ম্মিণী হওয়া যে কি অপরাধ, তুমি তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছ, তুমি ঐ মমতাময়ী দেবীকে নিবৃত্ত কর...রক্ষা কর—

চিন্তা। [ভদ্রার কাছে গিয়া] তুমি...তুমি আমার প্রিয়তমের জীবন রক্ষা করেছ? [শ্রীবৎসকে] তবে তো ও জীবন ওর। [ভদ্রাকে ধরিয়া লইয়া] এস বোন, দাও পরিয়ে ওঁর গলায় ঐ মালা, [ভদ্রার হাত দিয়া শ্রীবৎসের গলায় বরমাল্য দান।] ঐ মালার বাধনে আবার নূতন করে আজ তোমায় বাধলাম, [শঙ্খধ্বনি] কার সাধ্য এ বাধন খোলে? শনি?

[শূন্যে শনি ও লক্ষ্মী ।]

শনি। শনি ও বাধন খুলতে চায় না, শনিও ঐ বাঁধনই চায়। [হাসিতে হাসিতে] ভদ্রা! ঐ না আমার অভিশাপ ছিল?

লক্ষ্মী। অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হ'ল। এই অভিশাপের জন্য ভদ্রা জন্মজন্মান্তর তপস্যা করেছিল, তপস্যা আজ সিদ্ধ হ'ল।

চিন্তা। [লক্ষ্মীকে দেখিয়া] এ কি! মা!

শ্রীবৎস। এ কি! গ্রহরাজ! আপনি আর লক্ষ্মী দেবী পাশাপাশি? আপনাদের বিবাদ?

শনি। বিবাদ আমাদের কোন দিনই ছিল না রাজা। তোমার লক্ষ্মী মা সোণা ভালোবাসেন, দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি সোণা নেবেন আমায় বললেন; আমি সেই আগুন জ্বাললাম। উনি পেলেন সোণা, আমি পেলাম তৃপ্তি। শোন রাজা, আমার আশীর্ব্বাদে আজ থেকে মর্ত্ত্যে যে তোমার এই পুণ্যকাহিনী শুনবে তার প্রতি আমি চিরপ্রসন্ন থাকবো, এই তোমার সুবিচারের পুরস্কার।

লক্ষ্মী। ঐ পুরস্কার! ঐ পুরস্কার!! আমারো ঐ আশীর্ব্বাদ!!!

যবনিকা

বাঙলার নাট্যসাহিত্যে নবযুগ !

বাঙলার নাটকাভিনয়ে নবযুগ !!

রূপ-দক্ষ কথানট

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় এম-এ

শুধু বাঙলার নাট্যসাহিত্যে নহে, অভিনয়-জগতেও নবযুগ-প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্‌এর সহযোগে অভিনয়কলায় যে নবরূপ নবরস নবছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, নাট্যরসরসিক কলাবিদ্ দর্শক তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু যাহারা এই নবযুগের নব নাট্যগ্রন্থের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদের জন্য নিম্নে কয়েকটি মাত্র প্রসিদ্ধ অভিমত প্রকাশিত হইল।

আমরা কিছুই বলিব না, অপরে

কি বলিতেছেন তাহাই দেখুন।

শ্রীমন্মথ রায় এম-এ, প্রণীত

নাট্য গ্রন্থাবলী

১। মুক্তির ডাক

[একদৃশ্যে সম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।৵০।]

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম-এ, বার-এট-ল ঃ—"মুক্তির ডাক আমার খুব ভালো লেগেছে এখানি যথার্থই একখানি drama। বাঙলা সাহিত্যে ও জিনিষ একান্ত দুর্লভ।... মুক্তির ডাকের অভিনয় আমি মানসচক্ষে দেখেছি, এবং তাই দেখেই বলছি যে "মুক্তির ডাক" একখানি যথার্থ drama. বাঙলা সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বল্লেই হয়। আশা করি আপনি আমাদের সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন। ইতি—১৩।৭।২৪

সুপ্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল ঃ—"মুক্তির ডাক বাঙলার নাট্য সাহিত্যে একটা নূতন পথ ধরিয়াছে তাহা সবাই স্বীকার করিবে। অত ছোট একাঙ্ক একখানা নাটকের ভিতর ঘটনা ও বাক্যের সমাবেশ দ্বারা তুমি চরিত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছ যে, ইহাতে অনেক পাকা পুরাতন সাহিত্যিক রীতিমত হিংসা করিতে পারেন। গল্প গাঁথিবার ক্ষমতা তুমি ভালো রূপেই দেখাইয়াছ।"

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক-সাহিত্যিক রায় যতীন্দ্র-মোহন সিংহ বাহাদুর ঃ—"আপনার এই প্রথম উদ্যম সফল হইয়াছে। · আপনার গ্রন্থরচনা সার্থক হইয়াছে।"

২। চাঁদসদাগর

[পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত প্রথমে মনোমোহন এবং এখন ষ্টার থিয়েটারে বৎসরাধিক কাল অভিনীত হইতেছে। মূল্য ১৲ মাত্র]

"প্রবর্ত্তক"—১৩৩১, আষাঢ়ঃ—"মুক্তির ডাক নাটকখানি ক্ষুদ্র হইলেও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।—পড়িতে পড়িতে মেটারলিঙ্কের 'মনালিনা'র কথা মনে পড়িয়া যায়। নাটকখানি ঠিক সেইরূপই। নাটকখানিতে পাকা হাতের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে।"

"নাচঘর"—৬ই আশ্বিন, ১৩৩১ "নাটকখানি শুধু 'মনোমোহনে'ই নতুন নয়, নাট্যসাহিত্যেও নতুন। পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তার এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙলাদেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কুনাটক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন।'

"কল্লোল"—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪—"বাঙলার নাট্যসাহিত্যের অত্যন্ত দৈন্য। নাট্যসাহিত্যে নতুন প্রতিভার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে প্রতিভা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কাছে আশা করা যেতে পারে। তাঁর কলমের কাজ শুধু সূক্ষ্ম নয়, জোরালো ও রঙদার। নাটকটিতে শক্তির ছাপ আছে। ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়!"

"আত্মশক্তি"—৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৪—"নাটকখানি আমাদের ভালো লেগেছে নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় দক্ষতায়। আর আমাদের মুগ্ধ করেছে তাঁর সৃষ্ট বেহুলার চারু চিত্রটি। পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের ওপর কল্পনার তুলিতে তিনি যে রঙ ফলিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অনিন্দনীয়।"

"আনন্দবাজার পত্রিকা"—২৬।৯।২৭—"কি ভা... দিক দিয়া কি চরিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের বহু পরিচয় তিনি দিয়াছেন।... বাঙলার প্রাণের বেদনা করুণা ও অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই "চাঁদসদাগর" শত শত দর্শককে পরিতৃপ্ত করিবে সন্দেহ নাই।"

"ভারতবর্ষ"—পৌষ, ১৩৩৪—"শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় গতানুগতিক ভাবে এই দৃশ্যকাব্য লেখেন নাই; তাঁহার একটা নিজস্ব ছন্দ-ভঙ্গী আছে। তিনি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এমন সুন্দরভাবে অগ্রসর করিয়াছেন যে, পাঠক ও দর্শক মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। · "চাঁদ সদাগর" বাঙলা দৃশ্য-কাব্য-ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। রঙ্গমঞ্চে এই "চাঁদসদাগরে"র অভিনয় ও যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছে।"

"The Bengalee."—in its issue of October 18th, 1927; "Once in a while a play is produced which Theatre-goers love to witness over and over again, which leaves the beaten track and carves out a path of its own, which is hailed as something out of the ordinary,—such a play is undoubtedly Mr. Manmatha Ray's "CHANDSADADAR."

৩। দেবাসুর

[এক দৃশ্যের এক একটি অঙ্কে সম্পূর্ণ পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ১৲ মাত্র।]

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল ঃ—
"ঋগ্বেদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি খণ্ড হইতে একটা গোটা চিত্র তুমি গাঁথিতে চেষ্টা করিয়াছ— Flora Anine Steel এর এই রকম চিত্রের পাশে ধরিলে তোমার নাটকের এ বিষয়ে কৃতিত্ব কতকটা অনুভব করা যায়। তোমার বইখানি একটা উচ্চ স্তরের আর্টের অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।"

"আনন্দবাজার পত্রিকা" -১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫—
"ইতিপূর্ব্বেই "চাঁদসদাগর" লিখিয়া মন্মথবাবু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, "দেবাসুর" তাহার সেই যশ বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই · পরাধীন ভারতের মর্ম্মকথা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাটকের মধ্যে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। নাট্যকলা হিসাবেও গ্রন্থখানি অনবদ্য হইয়াছে। বিশেষভাবে আত্মত্যাগী দধীচির চরিত্র অতি মহান্ হইয়াছে। · এই নাটকখানি বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"আত্মশক্তি"র তৃতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যার নাটনিবন্ধে "দেবাসুর" প্রবন্ধে :—"তাঁর নাটক উচ্চ স্তরের হয়ে উঠেছে, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। পৃথিবীর অধিকার নিয়ে দুই জাতির এই যে সংঘর্ষ, সামান্য নাটকের সীমার মধ্যে তার এই উপযুক্ত প্রকাশ কম

শক্তির পরিচয় নয়। তাই দেব ও অসুর এই দুই জাতির দ্বন্দ্ব তাঁর নাটকে শুধু বৈদিক কালের একটি কাহিনী হিসাবেই আমাদের মনোহরণ করে না……” ইত্যাদি।

“ভারতবর্ষ”—শ্রাবণ,১৩৩৫—“আমরা নাট্যকারের ‘বলাসুর’ ও ‘বৃত্রাসুরে’র চরিত্র চিত্রণ দেখিয়া সত্যসত্যই মুগ্ধ হইয়াছি ; এই দুইটী চিত্র অঙ্কনে নাট্যকার যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা সত্যসত্যই বিশেষ উপভোগ্য। আরও একটি জিনিষ এই নাটকের সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রবল দেশানুরাগ। বর্ত্তমান সময়ে এই শ্রেণীর নাটকের উপযোগিতা যে কত অধিক তাহা আর বলিতে হইবে না। এক কথায় বলিতে গেলে এই নাটকখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে।”

“Forward.”—in its ‘Review of Books’ dated July 24th, 1928, Dak ;—“Judged from his one-act dramas, Mr. Manmatha Ray M. A. is an artist who is much ahead of his times.···‘DEVASUR’, his latest work is a fine production, new in technic, novel in conception. The constructive imagination······is at once great. And herein there is USHA’ the soul of an imprisoned mother crying in agony of the burden of her iron chains, and dancing still, to stir you to action to break into pieces the chains of slavery under which you labour······ Considered from every point of view, style, technic, conception and execution, “DEVASUR” is an outstanding production.

বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইস্‌লাম ঃ—"এক বুক কাদা ভেঙে পথ চ'লে এক দীঘি পদ্ম দেখলে দু'চোখ আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দুচোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখায় ,—আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভালো ক'রে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই ব'লে লজ্জা অনুভব করছি। সত্যকে অভিবাদন করতে পারি—কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মত আলো ও অভিমান আমার নেই। বিশেষ করে আপনার "সেমিরেমিস" পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি তা ব'লে উঠতে পাচ্ছিনে। যতবার পড়ি ততবারই নতুন মনে হয়। এত বড় সৃষ্টি। আমায় আর কারুর কোন লেখা এত বিচলিত করে নি।"

কল্লোল—(পৌষ, ১৩৩৫) :—

"নাটক প্লাবিত বঙ্গদেশে মাঝে মাঝে যে দুই একখানি নাটক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কলারসিকের মনোহরণ করে, "দেবাসুর" তাহারই একখানি। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, সুললিত ভাষা গৌরব, অপূর্ব্ব চরিত্রচিত্রণ নাটকখানিকে অপরূপ রূপ দান করিয়াছে। শৃঙ্খলিতা নির্য্যাতিতা দেশজননীর মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা কোনও স্থানে নাটককে ক্ষুণ্ণ না করিয়া জাতিকে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বৃত্রাসুর বলাসুর শচী এবং দধীচি চরিত্র চতুষ্টয় দর্শক ও পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করিবে। শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নাটক-লেখার নিজস্ব মনোমদ ভঙ্গী এই নাটকে বর্ত্তমান। নাটকখানি মাত্র পাঁচটি দৃশ্যে পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত।"

৪। শ্রীবৎস

—প্রথম রজনীর অভিনয় দর্শনে—

নবশক্তি—(৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)

"আমাদের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার উপাদান আছে প্রচুর। মন্মথবাবু এই প্রাচুর্য্যের সন্ধান রাখেন। তাই তাঁর কলম থেকে উপরো উপরি এমনিধারা কয়েকখানি জনপ্রিয় নাটক রূপ পেয়েছে। "শ্রীবৎস" তাঁর এই তালিকারই অন্তর্ভুক্ত। নাটকখানির প্রধান গুণ হয়েচে তার আড়ম্বরহীনতা। শনির কোপে শ্রীবৎসরাজাকে উপর্যুপরি যে লাঞ্ছনার আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল, তারই মূল সূত্রগুলিকে সাজিয়ে মন্মথবাবু অতি নিপুণভাবে এই পুরাতন উপাখ্যানটিকেও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস তিনি কোথাও প্রকাশ করেননি এবং ঘটনা সংস্থাপনের গুণে নাটকটি কোথাও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। এমনিধারা নাটকের অভিনয় করেই বঙ্গমঞ্চ তার লোকশিক্ষক নাম সার্থক করে।... ...শ্রীবৎসের অভিব্যক্তি ... ...অহীন্দ্রবাবুর নাট্যপ্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।... শেষ যবনিকাপাত পর্য্যন্ত তা যেমন Pathetic তেমনি হৃদয়গ্রাহী। কোন একটি ভূমিকার অভিনয় দেখে আমরা বহুদিন এ রকম আনন্দ পাইনি তা মুক্তকণ্ঠে এখানে স্বীকার করচি। ইত্যাদি——চন্দ্রশেখর।

ঋত্বিক—(১৪।৬।২৯) :—

শ্রীবৎস চিন্তার সেই বহুবিশ্রুত কাহিনী। "ফোটা ফুলের টাটকা মধু।"······দৃশ্যের পর দৃশ্যে ঘটনাস্রোত এমনি সংযত ও সংহত ভাবে আসিতে থাকে যে, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ, ঘৃণা, বিস্ময় ও আনন্দে তন্ময় হইয়া রহিতে হয়, কোথাও অতৃপ্তি থাকিয়া যায় না।

—নব নাটক—

৫। "সেমিরেমিস"

যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা